পুরুলিয়ায় গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 135 Wednesday, 16 April, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ১৩৫ সংখ্যা ✱ ২ বৈশাখ ১৪৩২, বুধবার, ১৬ এপ্রিল ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন ঘিরে প্রস্তুতি বৈঠক মমতার!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ অক্ষয় তৃতীয়ায় উদ্বোধন হতে চলেছে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামিকাল, বুধবার প্রস্তুতি বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, জগন্নাথ মন্দির নিয়ে তৈরি করা ট্রাস্টের সঙ্গে আলোচনা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানা গিয়েছে, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন উদ্বোধন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কীভাবে প্রস্তুতি নেওয়া হবে তা নিয়ে এ পর্যালোচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। ১০ থেকে ১৫ হাজার ভক্তদের সমাগম হতে পারে এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে। আসবেন একাধিক ভিভিআইপিও। এই সমস্ত বিষয়ে পর্যালোচনা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নবান্ন অভিযানের জন্য সৌরভকে আমন্ত্রণ জানাতে এসে আটক ৩ চাকরিহারা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আটক তিন চাকরিহারা। ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশের হাতে আটক হয়েছেন তাঁরা। তবে সৌরভের সঙ্গে দেখা হয়নি তাঁদের। বস্তুত, আগামী ২১ এপ্রিল 'পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী ও চাকরিহারা ঐক্য মঞ্চ' নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে। সাংবাদিক বৈঠক করে তারা এই ঘোষণা করে। তাঁর বক্তব্য, প্রশাসনের সদর্থক কোনও ভূমিকা দেখতে না পাওয়ায় এই কর্মসূচির ঘোষণা করছেন তাঁরা। চাকরিহারারা বলেছিলেন, ''সরকারের সদিচ্ছার

অভাবে চাকরি হারিয়েছেন শিক্ষক শিক্ষকা ও শিক্ষা কর্মীরা। আমারও এই বঞ্চনার শিকার।'' এই সংগঠন ইতিমধ্যেই তিলোত্তমার মা-বাবাকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, যাতে তাঁরা নবান্ন অভিযানের দিন উপস্থিত থাকেন। এরপর মঙ্গলবার তাঁরা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানাতে উপস্থিত হন তাঁর বেহালার বাড়িতে। কিন্তু সৌরভ ছিলেন না। সেই কারণে দেখাও হয়নি তাঁদের। এ দিকে, চাকরিহারারা সেখানে পৌঁছনোর আগেই উপস্থিত ছিলেন পুলিশ আধিকারিকরা। বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের তিনজন প্রতিনিধি দল পৌঁছেতেই আটক করা হয় তাঁদের। এরপর ঠাকুরপুকুর থানায় নিয়ে আসা হয়।

মুর্শিদাবাদের অশান্তি নিয়ে মমতাকে নিশানা যোগীর

হারদোই, ১৫ এপ্রিলঃ মুর্শিদাবাদে ওয়াকফ আইনের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে চলতে থাকা অশান্তির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তিনি বলেছেন, ''বাংলা যখন জ্বলছে তখন চুপ করে রয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'' একই সঙ্গে যারা অশান্তি পাকাচ্ছে তাদের ঠান্ডা করতে ডান্ডা ব্যবহারের দাওয়াই দিয়েছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ''যারা অশান্তি ছড়াচ্ছে তাদের ঠান্ডা করার একমাত্র উপায় ডান্ডা।'' হারদোইতে একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, ''২০১৭ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে প্রত্যেক দু-তিন দিন অন্তর উত্তর প্রদেশে একটি করে সাম্প্রদায়িক অশান্তির ঘটনা ঘটত।''

মুর্শিদাবাদে হিংসা ছড়িয়েছে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরাই

দাবি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রিপোর্টে

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিলঃ ওয়াকফ আইন নিয়ে অশান্তির আবহে মুর্শিদাবাদে হিংসা ছড়িয়েছে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা! বিস্ফোরক এই তথ্য উঠে এল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রাথমিক তদন্তে। এমনটাই সূত্রের দাবি। হিংসা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি বাংলার পুলিশ, ওই রিপোর্টে এমনটাই উল্লেখ করা হয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। যদিও সরকারিভাবে এই রিপোর্ট নিয়ে কেন্দ্রের তরফে কিছু বলা হয়নি। ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারের দাবিতে প্রতিবাদের নামে 'গুন্ডামি' শুরু হয় মুর্শিদাবাদে। অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে নবাবের জেলা। পুলিশ-জনতা খণ্ডযুদ্ধে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়। অশান্তির মুর্শিদাবাদে হিংসার বলি হন তিনজন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে শুক্রবার রাত থেকে নেমেছে বিএসএফ। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে শনিবার রাত থেকে আধা সেনাও নামানো হয়। লাগাতার অশান্তির জেরে একাধিক গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে বহু পরিবার। তাদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। ঘরহারা পরিবারগুলি আশ্রয় নিয়েছে পড়শি জেলা মালদহের বৈষ্ণবনগরের বিভিন্ন স্কুলে। মুর্শিদাবাদে এই ভয়ানক অশান্তির নেপথ্যে রয়েছে বহিরাগত শক্তি, এমনটা দাবি করেছিল তৃণমূল নেতৃত্ব। তাদের

মতে, বাইরে থেকে লোক এনে বিজেপি বাংলার সাম্প্রদায়িকতা ছড়াতে চাইছে। তাতে সাহায্য করেছে বিএসএফের একাংশ। ফরাক্কার তৃণমূল বিধায়ক মণিরুল ইসলাম বলেন, ''বাইরে থেকে লোকজন না ঢুকলে এই ধরনের কাণ্ড ঘটত না। বাইরে থেকে লোকজন এই এলাকায় ঢুকে তাণ্ডব করতে শুরু করেছে। ভিতরের লোকজন তো রয়েছেই। এতদিন এখানে এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি।'' তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, ''বিএসএফের একাংশের সাহায্য নিয়ে বহিরাগত দুষ্কৃতীদের ঢুকিয়ে অশান্তি ছড়িয়ে আবার তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এলাকার লোকজন বলছে, অশান্তির মূল পাণ্ডাদের তারা চেনেন না। ফলে কোনও রাজনৈতিক দল কোনও কোনও এজেন্সির সাহায্যে অশান্তি ছড়াচ্ছে কি না তা দেখতে হবে।'' প্রশ্ন ছিল, বহিরাগত বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে- ভিনরাজ্যের দুষ্কৃতী নাকি বাংলাদেশি দুষ্কৃতী? এদিন কেন্দ্রের রিপোর্টে আঙুল তোলা হল পড়শি দেশের দিকেই। কিন্তু সীমান্ত পেরনোর সময়ে কেন আটকানো হল না এই দুষ্কৃতীদের? পুলিশ এবং গোয়েন্দারাই বা কেন এই হিংসার ছক বানচাল করতে পারল না? অশান্তি যখন তৈরি হচ্ছে, তখনই কেন তা দমন করা গেল না? এমন হাজারো প্রশ্নের উত্তর অবশ্য মেলেনি কেন্দ্রীয় রিপোর্টে।

ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে উত্তপ্ত রাজ্য

আজ সংখ্যালঘু প্রতিনিধিদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে নজর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ ওয়াকফ সংশোধনী আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকে রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে অসন্তোষের ঢেউ। বিশেষত, সংখ্যালঘু সমাজের একাংশের মধ্যে তৈরি হয়েছে ক্ষোভ। আইনটির প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দেখা গিয়েছে বিক্ষোভ। যার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার বেশকিছু এলাকা। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়েছে যে, মুর্শিদাবাদের বেশ কয়েকটি এলাকায় সংঘর্ষে প্রাণহানিও ঘটেছে। অশান্তি ছড়িয়েছে সুতি, জঙ্গিপুর, সমশেরগঞ্জ এবং ফরাক্কায়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টকে। আদালতের নির্দেশে ওই সব এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এই 'উত্তাল' আবহেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে সম্মেলে করতে চলেছেন। যদিও ওই বৈঠকের পরিকল্পনা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটার আগেই করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই সম্মেলন আরও 'তাৎপর্যপূর্ণ' হয়ে উঠেছে। শাসক শিবিরের একাংশ তো বটেই, প্রসাসনিক এবং রাজনৈতিক মহলও মনে করছে, ওই সম্মেলন থেকে মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘু সমাজের উদ্দেশে সামগ্রিক ভাবে 'গুরুত্বপূর্ণ বার্তা' দিতে

পারেন। সংখ্যালঘু সংগঠনগুলির অভিযোগ, নতুন ওয়াকফ সংশোধনী আইনে তাঁদের ধর্মীয় অধিকার ও ওয়াকফ সম্পত্তির উপর সরকারি 'হস্তক্ষেপ' করা হচ্ছে। তাঁদের বক্তব্য, এই আইন সংবিধানসম্মত মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা অবশ্য ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন যে, ওই সংশোধিত আইন পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর হবে না। তবে পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে উঠেছে যে, শুধুমাত্র ঘোষণায় শান্তি ফিরছে না। বিভিন্ন এলাকায় এখনও বিক্ষোভ চলছে, অনেক পরিবার ভিটেছাড়া, যা প্রশাসনের জন্য উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ওই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, নাখোদা মসজিদের ইমাম তথা সভার আহ্বায়ক মওলানা শফিক কাসেমি, মওলানা বাকি বিল্লাহ-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ইমাম, মোয়াজ্জিম এবং মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা। মূলত এই বৈঠকের মাধ্যমে সংখ্যালঘু সমাজের আশঙ্কা দূর করার চেষ্টা করবে রাজ্য সরকার। প্রসঙ্গত, তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ও ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে ওয়াকফ সংশোধনী আইনটিকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা করেছেন। কেন্দ্রের তরফে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবে কোনও বক্তব্য না এলেও রাজ্য-রাজনীতিতে এই বিষয়টি যে আগামী দিনে প্রভাব ফেলবে, তা এখনই স্পষ্ট। এই প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আয়োজিত বুধবারের সম্মেলন শুধু প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয় বরং রাজনৈতিক বার্তাও বহন করবে। রাজ্যের একাংশে সাম্প্রতিক অশান্ত পরিবেশে ওই সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী কী বার্তা দেন, সেইদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহল।

'মমতা মুর্শিদাবাদে আসুন, অন্য রাজ্যে তো প্রতিনিধি পাঠান, সামশেরগঞ্জ-জঙ্গিপুরে নয় কেন'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ বাইরের রাজ্যে কিছু হলে তখন দলের প্রতিনিধিদের পাঠিয়ে খোঁজ খবর নেন, অথচ সামশেরগঞ্জ-জঙ্গিপুরের বেলায় কোনও উচ্চবাচ্য নেই মুখ্যমন্ত্রীর। এমনই অভিযোগ করে মমতাকে মুর্শিদাবাদের অত্যাচারিতদের পাশে থাকার বার্তা অধীর চৌধুরীর। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় শুক্রবার থেকে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল মুর্শিদাবাদ। এখন পরিস্থিতির খানিক উন্নতি হয়েছে। সোমবার থেকে নতুন করে তেমন কোনও গন্ডগোলের খবর মেলেনি জঙ্গিপুর, ধুলিয়ান, সামশেরগঞ্জ বা সুতি থানা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, আপাতত মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত মুর্শিদাবাদের কয়েকটি এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। একই সঙ্গে মালদহের দু'টি এবং বীরভূমের তিনটি ব্লকে ইন্টারনেট থাকবে না মঙ্গলবার পর্যন্ত। কারণ হিসাবে প্রশাসনের দাবি, উদ্ভূত গন্ডগোলের অন্যতম কারণ হল 'গুজব'। যদিও এখনও 'নবাবদের শহর' কার্যত থমথমে। হাইকোর্টের নির্দেশ মোতাবেক রুটমার্চও করছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এমন পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। মমতাকে উপদেশ দিয়ে বললেন, তাঁর পীড়িতদের বাড়িতে গিয়ে অন্তত তাঁর খবর নেওয়া উচিত। অধীর বলেন, ''বাইরের অন্যান্য রাজ্যে মমতা তাঁর দলের সাংসদদের প্রতিনিধি করে খোঁজ খবর নিতে পাঠান। হাথরস, মণিপুরে ঝামেলা হলে খোঁজ-খবর নেন। তাহলে কি জঙ্গিপুর, সামশেরগঞ্জ অচ্ছুৎ?'' কংগ্রেস নেতার প্রশ্ন, ''এখানকার মানুষ কি ভোট দেননি? মুর্শিদাবাদের সাংসদরা কি আপনার দলের নয়? তাহলে কেন তাঁদের মানুষের পাশে থাকতে দেখা যাচ্ছে না?'' মমতাকে অধীর একপ্রকার উপদেশ দিয়ে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী অন্তত একবার ক্ষতিগ্রস্ত, লাঞ্ছিত, পীড়িত হিন্দু-মুসলমান পরিবারগুলোর সঙ্গে দেখা করুন, কথা বলুন।'' বস্তুত, সম্প্রতি দেশে বলব হয়েছে ওয়াকফ সংশোধনী আইন। মুসলিম সমাজের একটি বড় অংশ ওই আইনের বিরোধিতায় পথে নেমেছে। বাংলাতেও জেলায় জেলায় বিক্ষোভ করছেন সংখ্যালঘুদের বড় অংশ। এই প্রেক্ষিতে কয়েক দিন আগে অশান্তি শুরু হয় মুর্শিদাবাদের একাধিক এলাকায়।

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় ইডি-র চার্জশিটে রাহুল-সোনিয়ার নাম

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিলঃ ন্যাশনাল হেরাল্ড সম্পত্তি মামলায় সোনিয়া গান্ধি এবং রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে প্রথম চার্জশিট জমা দিল ইডি। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে মামলায় ইডির জমা দেওয়া চার্জশিটে এই দুই কংগ্রেস নেতার পাশাপাশি নাম রয়েছে শ্যাম পিত্রোদারও। ২৫ এপ্রিল এই মামলা শুনতে পারে আদালত। অন্যদিকে, চার্জশিটে গান্ধি পরিবারের দুই সদস্যের নাম থাকা নিয়ে সরব হয়েছে কংগ্রেসও। বিষয়টি আদতে 'প্রতিহিংসার রাজনীতির প্রতিফলন' বলে দাবি করা হয়েছে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। উল্লেখ্য, এই মামলায় আগেই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। প্রসঙ্গত, দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল হেরাল্ড সংবাদপত্র নিয়ে ২০১৩ সালে প্রথম দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি। এর পর ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসেন নরেন্দ্র মোদি। সেই সময়ে এই নিয়ে নতুন করে শোরগোল পড়ে। বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামী অভিযোগ করেছিলেন, এজেএল নামে সংস্থার হাতে সংবাদপত্রটির মালিকানা ছিল, যার বাজারে বিপুল পরিমাণ দেনা রয়েছে। ২০১৪ সালে সুব্রহ্মণ্যম স্বামী দিল্লির একটি আদালতে মামলাও দায়ের করেছিলেন। ২০০৮ সালে এই সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এর পর সেই

অবস্থাতেই সংস্থাটি অধিগ্রহণ করেছিল ইয়ং ইন্ডিয়ান প্রাইভেট লিমিটেড নামে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের তৈরি একটি সংস্থা। ফলে একদিকে যেমন ন্যাশনাল হেরাল্ড-এর কয়েক হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি চলে এসেছিল ইয়ং ইন্ডিয়ান প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে, তেমনই এই দেনার ভার থেকেও তারা মুক্ত হয়েছিল। তাদের ঋণের টাকা মকুব করা হয়েছিল। বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামী সোনিয়া এবং রাহুলের বিরুদ্ধে এই হস্তান্তর নিয়ে বেআইনি লেনদেনের অভিযোগে সরব হয়েছিলেন। ২০২১ সালে এই মামলার তদন্ত শুরু করে ইডি। অভিযোগ ছিল, সোনিয়া, রাহুল এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের সাহায্যে এজেএল-এর ২০০০ কোটি টাকার সম্পত্তি মাত্র ৫০ লক্ষের বিনিময়ে ইয়ং ইন্ডিয়ান প্রাইভেট লিমিটেড হস্তগত করেছে। এই মামলার তদন্তের প্রেক্ষিতেই এ বার চার্জশিট দিয়েছে ইডি। তাতে নাম রয়েছে সোনিয়া এবং রাহুল গান্ধির।

'সাদা খাতারাও মিছিলে', সিবিআই দফতরে যাবেন চাকরিহারা শিক্ষকরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ এবার সিবিআই দফতর অভিযানে শামিল হবেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। পয়লা বৈশাখের একদিন পরেই অর্থাৎ ১৭ এপ্রিল সিবিআই দফতর অভিযানে যাবেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। এমনটাই জানা গিয়েছে। তাঁদের দাবি, ''আমরা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে এই সিবিআই দফতর অভিযান করতে চাই। ১৭ এপ্রিল বেলা ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে এই কর্মসূচি হবে।'' চাকরিহারা শিক্ষক রাজীব হাঁসদা সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ''আমরা ১৭ এপ্রিল সিবিআই দফতরে অভিযান করতে চাই অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে। চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক সকলকে আহ্বান জানিয়েছি। আমাদের অনশন কর্মসূচি আপাতত স্থগিত হয়েছে। কিন্তু আমরা সিবিআইয়ের কাছে আবেদন করব আপনারা যোগ্যদের ওএমআরগুলি প্রকাশ করে দিন। সেটা আপনারা ওয়েবসাইটেও দিতে পারেন অথবা আমাদের কাছে দিতে পারেন।'' তাঁদের যুক্তি হল সিবিআই ওএমআর-এর হার্ড ডিস্ক বাজেয়াপ্ত করেছিল। সেক্ষেত্রে তাদের কাছে আছে ওএমআর শিট। সেটাই এবার চাকরিহারা শিক্ষকরা পেতে চান। এর মাধ্যমে কে যোগ্য আর কে অযোগ্য আরও পরিস্কার হয়ে যাবে। সেই সঙ্গেই সম্প্রতি 'অযোগ্য' চাকরিহারা শিক্ষকরাও মিছিল করেছিলেন। তাঁরাও চাকরিতে পুনরায় বহাল করার আবেদন জানিয়েছেন। এরপরই ক্ষোভে ফুঁসছেন যোগ্য চাকরিহারারা। তাঁদের একাংশের দাবি ওই ''অযোগ্যদের জন্য আমাদের এই হাল হয়েছে। নেতাজি ইন্ডোরে মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি যোগ্যদের বাঁচাতে চাইছেন কি না সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। না হলে অযোগ্যরা মিছিল করবেন কলকাতায় এটা কার উৎসাহে, কাদের অনুপ্রেরণায় হল সেটা আমরাও জানতে চাইছি।'' চাকরিহারা এক শিক্ষক বলেন,

''চোরেরা মিছিল করতে পারে কলকাতায়, তারাও চাকরি চাইতে পারেন এটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। সাদা খাতারা কীভাবে মিছিল করতে পারেন!'' কার্যত এক অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। একদিকে যোগ্য বলে দাবি করা চাকরিহারা শিক্ষকরা বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছেন। চিন্তায় ঘুম আসছে না। ধর্মতলায় বসে রয়েছেন। একাধিক মেধাবী, কৃতী শিক্ষকরা ক্লাসে না গিয়ে রাস্তায় এসে বসেছেন। আর অন্যদিকে অযোগ্য শিক্ষক, যারা সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন বলে অভিযোগ তাঁরাও এবার চাকরি চেয়ে মিছিল করেছিলেন কলকাতায়। আর এরপর থেকেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। যোগ্যরা কার্যত বিভ্রান্ত। তবে শিক্ষকদের একাংশ দিল্লিতে যন্তরমন্তরে যাবেন। ধর্নায় বসবেন। আবার চাকরিহারা শিক্ষকরা নবান্ন অভিযানেও যাবেন। লক্ষ্য একটাই চাকরিটা আবার ফেরত পাওয়া। পয়লা বৈশাখেও মন ভালো নেই। একেবারে দিশেহারা পরিস্থিতি।

বর্ষা ঢোকার আগেই সুখবর! স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টি হবে বাংলায়, বলছে মৌসম ভবন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ বর্ষা নিয়ে সুখবর শোনাল মৌসম ভবন। এ বার বর্ষায় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টির পূর্বাভাস। মৌসম ভবন বলছে, দেশে বর্ষায় স্বাভাবিকের চেয়ে ৫ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হতে পারে। বাংলাতেও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টির ইঙ্গিত। বর্ষা ভাল হলে ধানের উৎপাদন বেশি হওয়ার আশা চাষিদের। এদিনও বাংলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে পশ্চিমের জেলাগুলিতে। বুধবার ও বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। এমনটাই বলছেন আবহাওয়া দফতর। মঙ্গলবারে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি কলকাতা-সহ সব জেলাতেই। তবে বুধবার ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমবে বলেই মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। ঝড়ের সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। তবে বৃহস্পতিবার থেকে ফের বদলে যাবে ছবিটা। আবহাওয়া দফতর বলছে, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বিক্ষিপ্তভাবে হলেও ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই। ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাসও বইতে পারে। অন্যদিকে এদিন কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সোমবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৫ থেকে ৯১ শতাংশের মধ্যে।

ভাঙড়ে ওয়াকফ আইন বিরোধী মিছিলে ভাঙচুর, আগুন লাগানোর ঘটনায় গ্রেপ্তার ৯

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ সংশোধিত ওয়াকফ আইন ঘিরে উত্তেজনার আগুন ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে। সোমবার এই আইনবিরোধী আন্দোলনের জেরে গোটা এলাকা পরিণত হয় উত্তপ্ত সংঘর্ষস্থলে। পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর, আগুন, লাঠিচার্জ- একের পর এক ঘটনায় কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা অঞ্চল। আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকেও নিতে হয় কড়া পদক্ষেপ। এরই মাঝে মঙ্গলবার পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, মোট ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাদের মধ্যে ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে উত্তর কাশীপুর থানার পুলিশ এবং ১ জনকে গ্রেফতার করেছে চন্দনেশ্বর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আরও বেশ কয়েকজনকে শনাক্ত করা হয়েছে এবং তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। গোটা ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসন যথেষ্ট চাপে পড়েছে। সোমবারের সেই অশান্ত মুহূর্তের ভিডিও ও ছবি ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়, যা জনমনে আরও আতঙ্ক তৈরি করছে। ঘটনার সূত্রপাত সোমবার সকালে। আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির ডাকে সংশোধিত ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে এক বিশাল মিছিল আয়োজন করা হয়। ভাঙড় ও তার আশপাশের এলাকা থেকে হাজার হাজার সমর্থক ওই মিছিলে যোগ দিতে আসছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় পুলিশ তাদের পথ আটকে দেয়। সেখান থেকেই শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি, বচসা এবং পরে তা গড়ায় খোলা হয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে। ঘটনার পরপরই বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয় ভাঙড়ের বিভিন্ন এলাকায়। শুভঙ্কর সিনহা এবং রূপেশ কুমারের নেতৃত্বে বিশাল

সংঘর্ষে। অভিযোগ, আন্দোলনকারীদের একাংশ উত্তেজিত হয়ে পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, একাধিক মোটরবাইকেও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পুলিশের উপর ইট-বজ্রি ছোঁড়ার ঘটনাও ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দফায় দফায় লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয় পুলিশ। ঘটনার সময় বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী আহত পুলিশবাহিনী পৌঁছয় ঘটকপুকুর এলাকায়। শুরু হয় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ধরপাকড়। যাদের বিরুদ্ধে ভিডিও ফুটেজে প্রমাণ মিলেছে, তাদের ধরতে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালানো হচ্ছে। এদিকে আইএসএফ এবং তৃণমূল কংগ্রেস একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে দোষারোপের রাজনীতি শুরু করেছে। আইএসএফের অভিযোগ, শান্তিপূর্ণ মিছিলে বিনা প্ররোচনায় পুলিশ আক্রমণ চালিয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে দাবি করা হয়েছে, মিছিলের নামে ভাঙচুর ও হিংসা ছড়ানোই ছিল উদ্দেশ্য। সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের একাংশের অভিযোগ, নতুন এই আইন ওয়াকফ সম্পত্তির উপর সরকারের হস্তক্ষেপ বাড়িয়েছে। এর বিরুদ্ধে আগে থেকেই নানা এলাকায় প্রতিবাদ চলছিল, তবে ভাঙড়ের মতো এতটা বড় আকারে তা সামনে আসেনি। ভাঙড়ে যে হিংসাত্মক চেহারা নিয়েছে আন্দোলন, তাতে উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ। এলাকায় এখনও থমথমে পরিবেশ। দোকানপাট আংশিক বন্ধ, রাস্তাঘাটে পুলিশের টহল চলছে নিয়মিত। প্রশাসনের তরফে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানানো হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। পাশাপাশি, ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে, তার জন্য কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে গোটা এলাকায়। এই ঘটনার প্রভাব রাজ্য রাজনীতিতেও পড়েছে। বিরোধীরা পুলিশের ভূমিকাকে কটাক্ষ করেছে, আবার শাসক দল আন্দোলনকারীদের দায়ী করছে। আপাতত ভাঙড়ের মানুষ চাইছেন, পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হোক এবং রাজনীতি নয়, মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হোক।

নববর্ষের আবাহনে মেতেছে বাংলা, বিভিন্ন মন্দিরে ভক্তদের ভিড়

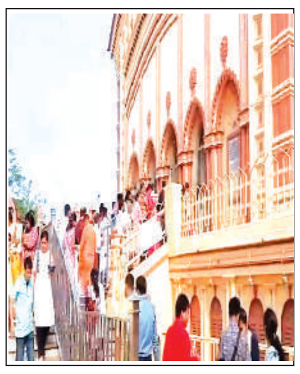

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ঃ পয়লা বৈশাখে আনন্দে মেতেছে আট থেকে আশি। ১৪৩১-কে বিদায় জানিয়ে বাংলা ক্যালেন্ডারে নতুন বছর ১৪৩২-এর আগমণ। নতুন পোশাক, গঙ্গাস্নান, দোকানে দোকানে হালখাতার আয়োজন করা হয়েছে। সঙ্গে শুভেচ্ছা-মিষ্টিমুখ-গান আর জমজমাট আড্ডা। নববর্ষের আবাহনে মেতে উঠেছে গোটা বাংলা।মঙ্গলবার সকাল থেকেই কালীঘাট থেকে দক্ষিণেশ্বর, লেক কালীবাড়ি থেকে তারাপীঠ, বিভিন্ন মন্দিরে ভক্তদের সমাগম হয়েছে। পুজো দেওয়ার লম্বা লাইন চোখে পড়েছে বিভিন্ন মন্দিরের সামনে। বৈশাখী আনন্দে মাতোয়ারা গোটা পশ্চিমবঙ্গই। নতুন আশা-নতুন উদ্দীপনায় বরণ করে নেওয়া হয়েছে বাংলা নববর্ষ ১৪৩২-কে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা সবাই। হয়েছে বর্ণিল শোভাযাত্রা-সহ সাংস্কৃতিক নানা আয়োজন।

ভারতীয় ভারোত্তোলন ফেডারেশনের অ্যাথলিটস কমিশনের চেয়ারপার্সন হলেন মীরাবাই চানু

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল ঃ অলিম্পিক রৌপ্যপদকজয়ী মীরাবাই চানু এবং কমনওয়েলথ গেমসের স্বর্ণপদকজয়ী এস. সতীশ কুমার ভারতীয় ভারোত্তোলন ফেডারেশন অ্যাথলিটস কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং ভাইস-চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হয়েছেন। মেয়াদ চার বছর হবে।মীরাবাই ভারতের অন্যতম সেরা ভারোত্তোলক, যার নামে রয়েছে একাধিক জাতীয় রেকর্ড এবং ঐতিহাসিক মাইলফলক। যার মধ্যে ২০২০ সালের টোকিও অলিম্পিকে তিনি প্রথম ভারতীয় ভারোত্তোলক হিসেবে রৌপ্য পদক জিতেছিলেন, যা দেশের জন্য এক যুগান্তকারী মুহূর্ত। এর আগে, ২০১৭ সালে তিনি ২২ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিযে. বিশ্ব ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম ভারতীয় হিসেবে স্বর্ণপদক জিতে ছিলেন।সতীশ ২০১৮ সালে গোল্ড কোস্টে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসে ভারোত্তোলনে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন। এটি তার টানা দ্বিতীয় কমনওয়েলথ গেমসে স্বর্ণপদক জয়। এর আগে ২০১৪ সালে গ্লাসগো কমন ওয়েলথ গেমসেও সোনা জিতেছিলেন তিনি।

১৮-২০ এপ্রিল ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস কাশ্মীরে, আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া

শ্রীনগর, ১৫ এপ্রিল ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের ফের বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানালো আবহাওয়া দফতর। আগামী ১৮ থেকে ২০ এপ্রিলের মধ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, ওই সময়ে উঁচু পাহাড়ে তুষারপাতও হতে পারে। তার আগে আগামী ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া।১৭ এপ্রিল পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়ার পর ১৮-২০ এপ্রিল পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরে মেঘলা আকাশ, হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত এবং উঁচু স্থানে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ২২-২৫ এপ্রিল আবহাওয়া ফের শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা, এরপর ২৬-২৭ এপ্রিল আবারও মেঘলা থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। বলে জানান

সুখ, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যের কামনা করে নববর্ষের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল ঃ বাংলা নববর্ষ পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সবার সুখ, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। মঙ্গলবার সকালে

সামাজিক মাধ্যমে নববর্ষের শুভেচ্ছা

প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, পয়লা বৈশাখের শুভেচ্ছা। আশা করি, এই বছর আপনাদের সব আকাঙ্খা পূর্ণ হবে।প্রধানমন্ত্রী মোদী শুভেচ্ছা-বার্তায় আরও লিখেছেন, আমি সকলের সাফল্য, সুখ, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করছি। শুভ নববর্ষ। প্রতিবছরের মতো এই বছরও বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ইডি-র দফতরে হাজিরা রবার্ট বঢ্রার, দিলেন সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল ঃ গুরুগ্রাম জমি দুর্নীতি মামলায় মঙ্গলবার দিল্লিতে ইডি-র দফতরে হাজিরা দিলেন ব্যবসায়ী রবার্ট বঢ্রা। ইডি-র সমন পাওয়ার পর এদিন নিজ বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে ইডি-র দফতরে পৌঁছন। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।সোনিয়া গান্ধীর জামাই রবার্ট বলেছেন, এটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। তিনি বলেন, যখনই আমি মানুষের পক্ষে কথা বলি এবং তাদের কথা শোনাই, তারা আমাকে দমন করার চেষ্টা করে।আমি সর্বদা সমস্ত উত্তর দিয়েছি এবং তা করে যাব।রবার্ট আরও বলেছেন, আমরা ইডিকে বলেছি, আমরা আমাদের নথিপত্র গুছিয়ে রাখছি, আশা করি আজই একটা উপসংহার আসবে। মামলায় কিছুই নেই। যখন আমি দেশের পক্ষে কথা বলি, আমাকে থামানো হয়, রাহুলকে সংসদে কথা বলতে বাধা দেওয়া হয়। বিজেপি এটা করছে। এটা একটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। মানুষ আমাকে ভালোবাসে এবং চায় আমি রাজনীতিতে যোগ দিই। যখন আমি রাজনীতিতে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করি, তখন তারা আমাকে নামিয়ে আসল বিষয়গুলি থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য পুরানো বিষয়গুলি তুলে ধরে। মামলায় কিছুই নেই। গত ২০ বছর ধরে আমাকে ১৫ বার তলব করা হয়েছে এবং প্রতিবার ১০ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। ২৩০০০ নথিপত্র গুছিয়ে রাখা সহজ নয়।

জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চে তল্লাশি অভিযান জারি, জঙ্গিদের খুঁজছে সুরক্ষা বাহিনী

জম্মু, ১৫ এপ্রিল ঃ সোমবার রাতে সুরানকোটের লাসানায় সন্ত্রাসবাদীদের খোঁজ পায় সুরক্ষা বাহিনী। এরপর থেকেই জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী যৌথ ভাবে পুঞ্চে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। জম্মু ও কাশ্মীরের লাসানায় সন্ত্রাসীদের সঙ্গে গুলির লড়াইও হয়, এরপর থেকেই তল্লাশি অভিযান চলছে অতিরিক্ত বাহিনীও পাঠানো হয়েছে।মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার লাসানা এলাকায় অতিরিক্ত সেনা পাঠানো হয়েছে, যেখানে সোমবার সন্ধ্যায় নিরাপত্তা বাহিনী এবং সন্ত্রাসীদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত গুলি বিনিময় হয়। পুঞ্চের লাসানা এলাকায় সন্দেহভাজন জঙ্গিরা সেনাবাহিনীর একটি টিমের ওপর গুলি চালায়। এরপর নিরাপত্তা বাহিনী তল্লাশি অভিযান শুরু করে এবং পুঞ্চ-জম্মু মহাসড়কে যানবাহন তল্লাশি জোরদার করা হয়েছে বলে।

রোহিঙ্গাদের পশ্চিমবঙ্গে স্বাগত জানানো হচ্ছে, দাবি শমীকের

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদে হিংসার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেছেন, সমস্ত সীমান্তবর্তী এলাকার জনসংখ্যা পরিবর্তন করা হয়েছে। রোহিঙ্গাদের পশ্চিমবঙ্গে স্বাগত জানানো হচ্ছে। বাংলাদেশি অভিবাসীদের আগমনের

সঙ্গে সঙ্গে জিহাদি ধারণাও রাজ্যে পৌঁছেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের একজন মন্ত্রী রাজ্যে যা ঘটছে তা প্রকাশ্যে বৈধতা দিচ্ছেন এবং আরও বলেছেন যে হিন্দুরা কেবল রাজ্যের মধ্যেই পলায়ন করছে।শমীক আরও বলেছেন, পরিস্থিতি সমস্ত সীমান্তবর্তী জেলায় সমানভাবে উদ্বেগজনক এবং রাজ্যের অভ্যন্তরে একটু কম, তবুও রাজ্যজুড়ে এই সমস্যা বিদ্যমান। আমরা এখন যেখানে বসে আছি, ১৯৪৬ সালে এই জায়গাটি রক্তে ভেসে গিয়েছিল, সেখান থেকেই কলকাতার মহান হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার আমাদের সেই সময়ে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে বলে মনে করেন। তাই আমরা চাই পঃ বঙ্গের রাজনীতিতে শান্তি ফিরে আসুক। কোন অশান্তি না নয় যেন।

তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন একবিংশ শতাব্দীর বৃহত্তম সংস্কারঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল ঃ তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন একবিংশ শতাব্দীর বৃহত্তম সংস্কার। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, ভারত সরকার বিচার ব্যবস্থাকে জনকেন্দ্রিয় ও বৈজ্ঞানিক করার চেষ্টা করছে। সোমবার নতুন দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া ফরেনসিক সায়েন্স সামিট-এ ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, ন্যায়বিচারপ্রার্থীরা যাতে সময়মতো ন্যায়বিচার পান এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার সন্তুষ্টি পায়, তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার কাজ করছে।তিনি বলেন, দেশের

ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে ফরেনসিক বিজ্ঞান খুবই কার্যকর। অমিত শাহ বলেন, এর মাধ্যমে মূল লক্ষ্য হল একটি নিরাপদ ও সক্ষম ভারত গড়ে তোলা। তিনি বলেন, যদি আমাদের সময়মতো ন্যায়বিচার প্রদান করতে হয় তাহলে ফরেনসিক বিজ্ঞান ছাড়া তা সম্ভব নয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রাজেশ বিন্দল, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) ভি রামসুব্রহ্মণ্যম, ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরামানিও সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান এবং রাজ্যসভার সাংসদ মনন কুমার মিশ্র, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন, তদন্ত সংস্থাগুলির প্রধানরা এবং বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বলে খবর সূত্রে থেকে জানা গেছে আমাদের।

মুসলিমদের হজ যাত্রা সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃভারতীয় মুসলিমদের বার্ষিক হজ যাত্রার বিষয়টি সরকারের উচ্চ অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে।ধারাবাহিক প্রচেষ্টার সুবাদে ভারতের জন্য বরাদ্দ হজ তীর্থযাত্রীর সংখ্যা ২০১৪-র ১,৩৬,০২০ থেকে বেড়ে ২০২৫-এ ১,৭৫,০২৫-এ দাঁড়িয়েছে। এই সংখ্যাটি স্থির হয় সৌদি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ।ভারতের হজ তীর্থযাত্রীদের সিংহ ভাগের সৌদি আরব সফরের বিষয়টি সম্পন্ন হয়ে থাকে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে। এবছর এই সংখ্যাটি ১,২২,৫১৮। এদের বিমান যাত্রা, মিনা শিবিরে থাকা এবং অন্য নানান প্রয়োজনীয় পরিষেবার বিষয়টি সৌদি কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা অনুযায়ী সময়মতো সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।ভারতের হজ যাত্রীদের বাকি অংশের সৌদি আরব সফরের দায়িত্ব থাকে বেসরকারি নানা পর্যটক সংস্থার ওপর। সৌদি আরবের তরফে নিয়মবিধি কিছুটা পরিবর্তিত হওয়ায় এধরণের ৮শো-র বেশি বেসরকারি সংস্থাকে এক জায়গায় এনে মোট ২৬টি হজ গ্রুপ অপারেটর সংস্থা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু, এই সংস্থাগুলি সৌদি কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রণালীগত কাজ শেষ করতে পারেনি।এই বিষয়টি নিয়েও ভারত সরকার সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। তারফলে, হজ পোর্টাল (নুসুক পোর্টাল) আবার খুলে দিতে রাজি হয়েছে সৌদি কর্তৃপক্ষ। এর সুবাদে ১০ হাজার তীর্থযাত্রীর মিনা শিবিরে থাকার ব্যবস্থা করার জন্য আরও কিছুটা সময় পাওয়া গেছে। অন্য কোনো দেশের পক্ষ থেকে এধরণের অনুরোধে কর্ণপাত করেনি রিয়াধ।সৌদি হজ মন্ত্রক তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। বিশেষত, গরমের সময় তারা যাতে অসুস্থ না হয়ে পড়েন, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখছে সেদেশের সরকার খবর সূত্র থেকে জানা গেছে।

সরানো হল তদন্তের দায়িত্ব থেকে

কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ কসবায় চাকরিহারা প্রার্থীকে লাথি মারার ঘটনায় অভিযুক্ত এসআই-কে তদন্তের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দায়িত্ব পেয়েছেন অন্য এক এসআই।লালবাজার সূত্রে খবর, কসবার ঘটনার তদন্ত করবেন সঞ্জয় সিংহ। কসবা থানায় এসআই পদে আছেন তিনি। এর আগে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এসআই রিটন দাসকে। বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। তার মাঝেই গত শুক্রবার কসবাকাণ্ডের তদন্তকারী অফিসার বদলে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

হিমাচল দিবসে হিমাচল প্রদেশের জনসাধারণকে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হিমাচল দিবসে হিমাচল প্রদেশের জনসাধারণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেনহিমাচল দিবসে রাজ্যের সব জনসাধারণকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। সমৃদ্ধ সংস্কৃতি সম্পন্ন এই রাজ্য আমার ভাই বোনের অনেক পরিশ্রম, প্রতিভা এবং বীরত্বের জন্য স্মরণীয়। এই বিশেষ মুহূর্ত আপনাদের সকলের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য নিয়ে আসুক। প্রার্থনা করি, সেইসঙ্গে আমাদের দেবভূমিকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাক এই আশাই করে নতুন বছর থেকে।

‘‘নববর্ষে পুজোর পাশাপাশি শ্লোগানঃ জয় মোহনবাগান’’, মন্তব্য কুণালের

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ঃ মঙ্গলবার বাংলা নববর্ষে ময়দানের ব্যস্ততার কথা জানালেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। ১৯টি ছবি-সহ পোস্ট করেছেন সামাজিক মাধ্যমে।কুণাল লিখেছেন, নববর্ষের ময়দান। প্রথমে মোহনবাগান এবং তারপর ‘সংবাদ প্রতিদিন’ ভবানীপুর ক্লাব। বাংলার নববর্ষ কিন্তু ফুটবল খেলার তরফ থেকেই বারপুজোর মাধ্যমে প্রাণঢালা উদযাপন হয়। এবারও ময়দান প্রাণোচ্ছ্বল। তার মধ্যে মোহনবাগান এখন ট্রফির বাগান। ফলে বাকিদের সঙ্গে উৎসাহে তফাৎ তো থাকবেই। ভবানীপুর ক্লাবে সৌরভের উপস্থিতি আকর্ষণীয়।দুটি ক্লাবেই ফুটবল তারকাদের সমাবেশ। মোহনবাগানে হকি, ক্রিকেট, অ্যাথলেটিক্সের সাফল্যের উচ্ছাসও। ভবানীপুর জমজমাট, তবে সেখানেও নিজেদের পুজোর পাশাপাশি শ্লোগানঃজয় মোহনবাগান বলেন।

গণতন্ত্রে বন্দুক নয়, সংবিধানই সব সমস্যার সমাধানঃরামবিচার নেতাম

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ভারতকে নকশালমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ছত্তিশগড়ে নকশালদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর পাশাপাশি রাজ্য পুলিশও এই অভিযানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। ছত্তিশগড়ের আদিবাসী উন্নয়ন ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রামবিচার নেতাম বিশ্বাস করেন যে গণতন্ত্রে সংবিধানই প্রতিটি সমস্যার সমাধান, বন্দুক নয়।রায়পুরে হিন্দুস্থান সমাচারের সঙ্গে আলাপচারিতায় রামবিচার নেতাম নকশালবাদের বিরুদ্ধে অভিযান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, নকশাল নেতৃত্বকে মোকাবিলা করার জন্য কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যারা সাধারণ আদিবাসীদের বিভ্রান্ত করেছে তাদের কঠোরভাবে মোকাবিলা করা উচিত।

যারা মুখের ভাষায় বোঝে তাদের সাথে কথা বলা যায়, কিন্তু যারা বন্দুকের মাধ্যমে বোঝে তাদের সেই ভাষাতেই বোঝানো হবে। সরকার কাউকে মারতে চায় না, কিন্তু যারা অন্যকে হত্যা করতে চায়, তাদের মোকাবিলা কীভাবে করা হবে? নকশালদের দাবি নিয়ে রামবিচার নেতাম বলেন, কীসের লড়াই? উন্নয়ন- স্কুল, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, সেতু ও নিরাপত্তা সব নিশ্চিত করা হয়েছে। তাহলে রেড করিডোরে এসব নির্মাণ বন্ধ কেন? সরকার কোনওভাবে এটি নির্মাণ করলেই বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হয়। কেন? কারণ তারা নিরীহ আদিবাসীদের বোকা বানিয়ে নিজের স্বার্থ হাসিল করছে। সরকারের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের উস্কানি দেওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, বস্তার, বিজাপুর, নারায়ণপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসীদের বলা হয় যে সরকার তাদের প্রতি কোনও খেয়াল রাখছে না। যখন সেখানে সরকারি কাজ করা হয়, নকশালদের থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলি তাদের বলে যে আপনার জল, জঙ্গল এবং জমিতে সরকারের নজর রয়েছে। সরকারের কী করা উচিত বলেও প্রশ্ন তোলেন তিনি।নকশালদের মূল স্রোতের ফেরানোর পরিকল্পনা সম্পর্কে মন্ত্রী রামবিচার নেতাম বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশনায় এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে, ছত্তিশগড় সরকার এই সমস্যাটিকে শিক। থেকে নির্মূল করার কাজ করছে। তারাও মানুষ, তাই তাদের সঙ্গে আলোচনার রাস্তা খোলা রাখা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি বা সরকারের কাছে নয়, সংবিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করা দরকার। তিনি আরও বলেন, জল, জঙ্গল ও জমি নিরাপদ থাকবে। জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও সরকারের দায়িত্ব, নকশালদের নয়। জনগণকে রক্ষা করার দায়িত্ব সংবিধানের ওপর বর্তায়, কোনও চরমপন্থী সংগঠনের ওপর নয়।

বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা মমতার, শান্তি ও সম্প্রীতির আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ঃপয়লা বৈশাখের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার অনেক রাতে এক্স হ্যান্ডেলে টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি সামাজিক মাধ্যমের পাতায় লেখেন, এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ। শুভ নববর্ষ ১৪৩২! নতুন বছরের পুণ্য আলোর দ্যুতিতে আলোকিত হোক সকলের জীবন। শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকুক বাংলার প্রতিটি মানুষ। সবাইকে শুভনন্দন।মুখ্যমন্ত্রী অপর একটি টুইটে জানান, ’আমি বাংলায় গান গাই। ‘ বাংলা দিবস’ - এ সকল

নাগরিককে জানাই শুভনন্দন এবং ছোট ছোট ভাইবোনেদের জানাই অনেক শুভেচ্ছা। আরও বিকশিত হোক রাজ্যের ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি, আরও সুদৃঢ় হোক রাজ্যবাসীর ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন।

মোদী সরকার ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছেঃএস জয়শঙ্কর

নর্মদা, ১৫ এপ্রিল ঃবিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর মঙ্গলবার সকালে গুজরাটের নর্মদার রাজপিপলার ছোটুভাই পুরানী স্পোর্টস ক্যাম্পাসে নবনির্মিত জিমন্যাস্টিক হলের উদ্বোধন করেছেন। একইসঙ্গে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, মোদী সরকার ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেছেন, এই স্পোর্টস ক্যাম্পাসটি অনেক পুরনো, আমার মতে এখানে অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। এমপিএলএডিএস-এর অংশ হিসেবে, আমরা এটিকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করেছি, বাচ্চারা খুব ছোটবেলা থেকেই এখানে প্রশিক্ষণ নিতে আসে। মোদী সরকার এই পরিষেবাগুলির মাধ্যমে এবং

খেলো ইন্ডিয়ার মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিভা বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তৃণমূল স্তরে ক্রীড়া প্রতিভা বিকশিত হয় এবং এই জায়গাটিতে একটি প্রাকৃতিক প্রতিভা রয়েছে। আমি এখানকার পরিষেবাগুলিকে আরও উন্নত করতে চাই বলেন।

সমুদ্রে মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা লাগু, দুই মাসের বিধিনিষেধ

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ঃ ইলিশ-সহ সামুদ্রিক মাছ প্রজনন ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে মঙ্গলবার থেকে সমুদ্রে মাছ ধরার ওপর সরকারি বিধি নিষেধ চালু হয়েছে। আগামী ১৪ জুন পর্যন্ত অর্থা প্রায় দু'মাস সমুদ্রে মাছ ধরতে পারবেন না মৎস্যজীবীরা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মস্য দফতরের পক্ষ থেকে বিষয়টি ইতিমধ্যেই মৎস্যজীবীদের সংগঠনগুলিকে অবহিত করা হয়েছে।বিভিন্ন বন্দরে ইতিমধ্যেই চালানো হয় প্রচার। কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগর, পাথর প্রতিমার

বন্দরগুলিতে নোঙর করা হয়েছে সামুদ্রিক ট্রলারগুলি। ইলিশ-সহ সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ও সংরক্ষণে ২০১৫ সাল থেকে প্রতিবছরই সমুদ্রে মাছ ধরার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ত্রিভাষা নীতির নামে তামিলনাড়ুতে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে কেন্দ্রঃ স্ট্যালিন

চেন্নাই, ১৫ এপ্রিল ঃত্রিভাষা নীতি ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হলেন তামিলনা।ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। মঙ্গলবার বিধানসভায় তামিলনা।ুর মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন বলেছেন, ত্রিভাষা নীতির নামে তামিলনাড়ুতে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে কেন্দ্র।মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন বলেছেন, নিট পরীক্ষার কারণে আমরা অনেক শিক্ষার্থী হারিয়েছি। আমরা ক্রমাগত নিট পরীক্ষার বিরোধিতা করে আসছি। ত্রিভাষা নীতির নামে, কেন্দ্রীয় সরকার তামিলনাড়ুতে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। যেহেতু

আমরা জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রত্যাখ্যান করেছি, তাই কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে ২৫০০ কোটি টাকা এখনও পর্যন্ত দেয়নি। এই পরিস্থিতিতে, শিক্ষাকে রাজ্য তালিকার আওতায় আনতে হবে।

রাজস্থানে কংগ্রেস নেতার বাড়িতে ইডি-র হানা, প্রতাপের তোপ বিজেপিকে

জয়পুর, ১৫ এপ্রিল ঃরাজস্থানের জয়পুরে কংগ্রেস নেতার বাড়িতে হানা দিল ইডি। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট মঙ্গলবার সকাল থেকে কংগ্রেস নেতা প্রতাপ সিং খাচারিয়াওয়াস এবং কুলবন্ত সিং-এর বাড়ি-সহ ১৫টিরও বেশি স্থানে তল্লাশি চালাচ্ছে। পার্ল অ্যাগ্রো কর্পোরেশন লিমিটেড (পিএসিএল) এর সাথে ৪৮,০০০ কোটি টাকার বিনিযোগকারী জালিয়াতির মামলায় এই তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এছাড়াও, পিএসিএল এবং সহযোগী সংস্থাগুলির সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তান্তরের জন্য প্রয়াত নির্মল সিং ভাঙ্গুর সহযোগীদের বিরুদ্ধেও এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে, ইডি-র একাধিক দল হরিয়ানা, পঞ্জাব, রাজস্থান এবং দিল্লি জুড়ে ১৫টি স্থানে তল্লাশি

চালাচ্ছে।ইডি-র এই অভিযান প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা প্রতাপ সিং খাচারিয়াওয়াস বলেছেন, সরকার বদলায়, সময় বদলাবেই। ভাবুন রাহুল গান্ধী ক্ষমতায় এলে বিজেপির কী হবে। আপনারা (বিজেপি) এই কার্যক্রম শুরু করেছেন, আমরাও বিজেপির লোকজনের বিরুদ্ধে একই কাজ করব। তারা যত ইচ্ছা তল্লাশি চালাতে পারে, আমরা ভয় পাই না। আমরা অফিসারদের সহযোগিতা করব।

বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করছেন মমতাঃদিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ঃ তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, রাম নবমীর আগে রাজ্যে অশান্ত পরিবেশ তৈরি করে তাঁরা হিন্দুদের ঘরে আটকে রাখার ষড়যন্ত্র করেছিল, যা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। অশান্তি সত্ত্বেও, হিন্দুরা রাম নবমী উদযাপনের জন্য আরও বেশি সংখ্যায় বেরিয়ে এসেছিল। মমতা সরকার এখানে বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে সাহায্য করছে।দিলীপ ঘোষ আরও বলেছেন, যদি তারা দাবি করে যে দুর্বৃত্তরা বহিরাগত, তাহলে কেন তাদের ধরা হচ্ছে না? পুলিশ কী করছে? দোষারোপ করা সরকারের দায়িত্ব নয়। বিধানসভা নির্বাচনের আগে তারা হিন্দু-সংখ্যালঘু অঞ্চলে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে। নির্বাচন কমিশনের নজরদারিতে রাষ্ট্রপতির শাসনের অধীনে নির্বাচন হওয়া উচিত। অন্যথায়, হিন্দুরা ভোট দিতে পারবে না।

রাজস্থান ও গুজরাটে তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস, পারদ চড়বে দিল্লিতেও

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল ঃ রাজস্থান ও গুজরাটের বিভিন্ন জেলায় তীব্র থেকে তীব্রতর তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস জারি করলো ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, রাজস্থানে আগামী ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি থাকবে। গুজরাটের ক্ষেত্রে আগামী ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত তাপের দাপট বজায় থাকবে।আইএমডি জানিয়েছে, দিল্লি-এনসিআর-সহ উত্তর-পশ্চিম ভারতেও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ধীরে ধীরে ৩-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। আবার আগামী চার-পাঁচ দিন ধরে পূর্ব ও সংলগ্ন পূর্ব মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ে বৃষ্টিপাত, বজ্রপাতের পাশাপাশি ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

২বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ,বুধবার, ইংরেজীঃ১৬ এপ্রিল ২০২৫, ৫৩৯ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৩১ চৈত্র, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩০ চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৯ চৈত্র ১৯৪৭, মৈতৈঃ৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চ'ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ৪১(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃঅমাবশ্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃউত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিন্তুগ্ন যোগঃব্রহ্ম রাত্রিঃ১১ঃ ১২ঃ৪৩ দং ৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৬ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১১৫৯১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ ১১২০৫৬২৩ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ ২২৬৫৭৪৭ (৭) ৩ পদবুধঃ ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪১৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭৩৯১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪৫৫১৯ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৪৫৫১৯ (১২) ৩ পদবুধ বক্রি শুক্র বক্রি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৮ঃ০৪ঃ০৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ৩১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪২ঃ ৫১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ ৫৩ঃ০২ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ০৯ঃ ০৭ঃ১৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ২৮ঃ১৫ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৮ঃ৩১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

আগামী ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আর উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে এই পূর্বাভাস আগামী ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর ১৬ এপ্রিল বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকু।া, পশ্চিম বর্ধমান ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ঝড়-বৃষ্টি প্রত্যাশিত। ১৭ ও ১৮ এপ্রিল দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গে ক্ষেত্রে ১৬-১৭ এপ্রিল সমস্ত জেলার কিছু কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি সঙ্গে ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। এই ঝ।-বৃষ্টির সৌজন্যে তাপমাত্রায় হ্রাস হতে পারে। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৬ ডিগ্রি কম।জোয়ার-সকাল ১০ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ০৭টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল৮ টা৫৫মনিট এবং রাত ৮ টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ২০মনিট এবং অস্ত ৫টা ৫৫মনিট

বাংলা নববর্ষে ইংরেজিতে শুভেচ্ছাবার্তা অভিষেকের

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ঃ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বঃে দ্যাপাধ্যায় বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন ইংরেজিতে লিখেছেন বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছাবার্তা। জানিয়েছেন, শুভ নববর্ষ! পয়লা বৈশাখের এই শুভ দিনে আমরা যেমন বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানাই, আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই - আশায়, সম্প্রীতিতে এবং ঐক্যের চেতনায়। যারা আমাদেরকে ঘৃণা ও ধর্মীয় মেরুকরণ দিয়ে বিভক্ত করতে চায় তাদের প্রতিরোধ করার শক্তি খুঁজে বের করা যাক। আমাদের ঐক্যই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই বছর সবার জন্য বয়ে আনুক আনদ, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য।

বাংলা নববর্ষের দিনও কর্মসংস্থানের দাবিতে কংগ্রেসের পদযাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ঃ বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন-১৪৩২ এর সূচনালগ্নে প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে মঙ্গলবার পদযাত্রা হল। সাধারন যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের দাবিতে ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি থেকে পোদ্দার কোর্টে ইন্ডাস্ট্রি হাউস পর্যন্ত হাতে পোস্টার, মুখে স্লোগান দিতে দিতে পদযাত্রা হয়। এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতৃবৃঃদ। ওই মিছিলে যোগদান করেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার সহ রাজ্য, অন্যান্য জেলার নেতৃবৃন্দ। মিছিলের শেষে নারকেল ফাটিয়ে এবং পুজো দিয়ে বাংলার শিল্প সমৃদ্ধির প্রার্থনা করেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার।

পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নববারাকপুর পুরসভার

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ১৫ এপ্রিল ঃ এসো হে বৈশাখ এসো এসো বাংলা নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়ের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গ দিবসে মঙ্গলবার সকালে এক বর্ণময় বর্ণাঢ্য সুসজ্জিত শোভাযাত্রা আয়োজন করে নববারাকপুর পুরসভা। পুরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের ডাঃ বি সি রায় জেনারেল হাসপাতাল ও মাতৃসদনে সামনে থেকে মঞ্চে মঙ্গলদ্বীপ প্রজ্বলন করে শোভাযাত্রার সূচনা করেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা। শোভাযাত্রা শেষ হয় পুরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে বেদিতে। বীর শহীদদের স্মৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পুরপ্রধান সহ পুর প্রতিনিধি গন। বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি এক সুন্দর সম্প্রীতির মেলবন্ধন তুলে ধরা হয় প্রভাতী বর্নময. শোভাযাত্রায়। ট্যাবলো সহ নারী পুরুষের ঢাকীর বাদ্যে, মহিলাদের শঙ্খ ও উলু ধ্বনি এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের কীর্তনের দল প্রভাতী আলোড়ন ফেলে দেয় এদিন। বাংলা নতুন বছর কে স্বাগত জানিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি হাতে নিয়ে শোভাযাত্রায় ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা। শোভাযাত্রায় পা মেলালেন উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, মাতাজী, থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য, সমাজসেবী মৃদুলা সাহা সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গন, পুরসভার বড়ো বাবু দেব প্রসাদ রাহা, পুরকর্মী ও বিভিন্ন ওয়ার্ডের কয়েক হাজার কর্মী।সকলকে নববর্ষের প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানান পুরপ্রধান। বিবেকানন্দ ক্রীড়াঙ্গনে ফুটবল অ্যাকাডেমির বার পুজোয় খুদে খেলোয়াড় দের সাথে কিছু সময় কাটালেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা। শেষে মঞ্চে নাচে গানের ছন্দে নববর্ষ উদযাপন করা হয়।

হিংসা উস্কে দেওয়ার জন্য ওয়াকফকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন মমতা ঃ রাহুল সিনহা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদে হিংসার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে রাহুল সিনহা বলেছেন, হিংসা উস্কে দেওযার জন্য ওয়াকফকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার কলকাতায় সংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল সিনহা বলেছেন, এই সরকার দাঙ্গা চায়, অন্যথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ধরনের উস্কানিমূলক মন্তব্য করার কোনও কারণ ছিল না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে সবচেয়ে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েছেন, এবং এর ফলে সকলেই ভুগছেন। তিনি একটি নামাজ অনুষ্ঠানে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন, যাতে রাম নবমীতে দাঙ্গা লেগে যায়... যখন তার রাম নবমীর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়, তখন তিনি ওয়াকফকে হিংসা উস্কে দেওয়ার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। এই কারণেই মুর্শিদাবাদে হিংসা ছড়িয়ে পড়ে।

ভুয়ো পাসপোর্ট মামলাঃ কলকাতা ও নদিয়া-সহ বিভিন্ন ঠিকানায় ইডি-র তল্লাশি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ঃ এবার ভুয়ো পাসপোর্ট মামলার তদন্তে তপর ইডি। মঙ্গলবার সকাল থেকে কলকাতা ও নদিয়া-সহ একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি অভিযানে নেমেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কলকাতা ও নদিয়ার পাশাপাশি বিরাটিতেও চলছে তল্লাশি। ২০২৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ভবানীপুর থানায় প্রথম ভুয়ো পাসপোর্টের অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। অভিযুক্ত হিসেবে উঠে এসেছিল মোট ৩৭ জনের নাম। অনেকজনকে গ্রেফতারও করা হয়। অভিযুক্তদের জেরার পর অনেক তথ্য সামনে আসে। সেই তথ্যের প্রেক্ষিতেই মঙ্গলবারের এই অভিযান।

২০২৬ সেই হোক কালিগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচন ঃ বিজেপি সাংসদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ঃ কালিগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচন স্থগিত রেখে '২৬-এর বিধানসভা ভোটের সঙ্গে নেওয়ার অনুরোধ করলেন রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার। মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট চিঠি যুক্ত করে তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অস্থিরতা পরিস্থিতিকে সামনে রেখে, আমি রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি লিখিত আবেদন পত্র জমা দিয়েছি- যাতে কালিগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচন স্থগিত রেখে আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সঙ্গে একযোগে আয়োজনের অনুরোধ জানানো হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে একদিকে যেমন অপ্রয়োজনীয় সরকারি ব্যয় রোধ হবে, তেমনি রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও নিরাপদ নির্বাচন সম্ভব হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সোমবার রাতে জয়নগর মজিলপুর বুড়োরঘাট বজরঙ্গ বলী মন্দির কমিটির উদ্যোগে সুসজ্জিত মাঙ্গলিক নগর পরিক্রমা হয়ে গেল জয়নগরে। ছবিঃ উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর।

ফিশিং ব্যান পিরিয়ডে মৎস্যজীবিদের ওপর নজরদারি বাড়ানো উচিত বলে মনে করেন মৎস্যজীবি সংগঠনেরা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৫ এপ্রিল ঃ ১৪ ই এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে ফিশিং ব্যানপিরিয়ড। আর এই সময় প্রতি বছর নজরদারি এড়িয়ে মাছ ধরেন অনেক মৎস্যজীবী।সেগুলি পুরোপুরি বন্ধ করতে সকলের এগিয়ে আসতে হবে বলে মনে করেন মৎস্যজীবী সংগঠনগুলি। অনেক সময় দেখা যায় ছোট মাছ ধরাও হয় এই সময়। এভাবে খোকা ইলিশ ধরা হলে, আগামীদিনে বড় ইলিশ পাওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাধারণ মানুষজন। প্রশ্ন তুলেছেন মৎস্যজীবী সংগঠনের সদস্যরা।এই নজরদারিতে প্রশাসনের গাফিলতি থেকে যায় বলে দাবি মৎস্যজীবী সংগঠনের। এ বিষয়ে সংগঠনের তরফে জানানো হয়, ছোট ইলিশ ধরা বেআইনি কাজ। প্রশাসনের এই দিকে নজর দেওয়া উচিৎ। এভাবে চলতে থাকলে আগামী দিনে ভোজন রসিক বাঙালির পাতে ইলিশের যোগান দেওয়া যথেষ্ট কস্টসাধ্য হয়ে উঠবে।বারে বারে

প্রশাসনের তরফ থেকে ছোট মাছ ধরা যাবে না বলে মিটিং করে বলা হয়েছে মৎস্যজীবীদের। তাঁর পরেও যদি কেউ প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে সেক্ষেত্রে প্রশাসন অবিলম্বেকঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করুক। এই ধরণের কাজ বন্ধ করতে সচেতনতা বৃদ্ধিই একমাত্র লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন তাঁরা। এখন দেখার ভবিষ্যতে এই কাজ কতটা বন্ধ হয়। তবে ব্যান পিরিয়ড রক্ষা করতে না পারলে ভবিষ্যতে মাছ পাওয়া যাবে না বলে মত তাদের।

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালিরা প্রস্তুত, নববর্ষের পুণ্যপ্রভাতে হুঁশিয়ারি সুকান্তর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ঃ পয়লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ, কিন্তু এই দিন কখনোই বাংলার প্রতিষ্ঠা দিবস নয়। তাঁর এই দৃঢ় বক্তব্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী তথা বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। লিখেছেন, আপনার বর্বরতার শাসনের বিরুদ্ধে সমুচিত জবাব দিতেও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালিরা প্রস্তুত! সুকান্তবাবু মঙ্গলবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, বাংলার সত্যিকারের অস্তিত্বের দিন হলো ২০শে জুন, ১৯৪৭, যেদিন ভারত মাতার বীর পুত্র ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সাহসী সংগ্রাম হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাকে পাকিস্তানের করাল গ্রাস থেকে বাঁচিয়ে ভারত মায়ের কোলে ফিরিয়ে এনেছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসকে বিকৃত

করে পয়লা বৈশাখ-কে রাজ্য দিবস হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার আপনার এই মরিয়া চেষ্টা নিছকই একটি রাজনৈতিক চাল এর কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। হিন্দুদের উপর গণহত্যার বিভীষিকার সময়, যিনি বুক চিতিয়ে বাংলার রক্ষা করেছিলেন, তিনি ছিলেন মাতা ভারতীর বীর পুত্র পণ্ডিত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। পশ্চিমবঙ্গ আপনার তৈরি করা বিকৃত ইতিহাসের ফল নয়। বরং পশ্চিমবঙ্গ হিন্দু বাঙালির রক্ত, আত্মত্যাগ এবং সংগ্রামের ফসল। বাংলার ইতিহাসকে পুনর্লিখনের অন্যায় চেষ্টা করবেন না। এই বাংলার হিন্দু বাঙালিরা সমস্ত অত্যাচারের সাক্ষী থেকেছে, আপনার সীমাহীন তোষণের রাজত্বে বর্তমানেও অত্যাচারিত হচ্ছে আর সময় এলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আপনার বর্বরতার শাসনের বিরুদ্ধে সমুচিত জবাব দিতেও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালিরা প্রস্তুত!

কুলতলিতে নিজের ঘরে চাকুরীরত এক স্কুল শিক্ষককের মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়

উজ্জ্বল বঃেদ্যাপাধ্যায়,কুলতলি কুলতলিতে এক স্কুল শিক্ষককের মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছ।ালো এলাকায়।মৃত শিক্ষকের নাম প্রণব নাইয়া,বয়স ৪৩ বছর।বা।িকুলতলি থানারমেরিগঞ্জ ২ নম্বর পঞ্চায়েতের তেঁতুলবে।িয়া গ্রামে।সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সদ্য চাকরি হারিয়েছেন এসএসসির ২০১৬ সালের প্যানেলের ২৫ হাজার ৭৫২ হাজার শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী।আর সেই আতঙ্কে কি আত্মঘাতী হলো ২০১৩ সালের প্যানেলের হাই স্কুলের শিক্ষক।তাঁর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।মঙ্গলবার সকালে তাঁর ঘর থেকে উদ্ধার হয় ঝুলন্ত দেহ।তিনি জয়নগর থানার নারায়নীতলা পঞ্চায়েতের সরবে।িয়া টিএস সনাতন হাইস্কুলের বাংলার শিক্ষক ছিলেন।২০১৩ সালে পরীক্ষা দিয়ে ২০১৫ সালের ১ এপ্রিল চাকরিতে যোগ দেন। কর্মজীবন শুরু করেন মুর্শিদাবাদের বেগমবাড়ি স্কুলে।পরে উসশ্রী পোর্টালে বদলির আবেদন করে বাড়ির কাছে জয়নগরের টিএস সনাতন হাইস্কুলের যোগ দেন। সবকিছু ঠিকই চলছিল। শেষবার শনিবার তিনি স্কুলে গিয়েছেন।

তখনও তাঁর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেননি তাঁর স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সহ-শিক্ষক ও পরিবারের সদস্যরা। তিনি অবিবাহিত ছিলেন।মঙ্গলবার বেলায় তাঁর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে কুলতলি থানার পুলিশ।প্রণব বাবুর বাবা সুভাষচঃদ্র নাইয়া এদিন বলেন,মোবাইলে খবর দেখে চিন্তায় থাকত ছেলে।আমরা বলেছিলাম, তোর তো চাকরি যায়নি। যদি যায় তাহলে দেখা যাবে। আর চলে গেলেও বা কী? তারপর কি যে হল। এ দিন সকালে ঘরে দেহ দেখতে পাই।তবে সঠিক কি কারনে সে আত্মঘাতী হলো তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।এদিন বিকালে বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশ চঃদ্র ঢালী বলেন,আমরা একটা খবর পেয়ে দেহ উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছি। প্রণব নাইয়া ২০১৫ সালে শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। এই আত্মহত্যার খবর সামনে আসার পর সোশাল মিডিয়ায় ভুয়ো খবর ছড়ানো হচ্ছে।বলা হচ্ছে চাকরি হারার প্রথম বলি (২০১৬ এসএসসি)। সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করার আগে একবার আমাদের সঙ্গে কথা বলুন।আর যারা এই গুজব ছড়াচ্ছে, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ওয়াকাফ আইন প্রত্যাহারের দাবিতে জয়নগরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিল ও প্রতিবাদ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৫ এপ্রিল ঃ গড়দেওয়ানি অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ১ লা বৈশাখ ওয়াকাফ সংশোধনী আইন ২০২৫ প্রত্যাহারের দাবিতে জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার মোল্লারচক মো। থেকে প্রিয়নাথের মো। পর্যন্ত এক সুবিশাল মিছিল হয়ে গেল।যার নেতৃত্ব দেন জয়নগর ২ নং ব্লক সংখ্যা লঘু সেলের সভাপতি শিক্ষক সাহাবুদ্দিন শেখ।এছাড়া এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জয়নগর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সেলিম শেখ সহ আরো অনেকে। হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই ওয়াকাফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহার চাই এই স্লোগানকে সামনে রেখে এদিন বহু মানুষ এই মিছিলে অংশ নেন।এদিন মিছিল শেষে প্রিয়নাথের মোড়ে এক প্রতিবাদ সভায় শিক্ষক সাহাবুদ্দিন

শেখ বলেন,কেন্দ্রের মোদী সরকার তুঘলকি সরকার চালাচ্ছে।এখানে হিন্দু মুসলিম সবাই সুরক্ষিত। আমাদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করছে এই সরকার।আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন এই রাজ্যে এই কালা আইন চালু হবে না। আমরা ও চাই ওয়াকাফ আইন অবিলম্বে বাতিল করুক কেন্দ্রের বিজেপি সরকার।আমাদের এদিনের এই মিছিলে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ পা ছিলেন। আমরা কোনো অশান্তি চাই না। আমরা কোনো বিভেদ চাই না।আমরা মিলেমিশে ঠিক আছি। এদিন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন,মোদী সরকারের জন্য সারা রাজ্যে অশান্তির আগুন জ্বলছে। হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ করিয়ে ক্ষমতায় আসতে চাইছে। তাইতো ঔষধের দাম বাড়িয়ে,ওয়াকাফ আইন চালু করে গন্ডগোলের বাতাবরণ তৈরি করছে।২০২৬ সালে মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবে বিজেপিকে।

সুকান্ত মজুমদারের গ্রেপ্তারের দাবিতে নববারাকপুর থানায় অভিযোগ

নববারাকপুর , ১৫ এপ্রিল ঃ পূর্বে ঘটে যাওয়া অশান্তির ছবি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার তার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করায় নতুন করে উত্তপ্ত হয়েছে বাংলা। তবে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অভিযোগ এই সমস্ত ঘটনা আগেকার অন্যান্য রাজ্যের এবং তা নতুন করে রাজনৈতিক রং লাগানোর জন্য পোস্ট করা হচ্ছে। একদিকে তিনি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী অন্যদিকে বাংলার প্রধান বিরোধী দলের সভাপতি। তার হাতে ধরে রাজ্য এবং রাজ্যের মন্ত্রীর নামে কুসা রটানো হচ্ছে। এর প্রতিবাদে সোমবার রাতে নববারাকপুর থানায় সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে এবং তাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলো নববারাকপুর তৃণমূল ছাত্র - যুবর পক্ষ থেকে। এবং থানার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ সুকান্ত মজুমদারের গ্রেপ্তারের দাবিতে স্লোগান দেয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে। ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তুহিন দে, জেলা ছাত্র নেতা সুমিত বোস, তৃণমূল যুব নেতা কৌশিক দত্ত গুপ্তরা।

ভারত গৌরব পুরস্কার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ঃ পশ্চিমবঙ্গ ক্রিটিকাল কেয়ার মেডিসিন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান ও কৃতিত্বপূর্ণ সেবার জন্য প্রফেসর ড. প্রনব কুমার ভট্টাচার্য-কে কেটিকে আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাচিভার্স অ্যান্ড এডুকেশন ফাউন্ডেশন, নয়াদিল্লি কর্তৃক ভারত গৌরব পুরস্কার-২০২৫ প্রদান করা হয়েছে। এই পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানটি ৩০শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে গুগল মিট লাইভ স্ট্রিমিং এর মাধ্যমে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সভাপতিত্ব করেন মেজর যশপাল সিং (অবঃ), ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান। এই সম্মাননা প্রমাণ করে তাঁর দীর্ঘকালীন চিকিৎসা শিক্ষা, গবেষণা এবং প্যাথলজি ও মেডিসিনে অগ্রণী ভূমিকা। এটি তাঁর ১৮তম আজীবন সম্মাননা পুরস্কার, যা তাঁর উজ্জ্বল কর্মজীবনের মাইলফলক। আমরা তাঁর এই গৌরবোজ্জ্বল অর্জনের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বিজেপির বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফেক ভিডিও ছড়ানোর অভিযোগ

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ১৫ এপ্রিল ঃ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এর নির্দেশক্রমে সোশ্যালমিডিয়ায় বিজেপির বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফেক ভিডিও ও ছবি ছড়ানোর অভিযোগ করেন তৃণমূল কংগ্রেস। এই মিথ্যা ছবি ও ভিডিও ছ।িয়ে বাংলাকে অশান্তকরার চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এর বিরুদ্ধে মঙ্গলবার উলুবেড়িয়া থানায় আইনত পদক্ষেপ নিতে এবং আই আর জমা দেওয়া হলো হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ হতে। হাওড়া গ্রামীন জেলার উলুবেড়িয়া পূর্ব বিধানসভা এর উলুবেড়িয়া কলেজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এর পক্ষ থেকে উলুবেড়িয়া থানায় উপস্থিত ছিলেন জেলা গ্রামীন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি হাসিবুর রহমান,অনুপম হালদার,সেখ আকবর হোসেন প্রমুখ।

রুখে দেওয়া হল এক নাবালিকার বিয়ে

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ১৫ এপ্রিল ঃ মঙ্গলবার উলুবেড়িয়া ১ নম্বর ব্লকের তপনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভেকুটাল গ্রামে প্রশাসনের তৎপরতায় রুখে দেওয়া হল এক নাবালিকার বিয়ে। তপনা পঞ্চায়েতের ভেকুটাল নাবালক কন্যা, বর্তমানে বাগান্ডা জটাধারী উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী। পড়াশোনায় ভালো, কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে তাঁর বিয়ে ঠিক হয় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা এলাকায়। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালবেলায় বিয়ে বন্ধ করতে ভেকুটাল গ্রামে উপস্থিত হন

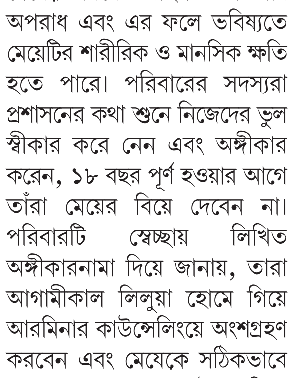

উলুবেড়িয়া ১ নম্বর ব্লকের বিডিও এইচ.এম. রিয়াজুল হক। সঙ্গে ছিলেন উলুবেড়িয়া থানার এ এস আই সঞ্জীব কুমার দাস, ব্লক আধিকারিক মোহাম্মদ আইয়ুর আলি ও মোহাম্মদ ফিরোজ। বিডিও সাহেব ও তাঁর দল নাবালিকার পরিবারকে বোঝান যে, নাবালিকা মেয়ের বিয়ে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ এবং এর ফলে ভবিষ্যতে মেয়েটির শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হতে পারে। পরিবারের সদস্যরা প্রশাসনের কথা শুনে নিজেদের ভুল স্বীকার করে নেন এবং অঙ্গীকার করেন, ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে তাঁরা মেয়ের বিয়ে দেবেন না। পরিবারটি স্বেচ্ছায় লিখিত অঙ্গীকারনামা দিয়ে জানায়, তারা আগামীকাল লিলুয়া হোমে গিয়ে আরমিনার কাউন্সেলিংয়ে অংশগ্রহণ করবেন এবং মেয়েকে সঠিকভাবে গড়ে তুলবেন। উলুবেড়িয়া থানাকেও বিষয়টি লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। এই ঘটনা সমাজের কাছে এক ইতিবাচক বার্তা বহন করে যে, প্রশাসনের সদিচ্ছা ও সচেতনতামূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে এখনও অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা রোধ করা সম্ভব। বিডিও এইচ.এম. রিয়াজুল হক ও তাঁর দলের এই উদ্যোগ নিঃ সন্দেহে এক ইতিবাচক।

শ্রীরামপুরে কিডন্যাপ করার অভিযোগ পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে

বনস্পতি দে, শ্রীরামপুর, ১৫ এপ্রিল ঃ এই ঘটনা যিনি ঘটিয়েছেন, তিনি একজন পুলিশকর্মী। অর্থা, কিডন্যাপ করার অভিযোগ পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে। ভোরবেলায় চায়ের দোকান থেকে ব্যবসায়ীকে অপহরণ। তিরিশ লক্ষ টাকা মুক্তিপণের দাবি। পরে মোবাইল টাওয়ার লোকেশন দেখে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। উদ্ধার অপহৃত ব্যবসায়ী। বিষয়টি জানালেন খোদ সিপি। অপহরণে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীর নাম অশোক দাস। পুলিশ সূত্রে খবর, বৈদ্যবাটি পদ্মাবতী কলোনীর বাসিঃদা তারক ভৌমিক (৬৪)। পরিবারের দাবি, সোমবার ভোরে নিজের দোকান থেকে বৃদ্ধকে একটি গা।িঅপহরণ করে। তারপর বা।িতে ফোন করে তিরিশ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হয়। তাঁর একটি চায়ের দোকান রয়েছে হুগলির পিয়ারাপুর দিল্লি রোডের পাশে। শ্রীরামপুর থানায় অভিযোগ করে বৃদ্ধের পরিবার। পুলিশ তদন্তে নামে। রাতে আবারও মুক্তিপণ চেয়ে ফোন আসে।সেই ফোনের লোকেশান দেখে শেও।াফুলি স্টেশন থেকে অভিযুক্ত কিডন্যাপার অশোক দাসকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অপহৃত বৃদ্ধের এক মেয়ে জানান, আমার বাবার তো কারও সঙ্গে শত্রুতা নেই। তাহলে কেন এমন করল জানি না। আমি চাই দোষীরা উপযুক্ত শাস্তি পুলিশ সূত্রে খবর, অশোক দাস একজন পুলিশ কর্মী। অপহৃত বৃদ্ধকে হাত বাধা অবস্থায় উদ্ধার করেছিল পুলিশ। চঃদননগর আদালতে এএসআই পদে কর্মরত। অভিযুক্তের বা।িশেও।াফুলি রাজার বাগান এলাকায়। মঙ্গলবার ধৃতকে শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, অপহৃত বৃদ্ধের ছেলে কিছুদিন আগে নারকোটিক কঃেট্রোল ব্যুরোর হাতে গ্রেফতার হয় মাদক মামলায়। চঃদননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি বলেন, অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে। উনি অনেক ধার করে ফেলেছিলেন। সেই ধার পরিশোধ করতেই এই কাজ করেছেন।

সতর্ক, সচেতন করতে হাওড়াতেও স্পর্শকাতর এলাকায় রুটমার্চ পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ এপ্রিল ঃ সাধারণ মানুষকে সতর্ক এবং সচেতন করতে হাওড়াতেও স্পর্শকাতর এলাকায় রুটমার্চ করছে পুলিশ। ডোমজড় ব্লকের বাঁকড়া, অঙ্কুরহাটি, সাঁকরাইল ব্লকের আলমপুর সহ হাওড়ার একাধিক স্পর্শকাতর এলাকায় সিআইএফ, র‍্যাফ নিয়ে পুলিশের রুটমার্চ হয়। মানুষ যাতে কোনও কিছুতে প্ররোচিত না হন তার জন্য পুলিশের তরফ থেকে সকলকে সচেতন করা হয়। এদিন হাওড়া সিটি পুলিশের এক অনুষ্ঠানে এসে পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী বলেন, এখানকার মানুষ শান্তিতে থাকতে চান। এরা খুব কোঅপারেটিভ। এখানে রামনবমী, হনুমান জয়ন্তী খুব শান্তিতে হয়েছে। তবুও সাধারণ মানুষকে সতর্ক এবং সচেতন করার জন্য, কেউ যাতে কোনওরকম প্ররোচনামূলক কাজ বা খারাপ কাজ কিছু না করতে পারেন সেই জন্য আমাদের সিআইএফ (কাউন্টার ইনসার্জেন্সি ফোর্স), র‍্যাফ প্রভৃতির মতো বিশেষ ফোর্স দিয়ে ওইসব এলাকায় টহল দিচ্ছে। পাশাপাশি এরা ওইসব এলাকার মানুষদের সচেতন করছে যাতে কোনওরকমভাবে দুষ্কৃতিদের কথায় প্ররোচিত না হয়। আমরা সবসময় সচেতন রয়েছি।

জগবল্লভপুরে বাইক চালককে ধাক্কা বাসের, উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ এপ্রিল ঃ নববর্ষের দিন হাওড়ার জগবল্লভপুরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। দ্রুত গতিতে আসা একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারল এক বাইক চালককে। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন ওই বাইক চালক। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাইক চালককে জগবল্লভপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়া আমতা রোডের জগবল্লভপুরের মুন্সিরহাট শিবানন্দবাটি এলাকায়। জানা গিয়েছে, হাও।ার দিকে যাওয়ার সময় হঠাই বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে থাকা এক বাইক চালককে ধাক্কা মারে। বাইকটি আটকে যায় বাসের নিচে। বাস চালক নেমে পালানোর চেষ্টা করলে স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। পুলিশ ইতিমধ্যেই বাস চালক ও বাসটিকে আটক করেছে। এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়।

তীব্র গরমের জন্য পুলিসের হাতে ছাতা, গ্লুকোজ তুলে দিলেন সিপি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ এপ্রিল ঃ তীব্র গরমে ডিউটিরত ট্রাফিক পুলিশ, সিভিক পুলিশ কর্মীদের মনোবল বা।াতে এগিয়ে এলেন হাওড়ার পুলিশ কমিশনার। মঙ্গলবার পয়লা বৈশাখের সকালে পুলিশ কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ছাতা, গ্লুকোজ, সুতির পোশাক ও রোদ চশমা। পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী বলেন, আমাদের সিভিক ভলেন্টিয়ার, হোমগার্ড, কনস্টেবল যাদের বেতনও খুব কম তারা সম্পূর্ণ এফর্ট দিয়ে মোটিভেশন নিয়ে ২৪ ঘন্টা কাজ করেন। তাঁদের এই কাজে কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। এই প্রচন্ড গরমে ১০-১৫ মিনিট দাঁড়াতেই আমাদের অসুবিধা হয়। সেই জায়গায় তাঁরা ছ'ঘণ্টার মতো কাজ করে যাচ্ছেন এই রোদ্দুরে। এর জন্য তাঁদের প্রশংসা প্রাপ্য। গ্রীষ্মের সময় যখন খুব গরম পড়ে তখন আমাদের ডিউটি পরিবর্তনের সময়টা কমিয়ে আনা হয়। তবে আমাদের যা কর্মী আছেন তাদের কম করেও ৮ ঘণ্টা ডিউটি করতে হয়। তবে সিচুয়েশন অনুযায়ী ডিউটি টাইম পরিবর্তন করা যেতে পারে।

বালিতে পশ্চিমবঙ্গ দিবস সাড়ম্বরে উদযাপন বেলুড় নেতাজি পার্কে

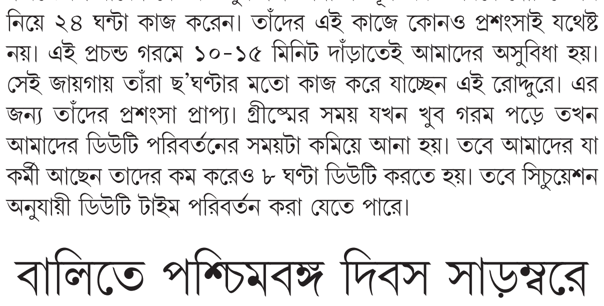

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ এপ্রিল ঃ বালিতে পশ্চিমবঙ্গ দিবস সাড়ম্বরে উদযাপন হলো বেলুড় নেতাজি পার্কে। মঙ্গলবার বাংলা নববর্ষে বালির বিধায়ক ডাঃ রানা চ্যাটার্জির উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ দিবস সাড়ম্বরে উদযাপন হয়। এদিন সকালে বেলুড় মঠে আসেন তিনি। বাংলা শুভ নববর্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গ দিবসে সকলকে শুভেচ্ছা জানান। বেলুড় মঠের মূল মন্দির রামকৃষ্ণ মন্দিরে পুজো নিবেদন করেন বিধায়ক। ডাঃ রানা চ্যাটার্জী বলেন, আমাদের বিধানসভা ক্ষেত্রের পুণ্যভূমি এই বেলুড় মঠ। তাই আজকে বছরের এই প্রথম দিনটিতে ঠাকুর, মা ও স্বামীজির চরণে আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রণাম। সকালে আমরা প্রভাতফেরীর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেছি। এরপর সকলে মিলে বেলুড় নেতাজি পার্কে যাওয়া হয়। সেখানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী যে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনের ঘোষণা করেছেন এবং শুভ নববর্ষ আমরা পালন করেছি। প্রসঙ্গত, বেলুড়ের নেতাজি পার্কে এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়, ডোমজুড় এর বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, বালির প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার, পল্টু বণিক সহ অন্যান্যরা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১৩৫ সংখ্যা, বুধবার, ২ বৈশাখ , ১৪৩২

কমাতে হবে অর্থনৈতিক বৈষম্য

সমাজের মানুষের মধ্যে সমৃদ্ধির চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। ইতিবাচক উদ্যোগ, আয়োজন, সম্ভাবনা ও সাফল্যের দৃষ্টান্ত ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। এতে মানুষের মনে আশার সঞ্চার হবে। দেশের জনসংখ্যা সমস্যা নয়, বরং দক্ষ জনশক্তিই বিপুল সম্ভাবনার ক্ষেত্র। মানুষের মেধা আর দক্ষ কর্মীর হাতের পরশে যেকোনো ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব। এ জন্য রাষ্ট্রকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে, কমাতে হবে অর্থনৈতিক বৈষম্য। নির্মূল করতে হবে দুর্নীতি ও নানা ধরনের সামাজিক অপরাধ। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়ছে। বিশ্বের কিছু সংখ্যক মানুষের হাতে বেশির ভাগ সম্পদ কুক্ষিগত করে রেখেছে। ফলে শোষণ বাড়ছে। বিশ্বের শীর্ষ ধনী ২,১৫৩ জন লোক দরিদ্রতম লোকের মোট অর্থের চেয়েও বেশি অর্থ নিয়ন্ত্রণ করেছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। অথচ মজুরিহীন ও কম মজুরি পাওয়া নারী ও মেয়েদের শ্রম প্রতি বছর বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রযুক্তি শিল্পগুলোর চেয়ে তিনগুণ বেশি মূল্য সংযোজন করছে বলে আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থাটি জানিয়েছে। বিশ্বব্যাপী নারীরা বিনাবেতনে বা স্বীকৃতি ছাড়াই প্রতিদিন মোট এক হাজার ২৫০ কোটি ঘণ্টা কাজ করছে। হিসাব অনুযায়ী নারীদের মজুরিহীন সেবা কাজ প্রতি বছর বিশ্ব অর্থনীতিতে অন্তত ১০ লাখ ৮০ হাজার কোটি ডলার মূল্য যোগ করছে, এটি প্রযুক্তিশিল্পের যোগ করা মূল্যের তিনগুণেরও বেশি। বলা হয়েছে, ’যে অর্থনীতি আমরা দেখছি সত্যিকারভাবে নারীদের মজুরিহীন সেবাই তার অলক্ষ্যে থাকা ইঞ্জিন, আমাদের এখানে নজর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এটির পরিবর্তন হওয়া দরকার। বিশ্বের সেরা ধনীরা তাদের ব্যক্তিগত বিমান, ব্যক্তিগত জেট ও বিলাসবহুল জীবনধারা নিয়ে আছেন। আমাদের এটি পরিবর্তন করা দরকার আর নিশ্চিতভাবে এই বিলিওনিয়ারের বাড়-বাড়ন্তেরও ইতি ঘটানো দরকার।’এও বলা হয়েছে, ’বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন, দেশে দেশে প্রতিবাদ হচ্ছে। লোকজন রাস্তায় নেমে এসেছে। কী বলছে তারা?- তারা এই বৈষম্যকে মেনে নেবে না, তারা এ ধরনের পরিস্থিতিতে আর জীবনযাপন করতে চায় না। এই সমস্যা কেবল বৈশ্বিক নয়- এটা দেশেরও সমস্যা। এখানে ধনী আরও ধনী হচ্ছে, গরিব আরও গরিব হচ্ছে। দেশেও নারী তার শ্রমের সঠিক মূল্য পাচ্ছে না। উর্পন্তু তারা নানা ধরনের শোষণ বঞ্চনা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এর প্রধান কারণ দেশে অসুস্থ ও অসম পুঁজির বিকাশ। ১০ বছর আগে যিনি ফুটপাতে হাঁটতেন ঠিকমতো সংসার চালাতে পারতেন না। এখন তিনি কোটিপতি। কথায় বলে দুর্নীতির মাধ্যমে দেশে খুব সহজেই ধনী হওয়া যায়। ক্ষমতা ও রাজনীতির প্রভাব বলয়ে থেকে মানুষ নানা ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে এবং দ্রুত ধনী হচ্ছে। অথচ বলা হয়ে থাকে কোনো ব্যক্তি যদি টানা ১৬ ঘণ্টা ৩২ বছর পরিশ্রম করেন তবে তারপক্ষে কোটিপতি হওয়া সম্ভব। অবাক ব্যাপার যে, এখন আর কেউ পরিশ্রম করে ধনী হতে চান না। দেশের ৯০ ভাগ মানুষের স্বপ্ন কোটিপতি হওয়া। আজ যে সাধারণ মানুষ, চাষি-মজুর খুব কঠিন দু ঃসহ জীবনযাপন করছে। এই ভয়াবহ চিত্র চোখে পড়ে। প্রকৌশল ও প্রযুক্তির অস্বাভাবিক উন্নতি হয়েছে। পাইলট ছাড়াই বিমান বোমা ফাটাচ্ছে। হাজার হাজার শিশু মারা যাচ্ছে। নরনারী ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে। কয়েকটি দেশে প্রাচুর্য উপচে পড়ছে। অথচ কয়েকশ কোটি মানুষ না খেয়ে মরছে, উপোস করছে। জাতিসংঘের সাহায্যের ওপর নির্ভর করছে। অনেকে মনে করেন দেশে দুধের নহর বয়ে যাচ্ছে। অথচ বাস্তবচিত্র ভিন্ন। নিত্যপণ্যের বাজারে আগুন। মাছ-মাংসের দামে আগুন। কামলাগিরি করে যারা খান, মুটে-মজুররা, অল্প টাকার মাইনের শ্রমিক সামান্য বেসরকারি চাকুরে- সবাই আতঙ্কগ্রস্ত। কীভাবে দিন যাবে। গ্রামে কামলা ও ভূমিহীন চাষির কাজ নেই। দলে দলে মানুষ শহরে আসছে। কাজের খোঁজে। কেউ পাচ্ছে, কেউ পাচ্ছে না। কেউ রিকশা টানছে। তারপর গ্রামে কাজ আছে জেনে আবার গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু সবাই তো রিকশা টানতে পারে না। তাই চোর-বাটপার-দুর্নীতিবাজরা ভালো আছে। দারিদ্র্য বিমোচনের কথা যে আমরা বলি, এখনো দেশে ২০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। দেশের অনেক মানুষ যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই আছে। দেশের সাধারণ মানুষের দিকে, গরিবদের দিকে নজর দেওয়ার কেউ নেই। দেশে ছিনতাই, গুম, অপহরণ, হত্যা বাড়ছে। রাজনৈতিক চোর-ডাকাত বাড়ছে। বাড়ছে টেন্ডারবাজি, ছিনতাই, ভর্তিবাণিজ্য, দখলবাণিজ্য। বা।ছে খুন ধর্ষণ গণধর্ষণ এবং নারী নির্যাতন। এসব সবাই জানে। জানে না কীভাবে প্রতিকার হবে। দেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি। এ বিপুল জনসংখ্যার দেশে খুব কম লোকই আছেন যারা দেশের কথা ভাবেন। এ এক আশ্চর্য দেশ। এমন অবস্থায় শ্রেণি-বৈষম্য, ধন-বৈষম্য বাড়বেই। জনগণের সঙ্গে কে থাকবে? দেশের কথা কে ভাববে?

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

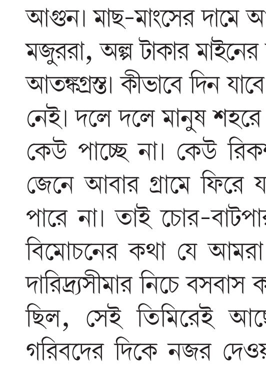

মাটির শরীর মাটি হবে মাটি ছাড়া নাই বিধান, মাটিরে তুই কররে খাঁটি অমৃতেরই এনে নিদান কেউ যদি তোমার নিন্দা করে করুক, কিন্তু খেয়াল রেখো তোমার চলন চরিত্রে নিন্দনীয় কিছু যেন কোনো ক্রমে স্থিতিলাভ করতে না পারে, তাহলে নিন্দা ব্যর্থ হয়ে উঠবে এমনিতেই সহিতে তুমি না পারো যদি অন্যের কটু ব্যবহার, কেমন করে সইবে তারা তোমার তিক্ত অত্যাচার কাউকে যদি বলিস কিছু সংশোধনের তরে, গোপনে তাকে বুঝিয়ে বলিস সমবেদনা ভোরে তুমি যায় দেখোনা কেন, অন্তরের সহিত সবার আগে তার ভালোটুকু দেখার চেষ্টা করো আর এই অভ্যাস তুমি মজ্জাগত করে ফেলো আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে যারা শক্তিমান হয় তারা শক্তির দম্ভে সৎলোককে অবমাননা করতে শুরু করে। চাটুকার ছাড়া অন্য লোককে তারা বরদাস্ত করতে পারে না। বহু লোক তাদের আচরণে অন্তরে অন্তরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আর তাই হয় তাদের কাল। অন্তত লোকের অন্তরে তাদের কোন আসন প্রতিষ্ঠিত হয় না। কোনো মতের সঙ্গে কোনো মতের প্রকৃত পক্ষে কোনো বিরোধ নেই, ভাবের বিভিন্নতা, রকমের বিভিন্নতা বলেই নানাপ্রকারে একরকম অনুভব ।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

তারাপীঠের মা কালীই হচ্ছেন বিশ্ব মাতা। তিনি শক্তিরূপিনী। ভক্তিধারিনী। তিনি ধ্যান। তিনি ধারক এবং বাহক। তিনি সাধনা। তিনি মন্ত্র। তাঁর মতো শক্তি আর কারোর নেই। মা শ্যামা হচ্ছেন শক্তি আধার। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা শ্যামা। তিনি হচ্ছেন রাতাপীঠের মায়ের শক্তিই হচ্ছে জগত শক্তি। জীবনে চলতে গেলে শক্তির প্রয়োজন। তারাপীঠের কালীমায়ের শক্তির প্রয়োজন। শক্তি ধারন করে চলাফেরা করা সম্ভব। সেই মাতৃশক্তি দিয়েই মানুষ চলাফেরা করে। তিনি অসীম শক্তির অধিকারিণী। এই শক্তি অনুভব করা যায় চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। মাতৃশক্তি বিপদ থেকে সবাইকে মুক্ত করতে পারেন। কালী মাই সবাইকে অভয় দান করে থাকেন।

শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের ভিতরে দিব্যশক্তি ও দেবভাবের পরিচয় ভক্তগণ পূর্বোক্তরূপে কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ পর্বকালেই যে পাইয়াছিল

স্বামী তেজসানন্দ

ঠাকুরের জন্য যে বাটিখানি এখন ভাড়া লওয়া হইল, উহা পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত শ্যামপুকুর স্ট্রিটের উত্তরপার্শ্বে অবস্থিত। উত্তরমুখে বাটিতে প্রবেশ করিয়াই বামে ও দক্ষিণে বসিবার চাতাল ও স্বল্পপরিসর ’রক’ দেখা যাইত। উহা ছাড়াইয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই ডাহিনে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি ও সম্মুখে উঠান। উঠানের পূর্বদিকে দুই-তিনখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াই দক্ষিণভাগে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একখানি লম্বা ঘর, উহাই সর্বসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল এবং বামে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ঘরগুলিতে যাইবার পথ। উক্ত পথ দিয়া প্রথমেই ’বৈঠকখানা’ ঘর নামে অভিহিত সুপ্রশস্ত ঘরখানিতে ঢুকিবার দ্বার-এই ঘরে ঠাকুর থাকিতেন। উহার উত্তরে ও দক্ষিণে বারান্দা, তন্মধ্যে উত্তরের বারান্দা প্রশস্ততর ছিল এবং পশ্চিমে ছোট ছোট দুইখানি ঘর-তাহার একখানিতে ভক্তদিগের কেহ কেহ রাত্রিতে শয়ন করিতেন এবং অপরখানি শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরানির রাত্রিবাসের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ঠাকুরের ঘরে যাইবার পথে পূর্বপার্শ্বে ছাদে উঠিবার সিঁড়ি এবং ছাদে যাইবার দরজার পার্শ্বে চারি হাত আন্দাজ লম্বা ও ঐরূপ প্রশস্ত একটি আচ্ছাদনযুক্ত চাতাল ছিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানি ঐ চাতালটিতে সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিতেন এবং ঐ স্থানেই ঠাকুরের জন্য প্রয়োজনীয় পথ্যাদি রন্ধন করিতেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরের শুরুতে ঠাকুর বলরামের বাটি হইতে এখানে আসিয়া কিঞ্চিদধিক তিন মাসকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং অগ্রহায়ণ শেষ হইবার এক দিবস থাকিতে কাশীপুরের বাগানবাটীতে উঠিয়া দিয়াছিলেন।প্যামপুকুরের বাটীতে আসিবার কয়েক দিন পরেই ভক্তগণ পূর্বপরামর্শমতো ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে ঠাকুরের চিকিৎসার্থ জানয়ন করিল। তিনি যখন কথায় কথায় জানিতে পারিলেন, ভক্তগণই তাঁহাকে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আনয়নপূর্বক ব্যয় নির্বাহ করিতেছে, তখন তিনি পারিশ্রমিক গ্রহণ না করিয়া বলিলেন, আমি বিনা পারিশ্রমিকে যথাসাধ্য চিকিৎসা করিয়া তোমাদিগের সকার্যে সহায়তা করিব।ডাক্তারের উপদেশমতো সুপথ্য প্রস্তুত করিবার লোকাভাবে ঠাকুরের রোগবৃদ্ধির সম্ভাবনা হইয়াছে শুনিবামাত্র শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানি আপনার থাকিবার সুবিধা-অসুবিধার কথা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া শামপুকুরের বাটীতে আসিয়া ঐ-ভার সানন্দে গ্রহণ করিলেন। পথ্যের বিষয়ে ঐরূপে মীমাংসিত হইলে রাত্রিকালে ঠাকুরের সেবা করিবার ভার শ্রীযুত নরেন্দ্র স্বয়ং গ্রহণপূর্বক রাত্রিকালে এখানে

অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নিজ দৃষ্টান্তে উসাহিত করিয়া ছোট গোপাল, কালী, শশী প্রমুখ কয়েক জন কর্মঠ যুবক-ভক্তকে ঐরূপ করিতে আকৃষ্ট করিলেন। নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত, উত্তেজনা এবং উৎসাহ ভিন্ন তাহারা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সর্বোচ্চ কর্তব্য পথে কখনোই যে অচল অটল হইয়া থাকিতে পারিত না, একথা বলা বাহল্য। ঐরূপে শ্যামপুকুরের বাটিতে চারি-পাঁচ জন মাত্র জীবনোসর্গ করিয়া এই সেবাব্রত আরম্ভ করিলেও কাশীপুরের উদ্যানে উহার পূর্ণানুষ্ঠানকালে ব্রতধারিগণের সংখ্যা প্রায় চতুর্গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তসঙ্ঘরূপ মহীরুহ দক্ষিণেশ্বরে অঙ্কুরিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দিষ্ট হইলেও, শ্যামপুকুরে ও কাশীপুর উদ্যানে উহা নিজ থাকার ধারণপূর্বক এত দ্রুত বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, ভক্তগণের

অনেকে তখন স্থির করিয়াছিলেন, ঐ বিষয়ের সাফল্য আনয়নই ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধির অন্যতম কারণ। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুরের উদার আধ্যাত্মিকতায় বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়া অবসর পাইলেই এখন হইতে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতে এবং দুই-চারি ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার মূল্যবান সময়ের এত অধিক ভাগ এখানে কাটাইবার জন্য ঠাকুর একদিন তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইবার উপক্রম করিলে তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ওহে, তুমি কি ভাব কেবল তোমারই জন্য আমি এখানে এতটা সময় কাটাইয়া যাই? ইহাতে আমারও স্বার্থ রহিয়াছে।... কি জান, তোমার সত্যানুরাগের জন্যই তোমায় এত ভাল লাগে তুমি যেটা সত্য বলিয়া বুঝ তার একচুল এদিক-ওদিক করিয়া চলিতে-বলিতে পার না অন্যস্থানে দেখি তারা বলে এক, করে এক-ঐটি আমি আদৌ সহ্য করিতে পারি না।ডাক্তার মহেন্দ্রলাল ঐরূপে দিন-দিন ঠাকুরের প্রতি যেমন শ্রদ্ধা ও প্রীতিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিলেন, ঠাকুরও তেমনি তাঁহাকে ধর্মপথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য যত্নপর হইলেন। তদ্ভিন্ন শিষ্যবর্গের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ বাছা বাছা লোকসকলকে মধ্যে-মধ্যে সুবিদ্বান ডাক্তারের সহিত আলাপ করিতে পাঠাইতেন। নরেন্দ্রনাথের সহিত আলাপে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন এবং সঙ্গীত বিদ্যাতেও তাঁহার অধিকার আছে জানিয়া একদিন ভজন শুনাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। উহার কয়েক দিন পরে ডাক্তার একদিবস অপরাহ্ণে ঠাকুরকে দেখিতে আসিলে নরেন্দ্রনাথ

তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষাপূর্বক দুই-তিন ঘণ্টাকাল তাঁহাকে ভজন শুনাইয়াছিলেন। ডাক্তার সেদিন আনন্দিত হইয়া ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, এর মতো ছেলে ধর্মলাভ করিতে আসিয়াছে দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত

এ একটি রত্ন, যাহাতে হাত দিবে সেই বিষয়েই উন্নতি সাধন করিবে।ঠাকুরের ভালবাসা, সরল ব্যবহার ও আধ্যাত্মিকতায় ডাক্তারের মন তাঁহার প্রতি ক্রমে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু ঠাকুরকে তাঁহার ভক্তগণ যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তি-বিশ্বাস করিত তাহা কীভাবে দেখিতেন, তাহা বলা যায় না। বোধ হয় তাঁহার নিকটে উহা কিছু বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইত। একদিবস অবতারবাদ প্রসঙ্গে ডাক্তার ঠাকুরের সম্মুখে স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, ঈশ্বরকে ভক্তি-পূজাদি যাহা বল তাহা বুঝিতে পারি, কিন্তু সেই অনন্ত ভগবান মানুষ হইয়া আসিয়াছেন-এই কথা বলিলেই গোল বাধে। তিনি যশোদানন্দন, মেরিনন্দন, শচীনন্দন হইয়া আসিয়াছেন, এই কথা বুঝা কঠিন-ওই নন্দনের দলই দেশটাকে উচ্ছন্নে দিয়াছে। অবতার সম্বন্ধীয় পূর্বোক্ত মত প্রকাশের জন্য ডাক্তারের সঙ্গে গিরিশচন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথের তুমুল বাদানুবাদ হইল। কিন্তু তর্কে যাহা হয় নাই, ঠাকুরের মনের অলৌকিক মাধুর্য ও প্রেম এবং তাঁহার ভিতর হইতে যে অদৃষ্টপূর্ব আধ্যাত্মিক প্রকাশ ডাক্তারের সময় সময় নয়নগোচর হইতেছিল, তাহা দ্বারা সেই বিষয় সংসিদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার ঐরূপ মত ধীরে ধীরে অনেকটা পরিবর্তিত হইয়াছিল। ঐ বসর দুর্গাপূজার সন্ধিক্ষণে যে অলৌকিক বিভূতি প্রকাশ ঠাকুরের ভিতরে সহসা উপস্থিত হইয়াছিল, ডাক্তার সরকারও উহা দেখিবার অবসর পাইয়াছিলেন। ভাবাবেশকালে ঠাকুরের হৃদয়ের স্পন্দনাদি যন্ত্রসাহায্যে পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল, বাহিরে দেখিতে সম্পূর্ণ মৃতের ন্যায় প্রতীয়মান ঠাকুরের এই সমাধি-অবস্থা সম্বন্ধে বিজ্ঞান কোনোরূপ আলোক এখনও প্রদান করিতে পারে নাই। বস্তুতও ঈশ্বরের সংসারে এমন অনেক বিষয় বিদ্যমান, যাহাদের রহস্যভেদ দর্শন-বিজ্ঞান কিছুমাত্র করিতে সক্ষম হয় নাই-কোনো কালে পারিবে বলিয়াও বোধ হয় না।

শ্রীশ্রীকালীপূজার দিন ক্রমে নিকটবর্তী হইল। দুর্গাপূজার ন্যায় কালীপূজার সময়েও ঠাকুরের ভিতরে অদ্ভুত আধ্যাত্মিক প্রকাশ ভক্তগণের নয়নগোচর হইয়াছিল। পূজার পূর্ব দিবসে ঠাকুর কয়েক জন ভক্তকে সহসা বলিয়া বসিলেন, পূজার উপকরণসকল সংক্ষেপে সংগ্রহ করিয়া রাখিস-কাল কালীপূজা করিতে হইবে। পূজা ষোড়শোপচারে অথবা পঞ্চোপচারে হইবে, উহাতে অন্নভোগ দেওয়া হইবে কি না, পূজকের পদ কে গ্রহণ করিবে ইত্যাদি বিষয়ে কোনো মীমাংসা না করিতে পারিয়া অবশেষে স্থির হইল, গন্ধ-পুষ্প, ধূপ-দীপ, ফলমূল এবং মিষ্টান্নমাত্র সংগ্রহ করিয়া রাখা হউক, পরে ঠাকুর যেরূপ বলেন, করা যাইবে। কিন্তু সেই দিবস এবং পূজার দিনের অর্ধেক অতীত হইলেও ঠাকুর ঐ সম্বন্ধে আর কোনো কথা তাহাদিগকে বলিলেন না। ক্রমে সূর্যাস্ত হইয়া রাত্রি প্রায় ৭টা বাজিয়া গেল। ক্রমে সকল উপকরণ আনয়ন করা হইল এবং ধূপ-দীপসকল প্রজ্বলিত হওয়ায় গৃহ আলোকময় ও সৌরভে আমোদিত হইল। যুবকভক্তগণের সহিত মহেন্দ্রনাথ, রামচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র প্রমুখ প্রবীণ ব্যক্তিসকল উপস্থিত হইলেন। গিরিশচন্দ্রের মনে হইল, আপনার জন্য ঠাকুরের কালীপূজা করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। তবে কি তাঁহার শরীররূপ জীবন্ত প্রতিমায় জগদম্বার পূজা করিয়া ভক্তগণ ধন্য হইবে বলিয়া এই পূজায়োজন?-নিশ্চয় তাহাই। এইরূপ ভাবিয়া তিনি উল্লাসে অধীর হইলেন এবং সম্মুখস্থ পুষ্পচন্দন সহসা গ্রহণপূর্বক ’জয় মা’ বলিয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। ঠাকুরের সমস্ত শরীর উহাতে শিহরিয়া উঠিল এবং তিনি গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় এবং দিব্য হাস্যে বিকশিত হইয়া উঠিল এবং হস্তদ্বয় বরাভয়মুদ্রা ধারণপূর্বক তাঁহাতে জগদম্বার আবেশের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। এত অল্পকালের মধ্যে এই সকল ঘটনা উপস্থিত হইল যে, পার্শ্ববর্তী ভক্তগণের অনেকে ভাবিল ঠাকুরকে ঐরূপ ভাবাবিষ্ট হইতে দেখিয়াই গিরিশ তাঁহার শ্রীপদে বারংবার অঞ্জলি প্রদান করিতেছেন এবং যাহারা কিঞ্চিদ্দূরে ছিল তাহারা দেখিল যেন ঠাকুরের শরীরাবলম্বনে জ্যোতির্ময়ী দেবীপ্রতিমা সহসা তাহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, ভক্তগণের প্রাণে এখন উল্লাসের অবধি রহিল না। তাহারা প্রত্যেকে কোনোরূপে পুষ্পপাত্র হইতে পুষ্পচন্দন গ্রহণ করিয়া যাহার যেরূপ ইচ্ছা মন্ত্র উচ্চারণ ও ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম পূজাপূর্বক ’জয় জয়’ রবে গৃহ মুখরিত করিয়া তুলিল। শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের ভিতরে দিব্যশক্তি ও দেবভাবের পরিচয় ভক্তগণ পূর্বোক্তরূপে কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ পর্বকালেই যে পাইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু সহসা যখন-তখন তাঁহাতে ঐরূপ ভাবের বিকাশ দেখিবার অবসর লাভ করিয়া তাঁহার প্রতি তাহাদের দেব-মানব বলিয়া বিশ্বাস দিন-দিন দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল।শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাঁহার পুণ্যদর্শন ও কৃপালাভে সমাগত জনগণের সংখ্যাও তেমনি দিন-দিন বাড়িয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র মুস্তাফি, মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত প্রমুখ অনেক যুবক-ভক্তও এখানে ঠাকুরের প্রথম দর্শনলাভ করিয়াছিল। নবাগত এই সকল ব্যক্তির প্রকৃতি ও সংস্কার লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর ইহাদিগের প্রত্যেককে ভক্তি-প্রধান অথবা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি-প্রধান সাধনমার্গ নির্দেশ করিয়া দিতেন এবং সুযোগ পাইলেই নিভৃতে নানারূপ উপদেশ দিয়া ঐ পথে অগ্রসর করাইতেন।এই সময়ে এক দিবস ঠাকুরের এক অদ্ভুত দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার সূক্ষ্মশরীর স্থূলদেহের অভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়া গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে এবং তাঁহার গলার সংযোগস্থলে পৃষ্ঠদেশে কতকগুলি ক্ষত হইয়াছে। বিস্মিত হইয়া তিনি ঐরূপ ক্ষত হইবার কারণ কী ভাবিতেছেন,এমন সময়ে শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, নানারূপ দুষ্কর্ম করিয়া আসিয়া লোকে তাঁহাকে স্পর্শপূর্বক পবিত্র হইয়াছে, তাহাদের পাপভার ঐরূপে তাঁহাতে সংক্রমিত হওয়ায় তাঁহার শরীরে ক্ষতরোগ হইয়াছে। জীবের কল্যাণসাধনে, যিনি লক্ষ লক্ষ বার জন্ম পরিগ্রহপূর্বক দু ঃখভোগ করিতে কাতর নহেন, তিনি পূর্বোক্ত দর্শনে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া আনন্দের সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে ঐ বিষয়ে বলিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র প্রমুখ বিরল কোনো কোনো ব্যক্তি উক্ত দর্শনের কথা শুনিয়া অন্যকৃত কর্মের জন্য অন্যের স্বেচ্ছায় ফলভোগ করারূপ যে মতবাদ খ্রিস্টান, বৈষ্ণব প্রভৃতি কোনো কোনো ধর্মের মূলভিত্তিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, উহাতে তাহারই সত্যতার ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়া, ঐ বিষয়ের চিন্তা ও গবেষণায় নিযুক্ত হইলেন। যাহা হউক, ভক্তগণ যাহাতে ঠাকুরের চরণস্পর্শ না করেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অপরিচিত কাহারও কাহারও ব্যাকুলতা দেখিয়া মধ্যে-মধ্যে উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে লাগিল।ঐরূপ নিয়ম লইয়া একদিন এক রঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র পরিচালিত নাট্যশালায় ধর্মমূলক নাটকবিশেষের অভিনয় দর্শন করিতে ঠাকুর একদিবস দক্ষিণেশ্বরে থাকিবার কালে গমন করিয়াছিলেন এবং নাটকের প্রধান ভূমিকা যে অভিনেত্রী গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার অভিনয়-দক্ষতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। অভিনয়ান্তে ঐদিন উক্ত অভিনেত্রী ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের পাদবন্দনা করিবার সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়াছিল। তৎদবধি সে ঠাকুরকে দেবতা বলিয়া মনে মনে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিত এবং আর এক দিবস তাঁহার পুণ্যদর্শন লাভ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। ঠাকুরের নিদারুণ পীড়ার কথা শুনিয়া সে এখন তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। (ক্রমশ) শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী হইতে গৃহিত। পৃষ্ঠা নম্বর ১৭৬।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হরিয়ানার যমুনা নগরে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করেছেন

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ হরিয়ানার যমুনা নগরে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। হরিয়ানার মানুষকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি মা সরস্বতীর উসস্থল, মন্ত্রদেবীর আবাস, পঞ্চমুখী হনুমানজির স্থল এবং আশীর্বাদধন্য কপালমোচন সাহিবের স্থান হরিয়ানার পবিত্র ভূমির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘ সংস্কৃতি, ভক্তি এবং নিষ্ঠার সঙ্গম’। তিনি বাবাসাহেব আম্বেদকরের ১৩৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সকল নাগরিককে তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন। তুলে ধরেছেন বাবাসাহেবের দর্শন এবং অনুপ্রেরণার কথা যা উন্নয়নের পথে ভারতের যাত্রায় দিক নির্দেশ করে চলেছে। শ্রী মোদী বলেছেন, যমুনা নগর শুধুমাত্র একটি শহর নয়, এটি ভারতের শিল্প মানচিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্লাইউড থেকে পিতল এবং ইস্পাতের শিল্প নিয়ে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এই এলাকার সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা তুলে ধরে কপালমোচন মেলা, ঋষি বেদব্যাসের পবিত্র ভূমি এবং গুরু গোবিন্দ সিংজির অস্ত্রাগারের উল্লেখ করেছেন তিনি। যমুনা নগরের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা ভাগ করে নিয়েছেন। হরিয়ানার ভারপ্রাপ্ত থাকাকালীন পাঁচকুলায় একাধিকবার সফরের কথা স্মরণ করেন তিনি। সেই সময়ে নিষ্ঠাবান কর্মীদের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং এই এলাকায় কঠোর পরিশ্রম সহ্য করার ঐতিহ্য এবং দায়বদ্ধতার কথা জানান তিনি। হরিয়ানা টানা তৃতীয়বারের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অধীনে দ্বিগুণ গতিতে উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে উন্নত ভারতের ভাবনার অঙ্গ হিসেবে উন্নত হরিয়ানার প্রতি দায়বদ্ধতার কথা বলেন। তিনি হরিয়ানার মানুষের সেবায় সরকারের নিষ্ঠা এবং তরুণ সমাজের প্রত্যাশা পূরণে আরও বেশি মাত্রায় এবং গতিতে কাজ করার কথা তুলে ধরেন। আজ যে প্রকল্পগুলির সূচনা হয়েছে সেগুলির উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটি এই দায়বদ্ধতার প্রমাণ। এই সঙ্গে তিনি নতুন উন্নয়নমূলক উদ্যোগের জন্য হরিয়ানার মানুষকে তাঁর অভিনঃদন জানান। বাবাসাহেবের দর্শনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকারের দায়বদ্ধতায় গর্বপ্রকাশ করে শ্রী মোদী বাবাসাহেবের যে বিশ্বাসের কথা তুলে ধরেন, তা হল - শিল্পোন্নয়ন সামাজিক ন্যায়ের পথ। তিনি বলেন যে বাবাসাহেব ভারতে ছোট ছোট জমির মালিকানার বিষয়টি চিহ্নিত করেছিলেন এবং জোর দিয়েছিলেন যাঁদের যথেষ্ট কৃষিজমি নেই সেই দলিতদের জন্য শিল্পায়নের মাধ্যমে উপকারের উপর। তিনি বাবাসাহেবের দর্শন ভাগ করে নেন, সেটা হল - শিল্প দলিতদের জন্য আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ এনে দেবে, তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করবে। ভারতের শিল্প সংক্রান্ত প্রয়াসে দেশের প্রথম শিল্পমন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর পাশাপাশি এই পথে প্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বাবাসাহেবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকার করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন, শিল্পায়ন এবং উপাদনের মধ্যে সমন্বয় গ্রামীণ সমৃদ্ধির ভিত্তি বলে স্বীকার করেছেন দীনবন্ধু চৌধুরী ছোটুরামজি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ছোটুরামজির বিশ্বাস ছিল, গ্রামে গ্রামে প্রকৃত সমৃদ্ধি আসতে পারে যখন, কৃষকরা কৃষির পাশাপাশি ছোট ছোট শিল্পের মাধ্যমে তাঁদের উপার্জন বৃদ্ধি করবে। তিনি আরও বলেন যে, গ্রাম এবং কৃষকের কল্যাণে জীবন উসর্গ করা চৌধুরী চরণসিংজি একই ধারণা পোষণ করতেন। চরণসিংজির পরিপ্রেক্ষিত ছিল শিল্পোন্নয়ন কৃষির পরিপূরক হয়ে উঠুক, কেননা উভয়ই অর্থনীতির স্তম্ভ।‘ ইন ইন্ডিয়া’ এবং ‘ ভারত’-এর নির্যাস সুপ্ত আছে উপাদন শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায়, জানিয়ে শ্রী মোদী উপাদন শিল্পে সরকারের নজর দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেন, যা প্রতিফলিত হয়েছে এবারের বাজেটে ‘ ম্যানুফ্যাকচারিং’-এর ঘোষণায়। তিনি বলেন, এই মিশনের লক্ষ্য দলিত, অনগ্রসর, বঞ্চিত এবং প্রান্তিক তরুণদের জন্য যথাসম্ভব বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা, তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া, ব্যবসার খরচ কমানো, এমএসএমই ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করা, শিল্পগুলিকে আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ করা এবং ভারতের পণ্যকে বিশ্বমানের করে তোলা। এই লক্ষ্য পূরণে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যু সরবরাহের গুরুত্ব এবং এদিনের অনুষ্ঠানের গুরুত্বের উল্লেখ করে তিনি দীনবন্ধু চৌধুরী ছোটুরাম তাপবিদ্যু কেন্দ্রের তৃতীয় ইউনিটের কাজ শুরুর ঘোষণা করেন। যার থেকে উপকৃত হবে যমুনা নগর এবং হরিয়ানা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যমুনা নগর ভারতের প্লাইউডের অর্ধেক উপাদন করে এবং অ্যালুমিনিয়াম, তামা এবং পিতলের বাসন তৈরির হাব। তিনি আরও বলেন যে, যমুনা নগরে উপন্ন পেট্রো কেমিকেল কারখানার যন্ত্রাংশ একাধিক দেশে রপ্তানি হয়। তিনি বলেন, অতিরিক্ত বিদ্যু উপাদনে এইসব শিল্পগুলি উপকৃত হবে এবং ‘ ম্যানুফ্যাকচারিং’-এর সহায়ক হবে। উন্নত ভারত গঠনে বিদ্যুতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বিদ্যু উপাদনের দিকে সরকারের একাধিক প্রয়াসের উল্লেখ করেন, তার মধ্যে আছে - ওয়ান নেশন ওয়ান গ্রিড, নতুন তাপবিদ্যু কেন্দ্র, সৌরশক্তি প্রকল্প এবং পরমাণু বিদ্যুৎ। পূর্বেকার সরকারগুলির আমলে ২০১৪-র আগে প্রায়শই ব্ল্যাকআউট হওয়ার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, কংগ্রেস যদি ক্ষমতায় থাকত তাহলে এই সঙ্কট রয়ে যেতো। তিনি বলেন, বিদ্যুতের ঘাটতি দেশ গঠনে যাতে বাধা না হয়ে ওঠে তাই বিদ্যুৎ উপাদন বৃদ্ধি করা জরুরি। তিনি বলেন, আগেকার সময়ে কারখানা, রেল, সেচ ব্যবস্থা প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত। গত এক দশকে ভারত বিদ্যু উপাদন ক্ষমতা প্রায় দ্বিগুণ করেছে এবং এখন প্রতিবেশী দেশে বিদ্যুৎ রপ্তানি করছে। হরিয়ানায় বিদ্যুৎ উপাদনের ওপর তাদের সরকারের নজর দেওয়ার উপকারিতার কথা তুলে ধরেন তিনি। এই রাজ্যে বর্তমানে ১৬ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উপাদন হয়। আগামী বছরগুলিতে এই ক্ষমতা বাড়িয়ে ২৪ হাজার মেগাওয়াট করার লক্ষ্যের কথাও ঘোষণা করেন তিনি। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিনিয়োগের পাশাপাশি নাগরিকদের শক্তি উপাদক করে তোলার দ্বিমুখী সরকারি উদ্যোগের কথা তুলে ধরে শ্রী মোদী পিএম সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনার সূচনার উল্লেখ করেন। যেখানে সাধারণ মানুষ তাদের ছাদে সোলার প্যানেল বসাতে পারছে, কমাতে পারছে বিদ্যুতের বিল, এমনকি উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বিক্রি করে উপার্জন করতে পারছে। তিনি বলেন, সারা দেশে ১.২৫ কোটির বেশি মানুষ এই কর্মসূচিতে নাম লিখিয়েছে। হরিয়ানার কয়েক লক্ষ মানুষ যোগ দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। এই কর্মসূচির প্রসারে যা বর্ধনশীল সেবা পরিমণ্ডলের পৃষ্ঠপোষকতা করছে তার প্রশংসা করেন তিনি। শ্রী মোদী বলেন, সৌর ক্ষেত্র নতুন দক্ষতা তৈরি করছে, এমএসএমই-র জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করছে এবং তরুণদের কর্মসংস্থানের জন্য অগণিত রাস্তা খুলে দিচ্ছে। ছোট ছোট শহরে, ছোট ছোট শিল্পের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ এবং আর্থিক ব্যবস্থার নিশ্চিতকরণের উপর সরকারের নজর দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন যে কোভিড-১৯ অতিমারির সময়ে সরকার এমএসএমই-গুলিকে সাহায্য করতে কয়েক লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, এমএসএমই-র সংজ্ঞা বদল করা হয়েছে যাতে সরকারি সাহায্য হারানোর ভয় না পেয়ে ছোট ছোট শিল্পগুলি বাড়তে পারে। এই সঙ্গেই ছোট ছোট শিল্পগুলির জন্য বিশেষ ক্রেডিট কার্ড এবং ক্রেডিট গ্যারান্টির আওতা বৃদ্ধির উল্লেখ করেন তিনি। শ্রী মোদী সম্প্রতি মুদ্রা যোজনার ১০ বছরের মাইল ফলকের উল্লেখ করেন, যেখানে কোনো জামানত ছাড়াই ৩৩ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ দেওয়া হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই কর্মসূচির উপকৃতদের ৫০ শতাংশের বেশি তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী পরিবার। ভারতের যুবাদের বৃহ স্বপ্ন পূরণে ছোট ছোট শিল্পগুলিকে সক্ষম করে তুলতে সরকারের দায়বদ্ধতার কথা জানান তিনি।হরিয়ানার কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম যা প্রতিটি ভারতীয়ের খাবারের থালায় থাকে তার প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্র এবং রাজ্যের সরকার কৃষকদের আনন্দ ও সমস্যায় একজন অংশীদার। হরিয়ানার কৃষকদের ক্ষমতায়নের প্রয়াসের উল্লেখ করেন তিনি। বলেন, রাজ্য সরকার এখন ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ২৪টি শস্য কিনছে। তিনি জানান হরিয়ানার লক্ষ লক্ষ কৃষক পিএম ফসল বীমা যোজনায় উপকৃত হয়েছেন, এই কর্মসূচিতে দাবির পরিমাণ ৯ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। তিনি বলেন, এছাড়াও জীবন জীবিকা এবং উন্নতিতে সাহায্য করতে পিএম কিষান সম্মাননিধির মাধ্যমে হরিয়ানার কৃষকদের ৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। খালের জলের জন্য কর থেকে কৃষকদের রেহাই দিতে ঔপনিবেশিক আমলের জল কর তুলে দেওয়ার হরিয়ানা সরকারের সিদ্ধান্তের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৩০ কোটি টাকার বেশি বকেয়া কর মকুব করা হয়েছে। তিনি জানান, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের লক্ষ্য কৃষক এবং পশুপালনকারীদের উপার্জনের নতুন সুযোগ দেওয়া। এই প্রসঙ্গে তিনি গোবরধন যোজনার কথা উল্লেখ করেন, যাতে কৃষকরা গোবর, কৃষি আবর্জনা এবং অন্য জৈব বর্জ্য থেকে জৈব গ্যাস উপাদন করে উপার্জন করতে পারছেন। তিনি জানান, এবছরের বাজেটে দেশজুড়ে ৫০০ গোবরধন প্লান্টের ঘোষণা করা হয়েছে। যমুনা নগরে নতুন গোবরধন কারখানার শিলান্যাসের উল্লেখ করেন তিনি।

নদীয়ায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা, বাস-ইঞ্জিন ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু তিনজনের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৫ এপ্রিল ঃ বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মারা গেলেন তিনজন। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার ভীমপুর এলাকায়। মঙ্গলবার বেলায় যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে ইঞ্জিন ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই মারা যান দু'জন। পরে আরও একজনের মৃত্যু হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কৃষ্ণনগর মাজদিয়া রুটের ভীমপুর থানার কুলগাছি এলাকায়। কুলগাছি ঝাওতালা এলাকার রাস্তায় মাজদিয়া থেকে কৃষ্ণনগরের দিকে যাচ্ছিল একটি যাত্রী বোঝাই বাস। উলটো দিক থেকে একটি ইঞ্জিন ভ্যান যাত্রীদের নিয়ে আসছিল। চালক-সহ তিনজন ওই ভ্যানটিতে ছিলেন। বাস ও ভ্যানটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে ইঞ্জিন ভ্যানের চালক ও যাত্রীরা দূরে ছিটকে যান। রাস্তার উপরেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকেন তাঁরা। সংঘর্ষের জেরে বাসটিও রাস্তার পাশে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। সেটির সামনের দিকও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিকট আওয়াজ শুনে আশপাশ এলাকা থেকে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। বাসের যাত্রীরা ও স্থানীয়রা উদ্ধারকাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছায় ভীমপুর থানার পুলিশ। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই দু'জন মারা গিয়েছেন বলে খবর। বাকি দু'জনকে উদ্ধার করে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই আরও এক ব্যক্তিকে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপর ব্যক্তির শারীরিক অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল? ওই বাস ও ইঞ্জিন ভ্যানটি দ্রুতগতিতে যাচ্ছিল? সেজন্যই কি সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়নি? দুই চালকই গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি? সেসব বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। মৃতরা সকলেই ওই ইঞ্জিন ভ্যানে ছিলেন। মৃতদের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই দু'জন মারা গিয়েছেন। বাকি দু'জনকে উদ্ধার করে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই আরও এক ব্যক্তিকে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বর্ধমানের নতুনগঞ্জে সংস্কার করে পুনরায় চালু হল পুলিশ ফাঁড়িঃ নিয়োগ হল আইসি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৫ এপ্রিল ঃ বহুদিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে পুনরায় চালু হল বর্ধমান শহরের নতুনগঞ্জ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ পুলিশ ফাঁড়ি। জনবহুল ওই জনপদের মানুষজনকে যে কোন আইনি সহায়তা ও সুরক্ষা জন্য আর বর্ধমান সদর থানার দ্বারস্থ হতে হবে না। বিভিন্ন অভিযোগ জমা সহ নাগরিক পরিষেবা পাওয়া যাবে এই ফাঁড়ি থেকে। এই ফাঁড়ির আশেপাশে ৬টি ওয়ার্ডের বাসিন্দারা এতে উপকৃত হবেন। দীর্ঘদিন ধরে অফিসার নিযুক্ত না থাকার কারণে এই ফাঁড়িটি অচল অবস্থায় ছিল। মঙ্গলবার অর্থাৎ পয়লা বৈশাখ নতুন করে একজন ইনচার্জ অফিসার (আইসি) নিযুক্ত করে ফাঁড়িটির কার্যক্রম আবার শুরু করল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ প্রশাসন। এদিন নতুন করে সংস্কার হওয়া ওই পুলিশ ফাঁড়িটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক ব্যানার্জি, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস সহ অন্যান্য পুলিশ এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা। জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস জানান, নতুনগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িটি বেশ কয়েক বছর ধরে বন্ধ ছিল, কারণ সেখানে কোনও অফিসার পোস্টিং ছিল না-শুধু ফোর্স থাকতো। মঙ্গলবার একজন অফিসার পোস্টিং করা হয়েছে। এটি বর্ধমান থানার অধীনে চালু হচ্ছে। এই ফাঁড়ি থেকে আশপাশের ছয়টি ওয়ার্ডের মানুষ সরাসরি পুলিশি পরিষেবা পাবেন। বিধায়ক খোকন দাস বলেন, নতুনগঞ্জ

ফাঁড়িটি কয়েক বছর আগে চালু হলেও কিছু সমস্যার কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়। এবার নতুন করে সেই ফাঁড়ি আবার চালু হল। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও পরিষেবার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নতুন বছরে নতুনগঞ্জে এই পুলিশ ফাঁড়ি পুনরায় চালু হওয়াতে স্বাভাবিক ভাবেই খুশির আবহ এলাকার মানুষের মধ্যে।

কলকাতায় আন্তর্জাতিক ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী 'ভ্যাক্সিন্সস ঃ ইনজেক্টিং হোপ' এর উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ঃ জাতীয় বিজ্ঞান সংগ্রহশালা পরিষদ (এনসিএসএম) ও সায়েন্স মিউজিয়াম গ্রুপ, লন্ডন যৌথভাবে উদ্যোগ নিয়েছে মহামারী মোকাবেলায় দ্রুত 'ভ্যাক্সিন্স' তৈরির বৈশ্বিক প্রচেষ্টার গল্প তুলে ধরতে। মঙ্গলবার থেকে কলকাতার সায়েন্স সিটিতে প্রদর্শিত হচ্ছে এটি। চলবে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ২০ লক্ষেরও বেশি দর্শকের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়ে আয়োজিত এই প্রদর্শনী। ২০২২ সালের ১৫ নভেম্বর দিল্লি থেকে যাত্রা শুরু করে এই আন্তর্জাতিক ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী। এরপর নাগপুর, মুম্বই, ব্যাঙ্গালোর হয়ে মঙ্গলবারই এসেছে কলকাতায়। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহায়তা করেছে ওয়েলকাম, ইউ. কে. ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আই.সি.এম.আর), এবং অন্যান্য গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক সংস্থা। একটি বিশেষভাবে পরিকল্পিত ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী বা মোবাইল সায়েন্স এক্সিবিশন বাস কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ঘুরে মানুষকে টিকাকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করবে আগামি কয়েক মাস।প্রদর্শনীতে ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে নির্মিত একটি ভাস্কর্য দেখানো হয়েছে। আজ কলকাতার সায়েন্স সিটিতে আন্তর্জাতিক ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী 'ভ্যাক্সিন্সসঃ ইনজেক্টিং হোপ'-এর উদ্বোধন করেন পদ্মশ্রী প্রাপ্ত ও আই.সি.এম.আর-এর প্রাক্তন প্রধান অধিকর্তা ড. বলরাম ভার্গব। উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের ন্যাশনাল সায়েন্স চেয়ার (সায়েন্টিফিক এক্সেলেন্স) অধ্যাপক ড. পার্থ পি. মজুমদার সায়েন্স মিউজিয়াম গ্রুপ, লন্ডনের সায়েন্স ডিরেক্টর ড. রজার হাইফিল্ড মেডিকা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান, ডিরেক্টর এবং কার্ডিয়াক সার্জারি বিভাগের প্রধান ড. কুনাল সরকার চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট, কলকাতার এনভায়রনমেন্টাল কার্সিনোজেনেসিস অ্যান্ড টক্সিকোলজি বিভাগের প্রধান ও সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার ড. মধুমিতা রায় ব্রিটিশ কাউন্সিলের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের ডিরেক্টর ড. দেবাঞ্জন চক্রবর্তী এনসিএসএম-এর প্রধান অধিকর্তা শ্রী এ. ডি. চৌধুরি এনসিএসএম-এর উপপ্রধান অধিকর্তা শ্রী সমরেন্দ্র কুমার এবং সায়েন্স সিটি, কলকাতার অধিকর্তা অনুরাগ কুমার। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে অতিমারি প্রবল আকারে বিশ্বে আঘাত হানে। বিপুল প্রাণহানিও হয়। তবে পূর্ববর্তী অতিমারির তুলনায় এই সময় বিশ্বের প্রস্তুতি ছিল ভালো। যেখানে আগে প্রতিষেধক ভ্যাক্সিন তৈরিতে দশকের পর দশক লেগে যেত, সেখানে এবার আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে এক বছরের মধ্যেই একাধিক কার্যকরী প্রতিষেধক তৈরি সম্ভব হয়। এই প্রদর্শনীতে তুলে ধরা হয়েছে একটি আধুনিক প্রতিষেধক তৈরির গল্প ও তার মানবিক দিকটি। সায়েন্স মিউজিয়াম গ্রুপের ডিরেক্টর ও চিফ এক্সিকিউটিভ স্যার ইয়ান ব্ল্যাচফোর্ড বলেন, বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত জাতীয় বিজ্ঞান সংগ্রহালয়- এর এক অভিন্ন মঞ্চ হিসেবে, আমরা আশা করি বিশ্ববাসীকে প্রভাবিত করে এমন অস্তিত্বঘাতী সংকটগুলির নানান দৃষ্টিভঙ্গি নথিভুক্ত করতে পারব। আমাদের বিশ্বাস, এই প্রদর্শনী সেই অসাধারণ বৈশ্বিক প্রচেষ্টার সাক্ষ্য বহন করে- যা কার্যকর কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন তৈরি ও টিকা প্রতিরোধী মানসিকতা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে। এটি এক বিশাল প্রচেষ্টা, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রূপ পরিবর্তন করেছে এবং নতুনভাবে সামনে এসেছে। এই প্রদর্শনী তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, যারা নতুন স্বপ্নের শুরুর পথ তৈরি করেছেন। জাতীয় বিজ্ঞান সংগ্রহশালা পরিষদের উপপ্রধান অধিকর্তা শ্রী সমরেন্দ্র কুমার বলেন, এই প্রদর্শনী, জীবন বাঁচাতে ভ্যাক্সিনের গুরুত্ব বোঝাতে অত্যন্ত সফল হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১৮.২ লক্ষেরও বেশি মানুষ সরাসরি প্রদর্শনীটি দেখে উপকৃত হয়েছেন এবং অতিরিক্তভাবে সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে আমরা ২৬ লক্ষেরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পেরেছি। সায়েন্স সিটি, কলকাতার ডিরেক্টর অনুরাগ কুমার বলেন, এই প্রদর্শনী ১৫ এপ্রিল ২০২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত সায়েন্স সিটি, কলকাতায় প্রদর্শিত হবে এবং প্রতিদিন সকাল ৯টা ৩০ থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এই সময়কালের মধ্যে আমরা নানা শিক্ষামূলক কর্মসূচি ও আদানপ্রদামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করেছি যাতে মানুষ সম্পৃক্ত হতে পারেন। আমি কলকাতাবাসীদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রদর্শনীতে এসে এই সব কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার জন্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই প্রদর্শনী ভ্যাক্সিন যে জীবন রক্ষায় কতটা গুরুত্বপূর্ণ- তা আরও ভালোভাবে মানুষের উপলব্ধি বাড়াবে। কলকাতার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং প্রদর্শনী পরিদর্শন করে।

নদীয়ার একমাত্র মুন্ডু হীন ভূত পুজো দেখতে পয়লা বৈশাখের দিন সকাল থেকেই ভিড় সাধারণ মানুষের

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৫ এপ্রিল ঃ ভূত পুজো প্রচলিত ছিল বাংলাদেশে। তিন পুরুষ আগে বাংলাদেশের টাঙ্গাইল

ব্রাহ্মণ কিশোর গ্রামে পুজিত হতো এই ভূত পুজো। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সন্ন্যাসীরা ভারতে এসে নতুন করে শুরু করেন এই পুজো। মূলতঃ এই পুজোর সঙ্গে তন্তুবায় সম্প্রদায়ের মানুষ যুক্ত। এই ভূত আসলে কবন্ধ বা নিস্কন্দা যার উল্লেখ রয়েছে রামায়ণে। প্রতিবছরই পহেলা বৈশাখে এইভাবেই পুজো করা হয় বিশাল আকার মাটির তৈরি মুণ্ডহীন ভুতকে। পূজা উদ্যোক্তা হরিপদ বসাক বলেন এই দানবের বিচিত্র ও ভয়ংকর বর্ণনা বাল্মিকী রামায়ণ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে উল্লেখ রয়েছে , কিন্তু রামায়ণ চরিত্রের সাথে শিবের কোন উল্লেখ্য নেই ভূত বা কবন্ধের, কেন গাজনের সঙ্গে যুক্ত হলো এ প্রশ্নের উত্তর অজানা। ১২ ফুট চওড়া এবং ২ ফুট উঁচু কাঁচা মাটি দিয়ে পাহাড় প্রমাণ বিশাল আকার মূর্তি মাটিতে শায়িত অবস্থায় তৈরি করা হয় পহেলা বৈশাখের সকাল থেকেই । তারপর দৈত্যকার সেই মূর্তিতে মূল্যহীন অবস্থায় থাকে দুই হাত , রক্তমাখা দাঁত, রক্তে রাঙা জিহবা , কালো মাটির শরীরে সবকিছুই ভয়ানক। এই পুজো অনুষ্ঠিত হয় নদীয়া জেলার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত ফুলিয়া তালতলা গ্রামে। জানা যায়, প্রায় ৫৪ বছর ধরে পূজিত হয়ে আসছে এই পুজো। সন্ন্যাসী দেবব্রত বসাক বলেন, প্রতিমা তৈরি করতে কোন মৃৎশিল্পীর প্রয়োজন হয় না, আমরা সকল সন্ন্যাসীরা মিলেই কাঁচা মাটি ও রং দিয়ে তৈরি করি। প্রায় আমরা দেড়শো জন সন্ন্যাসী রয়েছি গ্রাম সহ পার্শ্ববর্তী গ্রাম মিলে।

বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনেই অমানবিক রেলওয়ের উচ্ছেদ কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৫ এপ্রিল ঃ বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনেই অমানবিক রেলওয়ের উচ্ছেদ কর্মসূচি। বাংলা বছরের প্রথম দিনেই ভারতীয় পূর্ব রেলওয়ে রামপুরহাট বস্তিবাসীদের বয়ে নিয়ে এলো দুঃসংবাদ। এদিন রামপুরহাট পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের রেলের জায়গা থেকে আগামী দু দিনের মধ্যে সরে যাওয়ার নোটিশ দিল রেল কর্তৃপক্ষ। নোটিশে ১৭ এপ্রিলের মধ্যে এলাকা খালি করে দিতে বলা হয়েছে। ১৮ এপ্রিল হবে উচ্ছেদ। বাংলা বছরের প্রথম দিনে এই উচ্ছেদের নোটিশ জারি করে অমানবিকতার পরিচয় দিলো পূর্ব রেলওয়ে এরিয়া দফতর। উল্লেখ্য, ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে রেলের জায়গায় বসবাসকারী অধিকাংশই মুসলিম। বস্তিবাসীরা নিজের পরিবার-পরিজনের এবং ছোট ছোট শিশুদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য জীবন জীবিকা নির্বাহ করবে নাকি আগামী দু'দিনের মধ্যে কোথায় যাবেন এই নিয়ে ভাববেন? তার কুল কিনারা পাচ্ছেন না এই বস্তিবাসীরা। একইভাবে ঈদের সময় তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় রেলওয়ের তরফে। এখন ফের সেই আতঙ্কে ঘুম ছুটেছে এলাকাবাসীর। রেলওয়ে এরিয়া অফিসে দেখা করেও সুরাহা মেলেনি বলে জানান শহর কংগ্রেস সভাপতি সাহাজাদা হোসেন (কিনু)। সাহাজাদা হোসেন (কিনু) বলেন, আজ দীর্ঘদিন ধরে বংশ পরম্পরায় ওখানে বাস করছেন খুবই দুঃস্থ মানুষেরা। তারা কেউ হকারি, কেউ পরিচারিকার কাজ করে সংসার চালায়। রেলওয়ে তো সব কেড়ে নিচ্ছ এক এক করে। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আগে না করে উচ্ছেদ করা যায় না। রেলওয়ে এই জায়গা উদ্ধার করে তো জলের দামে আদানিদের বেচে দেবে। কেন্দ্র সরকার তো আদানি ভারত বানাতে চাইছে। আমরা এর বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখবো।

গ্রীষ্মের মরশুমে হরিণদের পুষ্টিকর খাবার সরবরাহে উদ্যোগী বন দফতর

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৫ এপ্রিল ঃ বাঁকুড়ায় হরিণ খাচ্ছে ওআরএস। হরিণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা বন দফতরের। চলতি গ্রীষ্মের মরশুমে হরিণদের পুষ্টিকর খাবার সরবরাহে উদ্যোগী বন দফতর। প্রতিদিন নিয়ম করে দু'বার বাঁকুড়ার মুকুটমনিপুর জলাধার সংলগ্ন বনপুকুরিয়া 'ডিয়ার পার্কে' থাকা হরিণদের প্রয়োজনীয় খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাবারের মধ্যে থাকছে ওআরএস, বিটনুন এবং অন্যান্য পুষ্টিকর

খাবার দাবার। থাকছে ছোলা গুড়, গ্লুকোন ডি এবং তরমুজ, শসা। বন দফতর সূত্রে খবর, বনপুকুরিয়া বনক্ষেত্রের পরিমাণ ৪০৩.১৮ হেক্টর। তার মধ্যে ৪৪ হেক্টর জমিতে গড়ে উঠেছে হরিণদের অভয়ারণ্য ' ডিয়ার পার্ক'। বর্তমানে এখানে ৮৮ টি হরিণ রয়েছে। পর্যাপ্ত জল ছাড়াও প্রতিদিন সকাল ও বিকেলে পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হচ্ছে। এমনকি মুকুটমনিপুর বেড়াতে আসা পর্যটকদের অন্যতম গন্তব্যও এই ডিয়ার পার্ক বলে তারা জানান। বাঁকুড়ার মুকুটমনিপুরে এলে পেয়ে যাবেন নীল জলে নৌকোবিহার করার আনন্দ। সঙ্গে ডিয়ার পার্ক, মুসাফিরানা ভিউ পয়েন্ট এবং দেবাদিদেব মহাদেবের দর্শন। এছাড়াও জঙ্গল বেষ্টিত রোমান্টিক রাস্তাতো আছেই। তাহলে আর দেরি কেন? এই গরমের ছুটিতে চলে আসুন মুকুটমণিপুর। বাঁকুড়াতে ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি প্রাণী দেখা যায়। হরিণ তার মধ্যে অন্যতম। এবার হরিণদের ভাল রাখতে বন দফতরের এই উদ্যোগ সাধুবাদ কুড়িয়েছে সাধারণ মানুষের।

কোনও ধরনের প্ররোচনা বরদাস্ত করা হবে না, মুর্শিদাবাদ নিয়ে সতর্ক বিএসএফ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৫ এপ্রিল ঃ কোনও ধরনের প্ররোচনা বরদাস্ত করা হবে না. উপদ্রুত এলাকাগুলিতে শান্তি ফেরানোই বাহিনীর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমে এই মন্তব্য করেছেন সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র দক্ষিণবঙ্গ অঞ্চলের ডিআইজি নীলোপল পাণ্ডে। বিএসএফ-কর্তার কথায়, যাঁরা ধৈর্যশীল রয়েছে। গত কয়েক দিনের অশান্তিতে অনেকেই ভয়ে ঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁদের সকলকেই যাতে ফের ঘরে ফিরিয়ে আনা যায়, সেই লক্ষ্যে কাজ করছে বিএসএফ। এর মধ্যে নতুন করে কোনও অশান্তির প্ররোচনা এড়াতে পুলিশকর্মী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা যৌথ ভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। রাজ্য পুলিশের এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার জানিয়েছেন, উস্কানি ও প্ররোচনার ঘটনায় 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়ে এগোচ্ছে রাজ্য পুলিশ। শান্তি কমিটি তৈরি করে এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা ফেরানোর কাজ চলছে বলেও জানান তিনি। সামশেরগঞ্জ এবং ধুলিয়ানে বিড়ি শ্রমিকদের মহল্লায় কিছু কাজ শুরু হয়েছে। গত কয়েক দিন ধরে বন্ধ থাকা বিড়ি কারখানাগুলি খুলতে শুরু করেছে। রাজ্য পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর যৌথ তৎপরতায় ফের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে এলাকাগুলি। পুলিশের উদ্যোগে শান্তি বৈঠকগুলিতে কোথাও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় থানার ওসিরা, আবার কোথাও থেকেছেন রাজ্য পুলিশের 'অফিসার অন স্পেশ্যাল ডিউটি' (ওএসডি)-রা।

দুর্গাপুর এনআইটি'র ক্যাম্পাসে বিস্ফোরণ! ঝলসে গেলেন ২জন

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৫ এপ্রিল ঃ গবেষণার সময় ল্যাবরেটরির বাইরে বিস্ফোরণ। জখম ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (দুর্গাপুর) কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ইন্দ্রজিত বসাক ও আকাশ মাঝি নামে এক ছাত্র। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ২ জনই। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এনআইটি) সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের পড়ুয়াদের নিয়ে থার্মিট ওয়েল্ডিংয়ের গবেষণার কাজ চলছিল। তখনই সেটি ব্লাস্ট করে বলে খবর। সেখানে থাকা কেমিক্যাল ছিটকে ঝলসে যান অধ্যাপক এবং এক পড়ুয়া। দু'জনকেই দুর্গাপুরের গান্ধী মোড়ের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আইসিইতে চলছে চিকিৎসা। তবে অধ্যাপকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ফাইনাল ইয়ারের পড়ুয়া দেবব্রত হেমব্রম বলেন, ল্যাবের বাইরে গবেষণা চলছিল। তখনই বিস্ফোরণ ঘটে। একজন অধ্যাপক ও পড়ুয়া গুরুতর জখম হয়েছে। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আরও দু'জন সহপাঠী অল্পবিস্তর আহত হয়েছে। তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৃষাণ রায় বলেন, এখনও চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা হয়নি। অধ্যাপকের অবস্থা সংকটজনক। প্রয়োজন হলে তাঁকে উন্নততর চিকিৎসার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হবে।

নাদনঘাটে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শুভ নববর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদ্‌যাপন

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১৫ এপ্রিল ঃ পূর্বস্থলী ১ নং ব্লকের অন্তর্গত নাদনঘাট

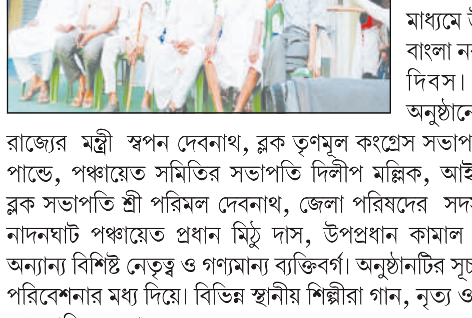

পঞ্চায়েত এলাকার নাদনঘাট বাজারে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজন করা হল এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের, যার মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা হয় বাংলা নববর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ দিবস। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শ্রী রাজকুমার পান্ডে, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক, আইএনটিটিইউসি-র ব্লক সভাপতি শ্রী পরিমল দেবনাথ, জেলা পরিষদের সদস্যা আরতি খান, নাদনঘাট পঞ্চায়েত প্রধান মিঠু দাস, উপপ্রধান কামাল উদ্দিন শেখ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃত্ব ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানটির সূচনা হয় সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন স্থানীয় শিল্পীরা গান, নৃত্য ও আবৃত্তির মাধ্যমে মঞ্চ মাতিয়ে তোলেন।

জাতির জীবনরেখা উদ্‌যাপন প্রতি বছর ১৬ এপ্রিল ভারত ভারতীয় রেল দিবস উদযাপন করে

১৫ এপ্রিল ঃ বিশ্বের বৃহত্তম এবং ঐতিহাসিক রেল নেটওয়ার্কগুলির মধ্যে একটির উদযাপন। এই দিনটি ভারতের প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেন যাত্রার বার্ষিকী, যা ১৮৫৩ সালের ১৬ এপ্রিল মুম্বাই (তৎকালীন বোম্বে) এবং থানের মধ্যে হয়েছিল। গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে দ্বারা পরিচালিত ট্রেনটি বোম্বে (মুম্বাই) এবং থানের মধ্যে ৩৪ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছিল, যা পরিবহন বিপ্লবের সূচনা করেছিল। কয়েক দশক ধরে, ভারতীয় রেল একটি বিশাল উদ্যোগে পরিণত হয়েছিল যা কেবল যাত্রীদেরই নয়, আশা, স্বপ্ন এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি বহন করে জাতির জীবনরেখা হয়ে ওঠে। একটি উত্তরাধিকার উদ্‌যাপনঃ অগ্রগতির চাকাগুলিকে সম্মান জানানো

১.১ - ঐতিহাসিক উৎপত্তি ঃ ১৬ এপ্রিল, ১৮৫৩ সালে, প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেনটি তিনটি বাষ্পীয় লোকোমোটিভ - সুলতান, সিন্ধু এবং সাহেব - দ্বারা টানা হয়েছিল এবং প্রায় ৪০০ যাত্রী বহন করেছিল। এই আপাতদৃষ্টিতে সামান্য যাত্রা এমন এক রূপান্তরের সূচনা করেছিল যা একটি বিশাল এবং বৈচিত্র্যময় উপমহাদেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে সংযুক্ত করবে। গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে দ্বারা আয়োজিত এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি কেবল একটি পরিবহন অগ্রগতির চেয়েও বেশি ছিল - এটি ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে আধুনিকীকরণ এবং শিল্প উন্নয়নের দিকে ভারতের যাত্রার সূচনা বিন্দু। এই ঘটনাটি ভারতের অর্থনৈতিক একীকরণকে অনুঘটক করে এবং জাতীয় উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়া একটি নেটওয়ার্কের ভিত্তি স্থাপন করে। সময়ের সাথে সাথে, রেলপথ দ্রুত সম্প্রসারিত হয়, উপমহাদেশের বিশাল অংশকে সংযুক্ত করতে সাহায্য করে এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনকে ইন্ধন জোগায়। **১.২** - ভারতীয় রেলপথের বিবর্তন ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠা থেকে স্বাধীনতা-পরবর্তী সম্প্রসারণ পর্যন্ত, ভারতীয় রেলপথ রূপান্তরমূলক প্রবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে গেছে। **প্রাথমিক সম্প্রসারণ (১৮৫০-১৯০০)ঃ** সরকারি গ্যারান্টি সহ বেসরকারি ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি দ্বারা রেলপথ তৈরি করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল রপ্তানির জন্য বন্দরে কাঁচামাল (তুলা, কয়লা, পাট) পরিবহন করা। ১৮৮০ সালের মধ্যে, প্রায় ১৪,৫০০ কিলোমিটার রেলপথ স্থাপন করা হয়েছিল। মূল কোম্পানিগুলি ছিল পূর্ব ভারতীয় রেলওয়ে, মাদ্রাজ রেলওয়ে, বোম্বে, বরোদা এবং মধ্য ভারত রেলওয়ে এবং অন্যান্য। **মধ্যযুগ (১৮৫৩-১৯৪৭)ঃ** বিভিন্ন বেসরকারি কোম্পানি বিভিন্ন রেল গেজ ব্যবহার করত (প্রশস্ত, মিটার এবং সংকীর্ণ), যা সামঞ্জস্যের সমস্যা তৈরি করত। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, ব্রিটিশ প্রশাসন বিভিন্ন রেলপথের সমস্যাগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য বিভিন্ন বেসরকারি রেলপথকে একীভূত এবং জাতীয়করণ শুরু করে। স্যার থমাস রবার্টসন কমিটির সুপারিশ অনুসারে, রেলওয়ে বোর্ড, ভারতীয় রেলওয়ের শীর্ষ সংস্থা ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেনটি ৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫ সালে বোম্বে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস (বর্তমানে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস) এবং কুরলা হারবারের মধ্যে চলেছিল। স্বাধীনতার পর, নেটওয়ার্কটি ৫৫,০০০ কিলোমিটার বিস্তৃত ছিল কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানার কারণে ভেঙে পড়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় রেলত্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সারা দেশে ভ্রমণ, জনসাধারণকে একত্রিত করতে এবং সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ট্রেন ব্যবহার করতেন। রেলপথ ব্রিটিশ রাজ এবং স্বাধীনতা আন্দোলন উভয়ের জন্যই একটি হাতিয়ার হয়ে ওঠে। ১৯২৫ সালের কাকোরি ট্রেন ডাকাতি, যেখানে রাম প্রসাদ বিসমিলের মতো বিপ্লবীরা ট্রেনে পরিবহনের জন্য সরকারি তহবিল লুট করেছিলেন, রেলওয়ের কৌশলগত গুরুত্ব তুলে ধরে। রেলকর্মীরা প্রায়শই বৃহত্তর স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিতেন, ব্রিটিশ নীতির প্রতিবাদে এবং উন্নত কর্মপরিবেশের দাবিতে ধর্মঘট করতেন। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলনের সময়, রেলপথগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল, পরিষেবা ব্যাহত করা হয়েছিল এবং ব্রিটিশ প্রশাসনকে পঙ্গু করার জন্য ট্রেনগুলিকে ভাঙচুর করা হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী সারা দেশে ভ্রমণ, গণ সমাবেশ আয়োজন এবং জনগণের সাথে যোগাযোগের জন্য রেলপথকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিলেন। **স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগ (১৯৪৭-২০০০)ঃ** ১৯৪৭-এর পরে, ভারত একটি খণ্ডিত, ঔপনিবেশিক যুগের রেল ব্যবস্থা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল। রাজকীয় রাজ্য এবং প্রাক্তন ব্রিটিশ লাইন থেকে রেল নেটওয়ার্কের ব্যাপক একীকরণ। ১৯৫১ সালে, ভারতীয় রেল সম্পূর্ণরূপে জাতীয়করণ করা হয়েছিল। সরকার ৪২টি রেলপথকে ছয়টি অঞ্চলে একীভূত করে, একীভূত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রেলপথ জাতীয় উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। দেশকে সংযুক্ত করার জন্য প্রত্যন্ত ও গ্রামীণ এলাকায় নতুন লাইন স্থাপন করা হয়। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের পরিবর্তে ডিজেল এবং বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভের প্রবর্তন শুরু হয়। ১৯৮০ সালে রেলওয়ে কম্পিউটারাইজড রিজার্ভেশন চালু করে। ১৯৮৬ সালে কলকাতায় ভারতে প্রথম মেট্রো চালু হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে (১৯৯০-২০০০) কোচের আধুনিকীকরণ শুরু হয় এবং সুপারফাস্টরাজধানী ট্রেন চালু করা হয়। **আধুনিক ভারতীয় রেলপথ (২০০০-বর্তমান)ঃ** সাম্প্রতিক দশকগুলিতে, ভারতীয় রেলপথ আধুনিকীকরণের এক জোয়ার প্রত্যক্ষ করেছে। আইআরসিটিসি-র মাধ্যমে অনলাইন বুকিং, রিয়েল-টাইম ট্রেন ট্র্যাকিং এবং ডিজিটাল পেমেন্ট ভ্রমণকে আরও ব্যবহারকারী-বান্ধব করে তুলেছে। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অধীনে উদ্যোগগুলি জৈব-টয়লেট গ্রহণ এবং উন্নত স্যানিটেশনের দিকে পরিচালিত করেছে। পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের অধীনে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রক্ষণাবেক্ষণ, যাত্রী প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা এবং উন্নত সুরক্ষার জন্য নতুন সৌরশক্তিচালিত কোচগুলিতে সেন্সর সজ্জিত করা হচ্ছে। ভারতীয় রেলপথ ২০১৯ সালে ভারতের প্রথম আধা-উচ্চ-গতির, স্ব-চালিত ট্রেন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু করেছে, যা মেক ইন ইন্ডিয়ার অধীনে দেশীয়ভাবে ডিজাইন এবং তৈরি করা হয়েছে। ভারতীয় রেলপথ ২০২৪ সালে ৩,২১০ আরকিএম বিদ্যুতায়িত করেছে, বিদ্যুতায়িত বিজি নেটওয়ার্ককে ৯৭ পর্যন্ত প্রসারিত করেছে এবং নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষমতা ২,০১৪ মেগাওয়াটে পৌঁছেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে নেট-জিরো কার্বন নির্গমনের উপর মনোযোগ দিন। জাপানি সহযোগিতায় মুম্বাই-আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেন প্রকল্পটি চলছে।

২. রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীঃ রেলের প্রহরী- ২.১ - ঐতিহাসিক পটভূমিআরপিএফের উৎপত্তি রেলওয়ে পুলিশ বাহিনী (১৮৭২) থেকে, যা ব্রিটিশদের দ্বারা সম্পদ রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পর, ১৯৫৭ সালের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী আইন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি কেন্দ্রীভূত নিরাপত্তা সংস্থা হিসেবে এর ভূমিকাকে আনুষ্ঠানিকভাবে রূপ দেয়। রেলপথ যাত্রী, যাত্রী এলাকা এবং রেলপথের সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রাথমিক দায়িত্ব নিয়ে আরপিএফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ২০০৩ সালে, সরকার আরপিএফ আইন এবং রেলপথ আইন সংশোধন করে এবং রেলপথ আইনের অধীনে জিজ্ঞাসাবাদ এবং মামলা করার ক্ষমতা সহ যাত্রী এবং যাত্রী এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্ব অর্পণ করে। সময়ে সময়ে সরকার আরপিএফ -কে রেলওয়েতে প্রধান নিরাপত্তা সংস্থা হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছে যাতে তারা মাদক, অবৈধ চোরাচালান, চোরাচালান ইত্যাদি রোধ করতে পারে।

২.২ - আরপিএফ-এর অর্জন- ৬৮,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি রেল রুট এবং ৭,০০০ স্টেশন রক্ষা করার জন্য মাত্র ৬৫,০০০ সদস্য নিয়ে, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সাথে তার ভূমিকা পালন করছে। রেলওয়ে সম্পত্তির সুরক্ষা আরপিএফ-এর একটি মূল দায়িত্ব। ২০২৪ সালে, আরপিএফ চুরির সাথে জড়িত ৫,৭৮৭ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে এবং অপারেশন রেল সুরক্ষার অধীনে ৮ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের চুরি হওয়া পণ্য উদ্ধার করেছে। রেলওয়ে এবং যাত্রীদের সুরক্ষা ছাড়াও, আরপিএফ অপরাধ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০২৪ সালে আরপিএফ ২,৬১৪ জন ব্যক্তিকে পাচারকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করেছে এবং মানব পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান এর অধীনে ৭৫৩ জন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছে। জাতির কল্যাণের জন্য আরপিএফ কর্তৃক মাদকদ্রব্য ও মনোরোগ সংক্রান্ত পদার্থের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তীব্র অভিযান শুরু করা হয়েছে। ২০২৪ সালে, ২২৭ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের চোরাচালানকারী পণ্য জব্দ করা হয়েছিল এবং ১৭১৪ জন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যা সংগঠিত মাদক পাচারকারী নেটওয়ার্কগুলিকে মারাত্মক আঘাত করেছিল। ২৮.০৭.২০২৪ তারিখে, হাথরাস স্টেশনে আরপিএফ দল ১১ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুকে উদ্ধার করেছে। **২.৩ নিজের থেকে দূরে পরিষেবাঃ** প্রভাবের গল্পকোটি কোটি মানুষ এবং পরিবার ভারতীয় রেলপথে ভ্রমণ করছে। আরপিএফ অপারেশন নানহে ফারিস্তে-এর অধীনে হারানো বা তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন শিশুদের সাহায্য করার জন্য একটি উদ্যোগ নিয়েছে। ২০২৪ সালে, ১৪,৭৫৬ জন শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে, যা সমাজের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সদস্যদের সুরক্ষার জন্য বাহিনীর দৃঢ় সংকল্পকে তুলে ধরে। ২০২৪ সালে মহিলা সুরক্ষা অভিযানের অধীনে ১ লক্ষেরও বেশি ব্যক্তিকে মহিলাদের কোচে অননুমোদিত ভ্রমণের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছিল এবং আরপিএফের 'মেরি সহেলি' মহিলা দলগুলি প্রতিদিন ৪৮৯ টিরও বেশি ট্রেনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। দুর্ঘটনা বা দুর্ঘটনার সময়, বাহিনী ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে অবিশ্বাস্য ৮,৪৫৫ জন জীবন বাঁচিয়েছে, সাহস এবং মানবতার চেতনাকে মূর্ত করে তুলেছে। ট্রেনে ভ্রমণের সময় কেবল ব্যক্তিদেরই নয়, তাদের জিনিসপত্রও আরপিএফ দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। ২০২৪ সালেই অপারেশন আমানতের অধীনে ৭১ কোটি টাকার জিনিসপত্র তাদের প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরে আসে। **উপসংহার ঃ** ভারতীয় রেলওয়ের ইতিহাস হল ভারতের ঔপনিবেশিক অতীত, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং উন্নয়ন যুগের মধ্য দিয়ে উদ্ভাবন এবং উচ্চ-গতির সংযোগের ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা। এটি প্রকৌশল, ধৈর্য এবং ঐক্যের গল্প - দেশজুড়ে মানুষ, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতিকে সংযুক্ত করে। রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর সদস্য হিসেবে আমি বলতে পারি যে ভারতীয় রেলওয়ে ইস্পাত এবং বাষ্পের চেয়েও বেশি কিছু - এটি একটি জাতির হৃদস্প ঃদন এবং আরপিএফ হল নীরব অভিভাবক যারা নিশ্চিত করে যে এই হৃদস্পন্দন কখনও টলমল না করে। ভারতীয় রেল বিশ্বের বৃহত্তম সবুজ রেলওয়ে, জাতির প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন, ভারতের ঐক্য ও বৈচিত্র্য লালন করার তার দৃষ্টিভঙ্গির দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, আরপিএফ ট্রেনযাত্রীদের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করে। একসাথে, তারা (রেলওয়ে এবং আরপিএফ) একটি জাতির স্থিতিস্থাপকতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে যা সুরক্ষার সাথে অগ্রগতি, অন্তর্ভুক্তির সাথে উদ্ভাবন এবং সুরক্ষার সাথে গতির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রচেষ্টা করে।

শীঘ্র শুরু হবে শিলং বিমানবন্দর আপগ্রেডেশনের কাজ

শিলং, ১৫ এপ্রিল ঃ ২০২৬ সালের মধ্যে মেঘালয়ের উমরইয়ে অবস্থিত শিলং বিমানবন্দরে বড় উড়ান অবতরণ ও উড়তে সক্ষম হবে। এটা মেঘালয়ে যোগাযোগ এবং উন্নয়ন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষে বলেছেন রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা পরিবহণ দফতরের মন্ত্রী স্নিয়াওভালং ধার। উপ-মুখ্যমন্ত্রী স্নিয়াওভালং ধার বলেন, শীঘ্রই শিলং বিমানবন্দর সম্প্রসারণ তথা আপগ্রেডেশনের কাজ শুরু হবে। বিমানবন্দরটি আপগ্রেডেট হয়ে গেলে ২০২৬ সালের মধ্যে বড় বড় উড়ান এখানে অবতরণ করতে পারবে বলে আশাবাদী তিনি।' উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ' বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ (এএআই) ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের জন্য ১১৯ কোটি টাকার টেন্ডার আহ্বান করেছে। মোটা অঙ্কের এই টেন্ডারের লক্ষ্য বিমানবন্দরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যাত্রী পরিবহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বড় বড় বিমান পরিচালনা সক্ষম করা।'

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এনআইটি/০২/২৫/২২, তারিখ ১৫.০৪.২০২৫। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত উপকরণ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রমিক নং ও টেন্ডার নং; বিবরণ; ইএমডি ঃ টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৫.০৫.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১) ১৪২৫৫০৬২;** মাপকাঠি নং আরডিএসও/এসপিএন/টিসি/১০৭/২০১৮ ভার. ২.১ ক্রঃ নং ২.৩ অনুযায়ী কি-প্যাড এবং ডিসপ্লে ব্যতিরেকে ৫ ওয়াট ভিএইচএফ ডিজিটাল ওয়াকি টকি সেট সংগ্রহকরণ। (খ) প্রতিটি সেটে থাকবে ঃ- (১) সম্পূর্ণ বক্স প্যাকিং-এ এক (১)টি ভিএইচএফ সেট সঙ্গে উপযুক্ত ব্যাটারি চার্জার + অ্যান্টেনা + উপযুক্ত বেল্ট ক্লিপ। (২) মাপকাঠি নং আরডিএসও/এসপিএন/টিসি/১০৭/ ২০১৮, ভার. ২.১ ইত্যাদি অনুযায়ী ভিএইচএফ সেটের উপযুক্ত এক (১)টি অতিরিক্ত ব্যাটারি; ৩,৫৫,৬৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৮.০৫.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২) ১৯২৪৫০৪২;** এসি ফুয়েল পাম্প মোটর ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত স্ট্যান্ডবাই ইনভার্টার; ১,১১,৬৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১২.০৫.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৩) ১৫২৪৫০৯৫;** সংযুক্তকৃত সংযোজনী অনুযায়ী সিএনসি ট্র্যাভেলিং ব্রিজ টাইপ ৩ডি কোঅর্ডিনেট মেজারিং মেশিন (টার্ন কি ভিত্তিতে); ২,২৯,৯৬০ টাকা। **টেন্ডার মূল্য ঃ ০** (প্রতিটির জন্য)। **দ্রষ্টব্য ঃ** উপরোক্ত সব টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে বিড জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির ও অন্যান্য সাপ্লাই টেন্ডারগুলির বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

(STORES-03/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিনোদন

৯ মে 'আবির গুলাল' নামের একটি সিনেমায় কামব্যাক করতে চলেছেন তিনি

২০১৬ সালে ভারতীয় চলচ্চিত্র সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাকিস্তানি শিল্পীরা ভারতে কাজ করতে পারতেন না। ভারতের বাসিন্দা না হলে ভারতে কাজ করা যেত না। তবে সেই সব বিধিনিষেধ টপকে ৯ বছর পর বলিউডে প্রত্যাবর্তন করতে চলেছেন পাকিস্তানি অভিনেতা ফাওয়াদ খান। আগামী ৯ মে 'আবির গুলাল' নামের একটি সিনেমার মাধ্যমে কামব্যাক করতে চলেছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে কথা বলেছেন সুস্মিতা সেন। ফাওয়াদ খানের বলিউডে প্রত্যাবর্তন নিয়ে আপত্তি প্রকাশ করেছেন মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা, শিবসেনা নেতা সঞ্জয় নিরূপম, অশোক পণ্ডিতসহ অন্যরা। সম্প্রতি মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত একটি ফ্যাশন শোতে অংশ নিয়েছিলেন সুস্মিতা সেন। সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন প্রেমিক রহমান শাল। অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হওয়ার সময় যখন সুস্মিতাকে ফাওয়াদ

প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন খুব সাবলীলভাবে উত্তর দেন তিনি। সুস্মিতা বলেন, 'দেখুন, আমি বাউন্ডারি বা দুই দেশের মধ্যে কী সমস্যা, তা নিয়ে কথা বলতে চাই না। আমি এসব জানি না। আমি শুধু এটুকু জানি যে শিল্প কখনো বাধা মানে না। কোনো বাউন্ডারি দিয়ে শিল্পকে বেঁধে রাখা যায় না। আর এটা হওয়ারও কথা নয়।' সুস্মিতা বলেন, 'আমরা সবাই আমাদের সৃজনশীলতা দেখানোর স্বাধীনতা নিয়ে জন্মেছি। আমি চাই না কোনো দেশগত সমস্যা একজন শিল্পীর ক্যারিয়ারে বাধা হয়ে দাঁড়াক।' পাকিস্তানি ছবিতে কাজ করার প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করায় সুস্মিতা বলেন, 'আমি সব সময় ভালো ছবিতে কাজ করতে চাই। সিনেমাটি কোথাকার, সেটা প্রধান কথা নয়। প্রধান কথা হলো, সেই চরিত্র বা গল্পটি যেন ভালো হয়।' সুস্মিতার এই বক্তব্য নিমেষে মন ছুঁয়ে গেছে দর্শকদের। চিরকালই সুস্মিতার কথায় মিষ্টতা খুঁজে পান দর্শকেরা। এবারেও তার অন্যথা হয়নি। সুস্মিতার বক্তব্য শুনে একজন লিখেছেন, 'সত্যিই আপনি কী সুন্দরভাবে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেন।' অন্য একজন লিখেছেন, 'আপনার প্রতি শ্রদ্ধা।'

সালমান খানকে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে মুম্বাই ছাড়তে দেখা গেছে

রোববার সালমান খানকে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে মুম্বাই ছাড়তে দেখা গেছে। তাঁর নিরাপত্তারক্ষী শেরাকে রীতিমতো উদ্বিগ্ন দেখা গেছে। আলোকচিত্রীরা কিছুতেই এদিন ভাইজানের আশপাশে ঘেঁষতে পারেননি। আজকের খবর অভিনেতার প্রাণসংশয়ের। এদিন মুম্বাইয়ের ওরলিতে পরিবহন বিভাগের অফিসের হোয়াটসঅ্যাপে একটি হুমকিবার্তা পাঠানো হয়। অভিনেতার গাড়িতে বোমা রাখা আছে। পাশাপাশি তাঁর বাসভবন গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টেও হামলা চালাবে দুষ্কৃতকারীরা। হুমকিবার্তায় আরও জানানো হয়েছে, একাধিক আততায়ী ভাইজানের বাড়িতে ঢুকে তাঁর বাড়ি ও গাড়ি উড়িয়ে দেবে। হুমকিবার্তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ওরলি থানায় মামলা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। পুলিশ ইতিমধ্যেই হুমকিবার্তার উৎস খুঁজে বের করে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের জন্য তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। তাহলে কি এ কারণেই গতকাল তড়িঘড়ি শহর ছেড়ে অজানা গন্তব্যে পা বাড়ান সালমান? সে জন্যই কি তাঁর নিরাপত্তাবলয় আরও কড়া ছিল এদিন, যাতে একটি মাছিও গলতে না পারে? প্রসঙ্গত, এদিন সালমানের চোখেমুখে দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট ছিল। তাঁর সহকারী শেরাকেও এর আগে এত কড়া হতে দেখেননি আলোকচিত্রীরা।

এ কারণে গতকাল থেকেই নতুন করে চর্চায় ভাইজান। সালমানের হত্যার হুমকিবার্তার খবর ছড়াতেই নতুন করে শঙ্কিত বলিউড। অনুরাগীদের কপালেও আবার দুশ্চিন্তার ভাঁজ। বুলেটপ্রুফ গাড়ি কি তাহলে কোনো কাজেই লাগল না? বিদেশ থেকে আনা এই বিশেষ গাড়ি আদৌ কি সালমান ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারবে?

বাদশা, শুনেছি আজকাল দিনেও নাকি আপনি তারা দেখছেন?

'ইন্ডিয়ান আইডল ১৫'-এর একটি মুহূর্ত এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অন্যতম চর্চার কারণ। র্যাপার বাদশাহ ও অভিনেত্রী তারা সুতারিয়া এই দুই তারকার মধ্যে কি জমে উঠছে নতুন কোনো সম্পর্কের গল্প? নেটদুনিয়া এখন পুরো 'সত্যান্বেষী'। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ছোট্ট ভিডিও ক্লিপে যা ইঙ্গিত মিলছে, তাতে নেটিজেনরা ধরেই নিচ্ছেন, বাদশাহর মনে এখন স্রেফ তারা! ঘটনা ঘটেছে শোর সাম্প্রতিক একটি পর্বে, যেখানে বিচারক শিল্পা শেঠি মজার ছলে বাদশাহর উদ্দেশে একটি 'বোমা' নিক্ষেপ করেন! তিনি বলেন, 'বাদশা, শুনেছি আজকাল দিনেও নাকি আপনি তারা দেখছেন? আমি একটা গান উৎসর্গ করছি আপনাকে, ''টন টনা টন টন তারা…চলতি হ্যায় ক্যা নও সে বারা?' শিল্পার খোঁচায় একলহমায় লজ্জায় লাল হয়ে যান বাদশাহ, নিজের হকচকিত চেহারা লুকাতে পারেননি তিনি। মিকা সিং প্রথমে কিছু বুঝতে না পারলেও, শ্রেয়া ঘোষাল আর বিশাল দাদলানি ঠিক বুঝে যানগল্পটা ঘুরছে বাদশাহ ও তারা সুতারিয়ার চারপাশে। এই ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলে দিয়েছে।

সমাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক নেটিজেন লিখেছেন, 'তারা যদি রাজি থাকেন, তাহলে কেন নয়?' আরেকজন বলেছেন, 'আহ! সবই রিয়েলিটি শোর নাটক।' কেউ আবার খোঁচা দিয়ে লেখেন, 'স্ক্রিপ্টেড না হলে এরা শ্বাসপ্রশ্বাসও নেয় না!' তবে সত্যিই কি কেমিস্ট্রি তৈরি হচ্ছে? নাকি এ সবই শোর ভাইরাল ফর্মুলা? এ বিষয়ে অবশ্য তারা বা বাদশাহ, কেউই মুখ খোলেননি। এই মুহূর্তে তারা সুতারিয়া সিঙ্গেল। ২০২৩ সালে আদার জৈনর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভেঙে যায়। আদার পর বিয়ে করেন তাঁর শৈশববন্ধু আলেখা আদভানিকে।

হাত কামড়ে রক্ত বের করার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, চুঁচুড়া হুগলি, ১৫ এপ্রিলঃ হুগলির চুঁচুড়ার খাদিনামোড়ে রয়েছে একটি স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কিয়স্ক। এটিএম-এ এক ব্যক্তির হাত কামড়ে রক্ত বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল আর একজনের বিরুদ্ধে। চেঁচামেচি শুনে ছুটে এলেন আশপাশের লোকজন। মঙ্গলবার সকালে সেখানেই এই ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, ওই কিয়স্কে পাশবুক আপডেট করাতে যান দুই গ্রাহক। প্রথমে যিনি আপডেট করাচ্ছিলেন, তাঁর কাছে প্রায় ছ'টি পাশবই ছিল। মেশিনে আপডেট করতে সময় লাগছিল তাঁর। পিছনে অপেক্ষায় থাকা অপর গ্রাহক সামনের জনকে বলেন, তাঁর একটা পাশবই আপডেট করতে হবে, ছেড়ে দিতে, তিনি জানান, তাঁর একটু তাড়া আছে। প্রত্যক্ষদর্শী এক ব্যক্তি জানান, একে অপরের গায়ে হাত তুলতে যান ওই দুই গ্রাহক। এরপরই শুরু হয় বচসা। প্রথমজন দ্বিতীয়জনকে জায়গা না ছেড়ে গালাগালি দেন বলে অভিযোগ। দ্বিতীয় জনও পাল্টা গালি দিতেই, হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়।

ঘনিষ্ঠ দৃশ্য তাদের কাছে বিক্রির প্রস্তাব

এইচবিওর বহুল চর্চিত সিরিজ 'দ্য হোয়াই লোটাস'। গত সপ্তাহেই শেষ হয়েছে সিরিজটির তৃতীয় মৌসুমের প্রচার। সিরিজটি বরাবরই আলোচিত-সমালোচিত এতে থাকা ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের জন্য। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, শুটিংয়ের পরও তৃতীয় মৌসুমের অনেকগুলো ঘনিষ্ঠ দৃশ্য প্রচার করেনি এইচবিও। এবার একটি প্রাপ্তবয়স্কদের ওয়েবসাইট এইচবিওকে মুছে ফেলে এসব ঘনিষ্ঠ দৃশ্য তাদের কাছে বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছে। এ জন্য ওয়েবসাইটটি ৫ লাখ ডলার বা ৬ কোটি টাকার বেশি দিতেও রাজি। 'দ্য হোয়াইট লোটাস' সারা দুনিয়াজুড়েই তরুণদের অন্যতম পছন্দের সিরিজ। আগের দুই মৌসুমের মতো এ মৌসুমও ভক্ত-দর্শকদের কাছে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এই সিরিজের পাত্রপাত্রীরও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে চর্চিত। এ জনপ্রিয়তাই কাজে লাগাতে চায় প্রাপ্তবয়স্কদের ওয়েবসাইটটি। তৃতীয় মৌসুমে শুটিং করা অনেক ঘনিষ্ঠ দৃশ্য প্রচারিত হয়নি, এ তথ্য চাউর হওয়ার পরেই প্ল্যাটফর্মটি উঠেপড়ে লেগেছে এসব দৃশ্য কিনতে। তবে এ বিষয়ে এইচবিওর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ব্যয়বহুল রিসোর্ট, অবকাশযাপন, 'অনৈতিক' ব্যাপারস্যাপার আর সম্পর্কের গল্প নিয়ে 'দ্য হোয়াইট লোটাস'। এইচবিও আর এইচবিও ম্যাক্সে ২০২১ সালে যখন সিরিজটির প্রথম মৌসুম মুক্তি পায়, তখনই ব্যাপক প্রশংসিত হয়। ২০২২ সালে পরের মৌসুমের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে। জনপ্রিয় সব পর্যটনকেন্দ্রে শুটিং, সময়ের সঙ্গে যায় এমন সব বিষয় তাই বোদ্ধা থেকে সাধারণ দর্শকসবারই সিরিজটি পছন্দ। তবে এসব ছাপিয়েও বড় কারণ হলো নির্মাতাদের বার্তা।

কার্যত পুরো সিরিজেই পুঁজিবাদী সমাজ নিয়ে বার্তা দিতে চেয়েছেন নির্মাতারা। আর গুরুগম্ভীর কোনো সংলাপ বা অতি নাটকীয়তা ছাড়াই ডার্ক কমেডির মোড়কে সেটা দেওয়া হয়েছে।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পায় 'দ্য হোয়াইট লোটাস'-এর তৃতীয় মৌসুমের প্রথম পর্ব, শেষটি প্রচারিত হয় ৬ এপ্রিল। সিরিজটির ক্রিয়েটর মাইক হোয়াইট।

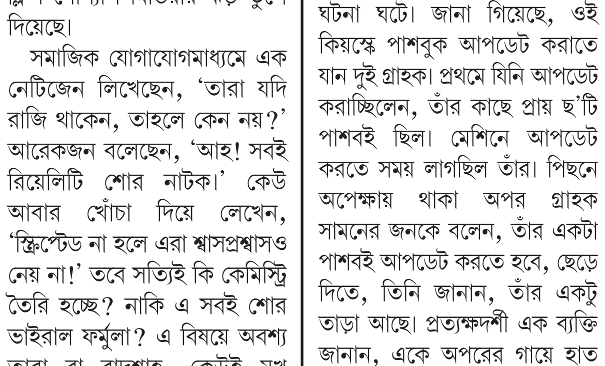

বাঘের জঙ্গল থেকে ধৃত ২৪ জন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৫ এপ্রিলঃ এবার জলপথে বিএসএফের নজর এড়িয়ে গোপনে এ দেশে ঢোকার পথে বাঘের জঙ্গল থেকে শিশু, মহিলাসহ ২৪ জন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সোমবার গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন উপকূল থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় অবৈধ ভাবে বাংলাদেশিরা এ দেশে প্রবেশ করছে। খবর পেয়ে ভারত বাংলাদেশ জল সীমান্তে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতাধীন চিলমারি খালে নদীপথে টহলদারি কাজ শুরু করে সুন্দরবন উপকূল থানার পুলিশ। তখনই তাদের নজর আসে বাঘের জঙ্গলে মানুষের আনাগোনা। সেখানে গিয়ে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের সহায়তায় অবৈধ ভাবে চলে আসা বাংলাদেশিদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে ১১ জন মহিলা, ৯ জন পুরুষ ও চারটি শিশু। পুলিশের জেরায় জানাগিয়েছে, বাংলাদেশের সাতক্ষীরা, ফরিদপুর, ঢাকা, সিলেটসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে এই অবৈধ অনুপ্রবেশ কারীরা তিন দিন আগে নদীপথে রওনা দিয়েছিল। ঢোকার পথ হিসাবে তাঁরা ব্যবহার করেছিল সুন্দরবনের জলপথ। বিএসএফ, বন দপ্তর এবং উপকূল থানার পুলিশের নজরে এড়াতেই ওই দলটি বাঘের জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল। অপেক্ষা করছিল এ দেশে ঢোকানোর কাজে নিযুক্ত দালালদের নৌকোর জন্য। ধৃতদের মঙ্গলবার আলিপুর আদালতে পেশ করে পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মেডিক্যাল ব্যাঙ্কের বৈশাখী আড্ডা

কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ শুভ নববর্ষের বৈশাখী আড্ডার আয়োজন করে কলকাতা মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক। মঙ্গলবার বিকেলে শোভাবাজার বি কে পাল হেরিটেজ ভবনে। এলাকার বরিষ্ঠ নাগরিকরা তাদের ছেলে মেয়েরা নাচ কবিতা নাটক গান পরিবেশন করে। ঘরোয়া বৈঠকী সাংস্কৃতিক আড্ডায় বাংলা নববর্ষ উদযাপন ঘিরে ছোট থেকে বড়দের উন্মাদনা উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। মেডিক্যাল ব্যাঙ্কের সম্পাদক ডি আশীষ জানান প্রতি বছরের মতো এবছর ও বর্ষবরণের পয়লা বৈশাখ ঘিরে ঘরোয়া জমজমাট বৈঠকী আড্ডার সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনকে সুদৃঢ় করা হল এই সামান্য প্রয়াস মাত্র।

মার্কিন টেলিভিশন নেটওয়ার্ক সিবিএসের ওপর আবার চটেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৫ এপ্রিলঃ ইউক্রেন ও গ্রিনল্যান্ড নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করায় মার্কিন টেলিভিশন নেটওয়ার্ক সিবিএসের ওপর আবার চটেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সিবিএসের সংবাদ সম্প্রচার ম্যাগাজিন '৬০ মিনিটস'এ সম্প্রচারিত ওই প্রতিবেদনের জন্য গণমাধ্যমটিকে 'চরম মূল্য' দিতে হবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন তিনি। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং ইউক্রেন যুদ্ধ ও গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে দুটি প্রতিবেদন সম্প্রচার করে ৬০ মিনিটস। প্রতিবেদনটি সম্প্রচারের পরপরই ট্রাম্প তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ওই প্রতিবেদনের তীব্র সমালোচনা করে পোস্ট দেন। প্রতিবেদনে তাঁকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। ট্রাম্প বলেন, প্রায় প্রতি সপ্তাহেই ট্রাম্প নামটি অবমাননাকর ও অসম্মানজনকভাবে উপস্থাপন করে ৬০ মিনিটস। এবার তো তারা সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এ কাজের জন্য তাদের কড়া মাশুল গুনতে হবে। এ ধরনের বেআইনি ও অবৈধ কার্যকলাপের জন্য চ্যানেলটিকে জরিমানা ও শাস্তির আওতায় আনতে ফেডারেল কমিউনিকেশনস কমিশনের (এফসিসি) চেয়ারম্যান ব্রেনডান কারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ট্রাম্প। ট্রাম্প বলেন, ৬০ মিনিটস এখন আর কোনো সংবাদ প্রচারের অনুষ্ঠান নয়। এটি রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য সংবাদ মাধ্যমের 'লেবাসধারী'। আগে যা করেছে কিংবা এখন যা করছে, সবকিছুর জন্যই তাদের জবাবদিহি করতে হবে। তবে ট্রাম্পের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জানায়নি সিবিএস নেটওয়ার্ক। এর আগে গত বছরের ৩১ অক্টোবর সিবিএসের বিরুদ্ধে এক কোটি ডলারের মামলা করেছিলেন ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নির্বাচনে প্রচারের সময় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কমলা হ্যারিসের বক্তব্য সম্পাদনা করে সম্প্রচার করায় এই মামলা করেছিলেন তিনি। ট্রাম্পের দাবি, কমলাকে 'ভালো' দেখাতে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদনা করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সিবিএস। যদিও ট্রাম্পের এই দাবি নাকচ করে এসেছে নেটওয়ার্কটি। এই মামলার বিষয়ে একটি সমঝোতায় আসতে ট্রাম্পের আইনজীবী ও নেটওয়ার্কটির কর্মকর্তাদের মধ্যে আলোচনার কানাঘুষা চলছে। এরই মধ্যে আবার চটে গেলেন ট্রাম্প। মামলার সুরাহা না হলেও দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে প্রতিনিয়তই ট্রাম্প প্রশাসন সম্পর্কে নানা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে ৬০ মিনিটস নামের প্রোগ্রামে। বিশেষত সাংবাদিক স্কট পেল্লি একের পর এক সংবাদ প্রকাশ করেই যাচ্ছেন। সম্প্রতি ইউক্রেন সফরে যান স্কট। রাশিয়ার হামলায় ৯ শিশু নিহত হয়েছে এমন একটি জায়গা পরিদর্শন করে সেখানেই ভলোদিমির জেলেনস্কির সাক্ষাৎকার নেন তিনি। সাক্ষাৎকারে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের ওপর তাঁর তীব্র ঘৃণার কথা জানান জেলেনস্কি। এ সময় ইউক্রেনে এসে রাশিয়ার বর্বরতা দেখে যেতেও ট্রাম্পকে আহ্বান জানান তিনি। গ্রিনল্যান্ডে গিয়ে রোববার আরেকটি প্রতিবেদন সম্প্রচার করেন সাংবাদিক জন ওরথহেইম। ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড দখল করা সম্পর্কে দ্বীপটির কয়েকজনের বক্তব্য প্রকাশ করা হয় ওই প্রতিবেদনে।

মালদ্বীপে ইসরায়েলিদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

মালে, ১৫ এপ্রিলঃ পর্যটনের জন্য জনপ্রিয় দেশ মালদ্বীপে ইসরায়েলের নাগরিকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের নৃশংসতার প্রতিবাদে এ নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে মালদ্বীপ সরকার। মঙ্গলবার দেশটির পার্লামেন্টে নিষেধাজ্ঞা-সংক্রান্ত আইনের অনুমোদন দেওয়া হয়। এর পরপরই তাতে অনুসমর্থন জানান প্রেসিডেন্ট মোহামেদ মুইজ্জু। মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে ইসরায়েল যে নৃশংসতা চালিয়ে যাচ্ছে এবং জাতিগত নিধনের যে কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে, তার জবাবে সরকারের শক্ত অবস্থান তুলে ধরেছে (আইনের প্রতি প্রেসিডেন্ট মুইজ্জুর) এই অনুসমর্থন। ফিলিস্তিনিদের প্রতি নিজেদের সংহতি পুনর্ব্যক্ত করছে মালদ্বীপ।' আইন পাসের সঙ্গে সঙ্গে ইসরায়েলিদের ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে বলে প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের এক কর্মকর্তা এএফপিকে জানিয়েছেন।

Name Change

I,Kunal,son of Koushik kumar maji, residing at Someshwar,Santosh Nagar,Amta,Rashpur, Howrah - 711401,West Bengal, shall henceforth be known as Kunal Maji vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 11/04/2025, That Kunal and Kunal Maji both are the same and one identical person.

Name Change

I, Md Hasnain Ansari S/o Md Mokim Residing at 148, A/H/4, Chittaranjan Avenue, Near Telephone Exchang, Kolkata - 700007 West Bengal India shall henceforth be known as Md Hasnain.I declare that Md Hasnain Ansari and Md Hasnain is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-04-2025.

Name Change

I, Keyamuddin Shaikh S/o Jane Alam Sekh Residing at Parasar, P.o - Nahazari, District - South 24 Parganas, Pin - 700104 West Bengal India shall henceforth be known as Keyamuddin Sekh.I declare that Keyamuddin Shaikh and Keyamuddin Sekh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-04-2025.

Name Change

I, Prasanta Chakraborty (Old Name) S/o Ajit Chakraborty Residing at 24, Krishna Mohan Mitra Lane, Vtc - Haora Corporation, P.o - Salkia, District- Haora, Pin - 711106 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Prasanta Kumar Chakraborty (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 11-04-2025. Prasanta Chakraborty (Old Name) and Prasanta Kumar Chakraborty (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I,HATIM KANCHWALA & HATIM (OLD NAME), SON OF FIROZ KANCHWALA, RESIDING AT 10/C TILJALA SHIBTALA LANE,PO - TILJALA,PS - KARAYA, KOLKATA - 700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HATIM FIROZ KANCHWALA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/04/2024.THAT HATIM KANCHWALA & HATIM ALSO HATIM FIROZ KANCHWALA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Keyamuddin Shaikh S/o Jane Alam Sekh Residing at Parasar, P.o - Nahazari, District - South 24 Parganas, Pin - 700104 West Bengal India shall henceforth be known as Keyamuddin Sekh.I declare that Keyamuddin Shaikh and Keyamuddin Sekh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-04-2025.

Name Change

I,NASIM FATAMA (OLD NAME),WIFE OF HATIM FIROZ KANCHWALA,RESIDING AT 10/C TILJALA SHIBTALA LANE, PO - TILJALA,PS - KARAYA, KOLKATA - 700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FATEMA HATIM KANCHWALA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/04/2024.THAT NASIM FATAMA AND FATEMA HATIM KANCHWALA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

Change of NameI, Md Hasnain Ansari S/o Md Mokim Residing at 148, A/H/4, Chittaranjan Avenue, Near Telephone Exchang, Kolkata - 700007 West Bengal India shall henceforth be known as Md Hasnain.I declare that Md Hasnain Ansari and Md Hasnain is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-04-2025.

Name Change

I,Roma, daughter of Gunadhar Chongdar,wife of Koushik kumar maji, residing at Someshwar, Santosh Nagar, Amta, Rashpur, Howrah - 711401, West Bengal,shall henceforth be known as Rama Maji vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 11/04/2025.That Roma and Rama Maji both are the same and one identical person.

Name Change

I, NASIM FATAMA (OLD NAME),WIFE OF HATIM FIROZ KANCHWALA,RESIDING AT 10/C TILJALA SHIBTALA LANE,PO - TILJALA,PS - KARAYA, KOLKATA - 700039, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FATEMA HATIM KANCHWALA (NEW NAME)VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/04/2025.THAT NASIM FATAMA AND FATEMA HATIM KANCHWALA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,Koushik,son of Jugal Kishor Maji, residing at Someshwar,Santosh Nagar, Amta, Rashpur,Howrah - 711401,West Bengal,shall henceforth be known as Koushik kumar Maji vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 11/04/2025.That Koushik and Koushik kumar Maji both are the same and one identical person.

Name Change

I, Laku Sekh (Old Name) S/O–Kader Sekh resident of Vill- Sujapur, Po- Mougram, Ps-Ketugram, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, Pin-713130 do hereby decrale that I have changed my name from Laku Sekh to Lakubuddin Sekh and hencefort I shall be known as Lakubuddin Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/04/2025 . My name Lakubuddin Sekh & Laku Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, Gin Sing Son (old name) son of Chin Haukhup, residing at 6/C-36, Mukundapur, P.O-Mukundapur, P.S- Purba Jadavpur, Kolkata – 700099, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as S Gin Sing Son (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit No. 4697 dated 11/04/2025. Gin Sing Son (old name) and S Gin Sing Son (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I,Sohel Rana Shaikh (Old Name) S/O–Sirajul Islam Sekh resident of Vill-Sikra, Po-Padmamala, Ps-Chapra, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741123 do hereby decrale that I have changed my name from Sohel Rana Shaikh to Sohel Rana Sekh and hencefort I shall be known as Sohel Rana Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/04/2025 . My name Sohel Rana Sekh & Sohel Rana Shaikh both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammad Abu Hanif (old name) S/O Late Mohammad Sabdar Ali @ Sabdar Ali Baidya, residing at Phulbari Bhangar, South 24 Pgs, Pin- 743502, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Abu Hanif (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 11/04/2025. Md Abu Hanif (new name) and Mohammad Abu Hanif (old name) both are same and identical person.

Name Change

I,Sirajul Shaikh (Old Name) S/O–Nasir Sk resident of Vill- Sikra, Po-Padmamala, Ps-Chapra, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741123 do hereby decrale that I have changed my name from Sirajul Shaikh to Sirajul Islam Sekh and hencefort I shall be known as Sirajul Islam Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/04/2025 . My name Sirajul Islam Sekh & Sirajul Shaikh both are same and one identical person.

Name Change

I,HATIM KANCHWALA & HATIM (OLD NAME), SON OF FIROZ KANCHWALA, RESIDING AT 10/C TILJALA SHIBTALA LANE,PO - TILJALA,PS - KARAYA, KOLKATA - 700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HATIM FIROZ KANCHWALA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/04/2025.THAT HATIM KANCHWALA & HATIM ALSO HATIM FIROZ KANCHWALA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Abdur Rakib (Old Name) S/O–Md Nazrul Islam resident of Vill- Alampur, Po-Chhatai, Ps- Ranitala, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742302 do here by decrale that I have changed my name from Abdur Rakib to Abdur Raquib and hencefort I shall be known as Abdur Raquib (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/04/2025.My name Abdur Raquib & Abdur Rakib both are same and one identical person.

Name Change

I, Amit Dhock (old name) S/O Shankar Dhak, residing at Vill- Dhakpara, Narikelsanda, P.O.- Jayer, P.S.- Pandua, Hooghly, Pin- 712152, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Amit Dhak (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 11/04/2025. Amit Dhak (new name) and Amit Dhock (old name) both are same and identical person.

Name Change

I,Chitya Ranjan Mondal (Old Name) S/O–Brojobasi Mandal residing at Vill & PO-Haritala, P.S-Hanskhali, Dist-Nadia, Pin 741502 do hereby decrale that I have changed my name from Chitya Ranjan Mondal to Chittaranjan Mandal and hencefort I shall be known as Chittaranjan Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/04/2025.My name Chittaranjan Mandal & Chitya Ranjan Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Sankar Dhoch (old name) S/O Gobardhan Dhak, residing at Vill-Dhakpara, Narikelsanda, P.O.- Jayer, P.S.- Pandua, Hooghly, Pin- 712152, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Shankar Dhak (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 11/04/2025. Shankar Dhak (new name) and Sankar Dhoch (old name) both are same and identical person.

Name Change

I,Jaqer Ali Seikh (Old Name) S/O–Abdus Sattar Sk resident of Vill & Po-Natungram, Ps- Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742137 do hereby decrale that I have changed my name from Jaqer Ali Seikh to Jaker Ali and hencefort I shall be known as Jaker Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/04/2025.My name Jaker Ali & Jaqer Ali Seikh both are same and one identical person.

Name Change

I,JITENDRA KUMAR SHAW,SON OF BITTU SHAW, RESIDING AT 252/7,R.B.C ROAD,GOURIPUR TELIA PARA,NAIHATI, NORTH 24 PARGANAS - 743166,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JITENDRA SHAW VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/04/2025. THAT JITENDRA KUMAR SHAW AND JITENDRA SHAW BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Mohammed Zinnat Ali Shaikh (Old Name) S/O– Riyachhtulla Shaikh resident of Vill-Bara Naldaha Po- Chhotonalda Ps- Tehatta Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-741156 do hereby decrale that I have changed my name from Mohammed Zinnat Ali Shaikh to Zinnat Ali Shaikh and hencefort I shall be known as Zinnat Ali Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/04/2025.My name Zinnat Ali Shaikh & Mohammed Zinnat Ali Shaikh both are same and one identical person..

Name Change

I,MD SAGIR ALAM (OLD NAME) S/O LATE MOHAMMED SULTAN AHMED,RESIDING AT 81,WEST CHOWBAGHA,UTTAR PANCHANNA GRAM,PS -ANANDAPUR, KOLKATA-700105, WEST BENGAL,INDIA. HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SAGIR(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/04/2025 MD SAGIR ALAM(OLD NAME) AND MD SAGIR (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে, চালু করা হচ্ছে ইন্টারনেট! রাজ্য পুলিশে আস্থা নেই সামশেরগঞ্জে

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৫ এপ্রিল ঃ উপদ্রুত মুর্শিদাবাদে পুলিশের তরফে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার সম্পূর্ণ চেষ্টা হচ্ছে। আগের থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেও এসেছে বলে দাবি পুলিশ কর্তাদের। এলাকায় চলছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, বিএসএফ ও র‍্যাফের টহল। ইতিমধ্যে ১৯ জন ঘরছাড়া মালদার পাড় লালপুর থেকে তাদের বাড়িতে ফিরে গেছেন। বাকি যারা এখনও ঘরছাড়া তাঁদেরও বাড়ি ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু হয়েছে। জেলায় হিংসা রুখতে ইন্টারনেট বন্ধ করা হয়েছিল, তাও আবার চালু করা হচ্ছে। তবে সাধারণ মানুষকে সচেতন থাকার বার্তা দিয়েছেন পুলিশ কর্তারা। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার থেকে ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে লাগামছাড়া সংঘর্ষ হয় মুর্শিদাবাদে। সামশেরগঞ্জের জাফরাবাদে নিহত হন বাবা ও ছেলে, সুতির কাশিমনগরের এক যুবকেরও মৃত্যু হয়। জখম হন মোট তিনজন। ধুলিয়ানের বহু মানুষ আতঙ্কে ঘরছাড়া হন। তাদের অনেকে পড়শি জেলা মালদায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। সোমবার নিহতদের বাড়ি যান সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, মীনাক্ষী মুখার্জি সহ বাম নেতারা। মঙ্গলবার দুপুরে সামশেরগঞ্জে যাওয়ার কথা কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর। এদিকে অশান্তির ঘটনায় গ্রেফতারির সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়েছে। সামশেরগঞ্জে রয়েছেন রাজ্য পুলিশকর্তা সুপ্রতিম সরকার, বিনীত গোয়েল। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার অন্যান্য ২৩ জন উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তাও রয়েছেন সামশেরগঞ্জ, সুতি, জঙ্গীপুরে। একই সাথে মোতায়েন করা হয়েছে ১৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী।

অন্যদিকে, উপদ্রুত মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের অলিতে গলিতে বাঘা বাঘা পুলিশ কর্তাদের টহলেও আস্থা ফিরছে না আক্রান্তদের। ধুলিয়ান ও সামশেরগঞ্জের বাজারে বাজারে পুলিশের মাইকিং, শান্তি ফেরাতে পথে রাজ্য পুলিশের ডিজি ও এডিজির আর্জি দোকান পাট খুলে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার, কিন্তু তাতেও মানুষের সাড়া নেই, আস্থা ফিরে পাচ্ছেন না কেউ। রাজ্য পুলিশের ডিজি, এডিজি ছাড়াও পুলিশকর্তা মনীশ যোশি, ভিন জেলার একাধিক উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তা এসেছেন কলকাতা সহ ভিন জেলা থেকে। তবুও ভরসা পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ। কার্যত পুলিশের এই আর্জিকে আমলই দিচ্ছেনা আক্রান্ত এলাকার মানুষেরা। কারওর দাবি, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হোক, কারওর আবার দাবি, উপদ্রুত এলাকাগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর স্থায়ী ক্যাম্প করা হোক।

সম্প্রীতির বার্তা! নববর্ষে রাখিবন্ধন উৎসব মালবাজারে

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ১৫ এপ্রিল ঃ নববর্ষের সকালে এক সুন্দর শোভাযাত্রার আয়োজন করল মাল ব্লকের ওদলাবাড়ি সৃষ্টি সাংস্কৃতিক সংস্থা।

নতুন বছরকে বরণ করতে শোভাযাত্রা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে অনুষ্ঠিত হল রাখি বন্ধন উৎসব। বাংলার নতুন বছরকে ঘিরে ওদলাবাড়ি সৃষ্টি সাংস্কৃতিক সংস্থার এমন আয়োজন নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। শোভাযাত্রা, রাখিবন্ধন উৎসব, পথ আলপনা-এসব শুধু সংস্কৃতির প্রকাশই নয়, বরং একতা, সম্প্রীতি আর মানবিকতারও বার্তা বহন করে। পুলিস ও সাধারণ মানুষ একসঙ্গে রাখি পরানো, মিষ্টিমুখ করিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল এই সংস্থা। ছোট থেকে বড় সকল সংস্কৃতি প্রেমী মানুষ এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। শোভাযাত্রার শেষে ওদলাবাড়ি ট্রাফিক মোড়ে রাখিবন্ধন উৎসব পালন করেন নতুন বছরের প্রথম দিনে। দায়িত্বে থাকা পুলিশ এবং পথ চলতি সব ধর্মের, সব বর্ণের মানুষের হাতে রাখি পরিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরেন সংস্থার সদস্যরা। সংস্থার পক্ষের পাশাপাশি ট্রাফিক ওসির পক্ষ থেকেও সকল মানুষকে নতুন বছরে মিষ্টি মুখ করানো হয়। পাশাপাশি ওদলাবাড়ি ট্রাফিক মোড়ে পথ আলপনাও আঁকা হয়। সেই আল্পনা অনেক রাত পর্যন্ত আঁকা হয়। এদিন মঙ্গলবার সংস্থার পক্ষ থেকে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে সন্ধ্যাকালীন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

বাবা-ছেলেকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগে দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৫ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদে বাবা-ছেলেকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগে দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শনিবার সাতসকালে বাড়িতে ঢুকে পরিবারের সামনেই বাবা-ছেলেকে টেনে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে, থেঁতলে খুন করে দুষ্কৃতীরা। ঘটনার ৩ দিন পর পুলিশের জালে ধরা পড়ল অভিযুক্তরা। পুলিশ সূত্রের খবর, খুন করে সুতি থেকে বাংলাদেশে পালানোর পরিকল্পনা করে ফেলেছিল একজন। আরেকজন ঘাঁটি গেড়েছিল বীরভূমে। এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার জানিয়েছেন, এই ঘটনার তদন্তে একটি সিট গঠন করা হয়েছিল। তদন্তকারীরা এলাকার প্রতিটি সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেন। সেই সূত্র ধরেই ফোর্স পৌঁছে যায় বীরভূমে। সেখান থেকে গ্রেফতার করা হয় একজনকে। তারপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই আরেকজনের খোঁজ পাওয়া যায়। প্রথমে ধৃত কালু জানায়, ভাই দিলাবর নাদাব সুতিতে। সীমান্তের অদূরেই গা-ঢাকা দিয়েছিল অভিযুক্ত। পরিকল্পনা ছিল বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার। তার আগেই গ্রেফতার করা হয় তাকে। সেদিন দাস পরিবারে তাণ্ডব চালানো বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। তবে এরাই মূল অভিযুক্ত , দাবি পুলিশের। ধুলিয়ানের জাফরাবাদে শনিবার নৃশংস ঘটনার সাক্ষী হয় দাস পরিবার। বাড়ি থেকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে থেঁতলে খুন করা হয়েছে বাবা-ছেলেকে। নিহতদের নাম হরগোবিন্দ দাস (৭০) এবং তাঁর ছেলে চন্দন দাস (৪০)। সেই ঘটনার পরই তৎপর হয় পুলিশ। কিন্তু মূল অভিযুক্তরা ধরা পড়ছিল না। পুলিশের তরফে বারবার আশ্বাস দেওয়া হয়, দুর্বৃত্তদের খুঁজে বের করা হবেই। গতকালই সাংবাদিক বৈঠক করে এডিজি আইনশৃঙ্খলা জাভেদ শামিম বলেন, 'দরকারে পাতাল থেকে তুলে আনা হবে দুষ্কৃতীদের'। তারপরই মঙ্গলবার এই গ্রেফতারি। প্রসঙ্গত, ওয়াকফ সংশোধিত আইনের বিরোধিতায় প্রতিবাদের নামে জ্বলছে হিংসার আগুন। আর তাতেই জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছে কিছু নিরীহ মানুষের জীবন।

২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযানে থাকবেন অভয়ার বাবা ও মা

দুরন্ত বার্তা, ১৫ এপ্রিল ঃ ১ বৈশাখের মধ্যে বঞ্চিতদের প্রতিনিধিদের নিয়ে নবান্নের সভাঘরে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বসে সমস্যার সমাধানের জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছিলো কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সদর্থক বার্তা পাওয়া যায়নি তাই বাধ্য হয়েই তাঁরা নবান্ন অভিযান করছেন। সম্প্রতি বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী ও চাকরিহারা ঐক্য মঞ্চের পক্ষ ৩ জন দুপুর ১ টা ৩০ মিনিটে প্রতিনিধি সোমবার সোদপুরে অভয়ার বাড়িতে যান। অভয়ার বাবা-মার সঙ্গে দেখা করেন। আগামী ২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযানে পাশে থাকার জন্য অভয়ার বাবা-মাকে অনুরোধ করা হয়েছে। কলেজ স্কোয়ারে মিছিল শুরুর বদলে ধর্মতলা রানি রাসমণি রোড থেকে একটি মিছিল শুরু হয়ে নবান্নের দিকে যাবে, অন্যদিকে সাঁতরাগাছি থেকে একটি মিছিল নবান্নের অভিমুখে যাবে। অভয়ার বাবা-মার সঙ্গে সাক্ষাতের পর বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী ও চাকরিহারা ঐক্যমঞ্চের আহ্বায়ক শুভদীপ ভৌমিক বলেন, আগামী ২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছি আমরা। সেই অভিযানে অংশ নিতে অভয়াদির বাবা-মাকে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলাম। বাংলাতে দুর্নীতির কারণে মেধাকে হত্যা করা হচ্ছে। শুধু অভয়াকে নয়, বাংলার প্রতিটি কোণায় মেধাকে হত্যা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের দুর্নীতির কারণে সবাইকে পথে বসতে হয়েছে। সবাই একজোট হয়ে লড়ার আহ্বান জানিয়েই অভয়ার বাবা-মার কাছে এসেছি। তাঁরা আমাদের মিছিলে থাকবেন বলে জানিয়েছেন। অভয়ার মা বলেন, আমার মেয়ে দুর্নীতির শিকার। মেধা থাকা সত্ত্বেও যাঁরা রাস্তায় রয়েছেন, তাঁরাও দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। আমার মেয়ে আর ফিরে আসবে না। কিন্তু, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা সবসময় রাস্তায় থাকব, ২১ তারিখে সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে আহ্বান জানাই, ন্যায় বিচারের দাবিতে এই লড়াই চলবে। এছাড়াও ধর্মতলার শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা মূর্তির পাদদেশে ঐক্য মঞ্চের প্রতিনিধিরা সাংবাদিক বৈঠক করে ২১ তারিখের নবান্ন অভিযানে নাগরিক সমাজকে পাশে থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে এবং জেলা থেকে আগত বঞ্চিতদের রাস্তায় জল ও খাওয়ার দিয়ে সহযোগীতা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, জেলায় জেলায় প্রচার চালানোর কথাও বলা হয়েছে।

বাঁকুড়ায় চড়ক ভেঙে আহত দুই

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৫ এপ্রিল ঃ বাঁকুড়ায় দুর্ঘটনা ঘটলো চড়ক উৎসবে। বাঁকুড়ার ওন্দার খামারবেড়িয়া গ্রামে গাজন মেলায় চড়ক ভেঙে ঘটে বিপত্তি। তাতে আহত হন বেশ কয়েক জন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিবছরই খামারবেড়িয়া গ্রামে চড়ক পরবের শেষে চল ছিল চড়ক ঘোরা। সোমবার চড়ক ঘোরার আয়োজন ছিল গাজনমেলায় । গাজন মেলার সব থেকে আর্কষণীয় বিষয় এই চাক ঘোরা। এই অনুষ্ঠান দেখতে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি থেকে প্রতিবছরের মত ভি। জমিয়েছিল বহু মানুষ। তাদের চোখের সামনেই ঘটে যায় এই বিপত্তি। এই চড়ক ঘোরানোর সময় ভক্তদের পিঠ ফুঁড়ে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় চড়কে। তারপর শুরু হয় ভক্তদের ঘোরানো। কিন্তু সোমবার এক-দু'পাক ঘোরার পরেই হঠা ভেঙে পড়ে চড়কটি। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান যে, চড়কের ওপরের থাকা লোহার চরকি ও তার সঙ্গে বাঁধা বাঁশ-সহ ভক্তরা ওপর থেকে আছাড়ে মাটিতে পড়ে যান। এই ঘটনায় গুরুতর আহত হন দু'জন। স্থানীয়রাই আহতদের নিয়ে যান ওন্দা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। আহতদের অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় স্থানান্তর করা হয় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন দুই আহত ভক্ত।

খেলার মাঠ থেকে উদ্ধার যুবকের দেহ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়ি মহকুমার বাগডোগরার ভুট্টাবাড়ি এলাকায় খেলার মাঠে এক যুবককের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য, ঘটনাস্থলে বাগডোগরা থানার পুলিশ। মৃত যুবকের নাম বিক্রম রাই (৩৫)। জানা গেছে, প্রতিনিয়ত ভুট্টাবাড়ি খেলার মাঠে আড্ডা মারত যুবক। গতকাল বিকেলে তাকে মাঠে দেখে স্থানীয়রা। তবে মঙ্গলবার সকালে সেই মাঠেরই এক কোণে তার রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর চাউর হতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাগডোগরা থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ। শোকের ছায়া এলাকায়। ঘটনায় রহস্যদানা বেঁধেছে। জিজ্ঞাসাবাদও চালাচ্ছে পুলিশ।

সিইআইআর পোর্টাল ব্যবহার করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বৃহৎ সাফল্য

মালিগাঁও, ১৫ এপ্রিল ঃ উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সেন্ট্রাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার

(সিইআইআর) পোর্টালের সাহায্যে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোনের সন্ধান এবং পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে। ২০ এপ্রিল ২০২৪ থেকে ৭ এপ্রিল, ২০২৫-তারিখের মধ্যে, সক্রিয় প্রচেষ্টায় যাত্রীদের সুরক্ষা বৃদ্ধি এবং মূল্যবান সম্পদ পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ফলাফল পাওয়া গেছে। এই সময়ের মধ্যে, সফলভাবে ৫২৮ টি মোবাইল ফোনের সন্ধান লাভ করা হয়েছে। এই পদক্ষেপটি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং দ্রুত জনসেবা প্রদানে প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ভূমিকাকে তুলে ধরে। এই সময়ের মধ্যে ৫২৮টি মোবাইল ফোন সফলভাবে সন্ধান লাভ করা হয়েছে। এইগুলির মধ্যে ১০৯ টি ডিভাইস রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে উদ্ধার করা হয়েছে। মোবাইল ফোন উদ্ধারের পাশাপাশি চুরি করা বা অবৈধভাবে রাখার জন্য ২১ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই গ্রেপ্তারগুলি মোবাইল-সম্পর্কিত অপরাধ রোধে এবং বেআইনি পুনঃবিক্রয় নেটওয়ার্কগুলিকে ব্যাহত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোনগুলি তাদের সঠিক মালিকদের কাছে ফেরত দেওয়া হয়, যা এই পদ্ধিতর কার্যকারিতা এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জনসেবার জন্য থাকা প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। উত্তর - পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রীদেরকে রেল মদদের মাধ্যমে যেকোনো হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া মোবাইল ফোনের রিপোর্ট করতে উৎসাহিত করে। আরপিএফ যাত্রীদের স্বার্থ রক্ষা এবং সুরক্ষিত ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার জন্য উৎসগত থাকে। নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা এবং জনসাধারণের সহযোগিতার মাধ্যমে, রেলওয়ে তার নেটওয়ার্কে সুরক্ষা এবং বিশ্বাসকে আরও উন্নত করার লক্ষ্য স্থির করেছে।

বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনেই ভক্ত সমাগম কান্দি দোহালিয়া কালীবাড়িতে

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৫ এপ্রিল ঃ বাংলা নববর্ষকে বরণ করে নিল বাঙালী। নতুন বছর যেন ভাল কাটে এই কামনায় মঙ্গলবার সকাল থেকেই মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন মন্দিরে উপচে পড়া ভিড় ছিল ভক্তদের। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি দোহালিয়ার প্রাচীন কালী মন্দিরে ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত। কথিত আছে, আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে, ঐতিহাসিকদের মতে বাংলার তৎকালীন শাসক সেন বংশীয় রাজা বল্লাল সেনের আমলে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি ব্লকের দোহালিয়ায় এই কালী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। মা এখানে ব্যাঘ্র রূপিণী। আগে জঙ্গলাকীর্ণ এলাকার মধ্যে এই মন্দির থাকলেও এখন কাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে মন্দির ও তৎসংলগ্ন এলাকায়। মন্দিরের সেবায়েতরা জানালেন, হাজার বছর আগে বল্লাল সেনের আমলে উত্তর পূর্ব ভারত থেকে আগত এক সন্ন্যাসী নদী পথে যাওয়ার সময় এখানে বসে তপস্যা করেছিলেন। তপস্যা চলাকালীন বিভিন্ন রূপে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করতে উদ্যত হন আসুরিক শক্তিগণ। এতে ক্রোধান্বিত হয়ে মা দক্ষিণা কালী ব্যাঘ্ররূপে দেখা দেন। তখন থেকেই এখানে ব্যাঘ্র রূপে মা দক্ষিণাকালীর পুজো হয়ে আসছে। প্রতিবছরই এই মন্দিরে ধুমধামের সঙ্গে মা দক্ষিণা কালীর পুজো হয়ে. থাকে। পাশাপাশি সারবছরই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পুজো হয়। সারা বছর যাতে ভাল কাটে তার জন্য বছরের প্রথম দিনে সকাল থেকেই পুজো দিতে ভিড় করেছিলেন ভক্তরা। আবার এই মন্দির নিয়ে অন্য গল্পও প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন এক সিদ্ধ পুরুষ তপস্যায় বসে মাকে দেখতে পান। তখন মা তাঁকে মনোবাসনা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি অন্ধ। অন্ধত্ব দূর করতে কোন কিছুর ব্যবস্থা করুন। সেই বিশ্বাস থেকে মানুষ এখানে আসেন এবং এই পুকুরে স্নান করে গাছের শিকড় নেন অন্ধত্ব দূর করার বাসনায়। মন্দিরে পাশের পুকুরের জল কখনও পরিবর্তন করা হয়না। কারো মতে একবার জল পরিবর্তন কালে পুকুরের মাটি ফেটে গিয়েছিল সেই থেকে এই পুকুরে জল এক ভাবে রাখা আছে। নিয়ম নিষ্ঠা ও আচার মেনেই ঐতিহ্যবাহী মন্দিরের পুজো হয় আজও।

বর্ষার সময় এলেই এই নদীর ভাঙন আগ্রাসী রূপ নেয়, চিন্তায় স্থানীয়রা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৫ এপ্রিল ঃ কোচবিহারের বানেশ্বর সিদ্ধেশ্বরী ও খাপাইডাঙা এলাকার মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে বঙতি নদী। বিগত পাঁচ বছর ধরে বর্ষার সময় এলেই এই নদীর ভাঙন আগ্রাসী রূপ নেয়। গত দুই বছর ধরে নদীর ভাঙন বেড়ে উঠেছে অনেকটাই। বছরের অন্যান্য সময় নদীটি দেখলে কিছুই মনে হবে না। তখন নদী হেঁটে পেরিয়ে যেতে পারবেন যেকোন মানুষ। তবে বর্ষার সময় নদীর আগ্রাসী রূপ ভয় দেখায় সকলকে। বহু কৃষি জমি ইতিমধ্যেই নদী নিয়ে নিয়েছে। বর্তমানে আসন্ন বর্ষার নদীর ভাঙন নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন স্থানীয়রা। স্থানীয় এক বাসিন্দারা জানান, বঙতি নদী একসময় তাঁর বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে ছিল। তবে ভাঙনের কারণে নদী বর্তমানে তাঁর বাড়ি থেকে হাত খানেক দূরত্বের মধ্যে চলে এসেছে। নদীর ভাঙন এতটাই হয়েছে গত দুই বছরে। তাঁদের বহু চাষের জমি আগেই নদীর মধ্যে চলে গেছে। এবার বসত বাড়ি চলে যাওয়ার পালা। তবে দীর্ঘ সময় হয়ে গেলেও এই নদীর ভাঙন রোধে নেওয়া হয়নি কোন ব্যবস্থা। বছরের অন্যান্য সময় এই নদীতে জল থাকে না বললেই চলে। তবে বর্ষার মরশুম এলেই নদী একেবারে আগ্রাসী রূপ নিয়ে নেয়। এলাকার এক ব্যক্তি জানান, এলাকার বাচ্চারা স্কুলে যেতে এবং মানুষ চলাচল করতে যে রাস্তা ব্যবহার করে। সেই রাস্তার একাংশও নদী গর্ভে তলিয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। আগামী দিনে হয়ত এই এলাকায় আর রাস্তা বলে কিছুই থাকবে না। সমস্যা আরও বেড়ে উঠবে। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, সরকারিভাবে এখনও নদীর ভাঙন রোধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। খাপাইডাঙ্গা অঞ্চল প্রধান হলধর সরকার এবং বানেশ্বর অঞ্চল প্রধান শ্যামল ঘোষ এই বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে চাননি। তবে বর্তমান সময়ে স্থানীয় মানুষের একাংশ চরম বিপাকে পড়েছেন। সরকারি ভাবে দ্রুত যদি এই নদীর পাড় বাঁধ সংস্কারের কাজ না করা হয়। তবে অদূর ভবিষ্যতে আরও সমস্যা বাড়বে। তখন এলাকার মানুষের অনেকটাই বেশি অস্বস্তিতে পড়তে হবে। তাই এলাকার মানুষেরা দ্রুত জরুরি পদক্ষেপ দাবি জানাচ্ছেন এই নদীর ভাঙনকে কেন্দ্র করে।

নববর্ষে সেজে উঠেছে অভিনব সুগারফ্রি মিষ্টিতে

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৫ এপ্রিল ঃ 'সুগার মিষ্টি' বাঙালির এক অন্যতম প্রিয় খাদ্য। আর কোনো উৎসব হলে তো কথাই নেই। মিষ্টির দোকানে ভিড় উপচে পরে। কিন্তু এখন ডায়াবেটিস মহামারীর আকার নিয়েছে। ফলে স্বাস্থ্য সচেতন বাঙালি কিছুটা হলেও মুখ ফিরিয়েছে ট্র্যাডিশনাল মিষ্টি থেকে। সেই কথা চিন্তা করে নিজেদের উৎপাদনের পরিবর্তন এনেছেন মিষ্টি বিক্রেতারা। নতুন বছরকে বরণ করে নিতে মিষ্টি দোকানে দোকানে নতুন মিষ্টি তৈরির ধুম। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্থান পেয়েছে নানান ধরণের সুগার ফ্রি মিষ্টি। উৎসব অনুষ্ঠানে মিষ্টিমুখ ছাড়া বাঙালির চলে না। কিন্তু বর্তমানে স্বাস্থ্য সচেতনতায় অনেকেই মিষ্টি খাওয়া তো দূরের কথা মিষ্টির নাম শুনলে শত হাত দূরে চলে যায়।

আধুনিক এই হেলথ কনশাসের যুগে মিষ্টি ক্রমশ ব্যাকডেটেড হয়ে উঠেছে। তবে এই হেলথ কনসাশের যুগে মিষ্টি আর ব্যাকডেটেড নয়। বরং মিষ্টি বিক্রেতা বা মিষ্টির প্রস্তুতকারকেরাও নিজেদের আপডেট করেছে। তাই বাজারে বিভিন্ন মিষ্টি দোকানে সুগার ফ্রি মিষ্টির রমরমা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থেকে মেচেদা, হলদিয়া থেকে কাঁথি সর্বত্রই নামিদামি মিষ্টি দোকানে নববর্ষের মিষ্টি মুখে স্বাস্থ্য সচেতনতার ছবি ফুটে উঠল। দোকানে দোকানে সুগার ফ্রি মিষ্টির তৈরির ধুম। এই বিষয়ে তমলুকের এক নামি মিষ্টি দোকানের মালিক জানান, 'বিভিন্ন ধরণের ১০০ শতাংশ সুগার ফ্রি মিষ্টি রয়েছে। সরভাজা থেকে মালাই চমচম, কাঁচা আমের রসগোল্লা থেকে সরপুরিয়া সহ নানান ধরনের মিষ্টি ১০০ শতাংশ সুগার ফ্রি। আর এইসব মিষ্টি বিক্রি হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে।'

ফুটবল মরসুম শুরু শিলিগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ প্রথা মেনে শিলিগুড়ি পুরনিগমের পক্ষ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে বার পুজো করা হলো। মঙ্গলবার সকালে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের উপস্থিতিতে এই পুজো সম্পন্ন করা হয়। জানা গেছে রীতি অনুযায়ী প্রতি বছর বাংলা নববর্ষ দিন এই বার পুজো করা হয়। সেই রীতিনীতি মেনেই এ বছরও বার পুজো আয়োজন করা হয়। মেয়র গৌতম দেব জানান, এই বার পুজোর মধ্যে দিয়ে সংকল্প নেওয়া হয়েছে ছোট ছোট শিশু কিশোরেরা আরও বেশি করে খেলার প্রতি আকর্ষণ বাড়ুক এবং এখানকার খেলোয়ারেরা জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে খেলার সুযোগ পাক। ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি পুর নিগমের কোচিং ক্যাম্পে থেকে একজন খেলোয়াড় কে স্পট করেছে রিলায়েন্স খুব দ্রুততাকে মুম্বাইয়ের তাদের কোচিং ক্যাম্পে নিয়ে যাবে। আরো এইধরনের ক্লিয়ার যদি আমরা তুলে আনতে পারি তাহলে আমাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে জানান মেয়র গৌতম দেব।

৩ জুলাই থেকে শুরু অমরনাথ যাত্রা, সূচনা রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়ার

জম্মু, ১৫ এপ্রিল ঃ দীর্ঘ ৫২ দিনব্যাপী আসন্ন বার্ষিক অমরনাথ যাত্রার জন্য রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে। এই বছর ৩ জুলাই থেকে শুরু হবে অমরনাথ যাত্রা, শেষ হবে ৯ আগস্ট। তীর্থযাত্রীরা শ্রী অমরনাথজি শ্রাইন বোর্ডের ওয়েবসাইট jksasb.nic.in এর মাধ্যমে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। দেশজুড়ে ৫৪০ টিরও বেশি অনুমোদিত ব্যাঙ্ক শাখা এবং পঞ্চায়েত ভবন, বৈষ্ণবী ধাম এবং মহাজন হলের মতো নির্দিষ্ট কেন্দ্রগুলিতেও রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। সমস্ত তীর্থযাত্রীর জন্য রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক এবং উচ্চতায় ট্রেকের জন্য ফিটনেস নিশ্চিত করার জন্য অনুমোদিত চিকিসা সংস্থা কর্তৃক জারি করা বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য শংসাপত্র প্রয়োজন। অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা পরিচালনা করার জন্য, প্রতিদিন মাত্র ১৫ হাজার যাত্রীকে অনুমতি দেওয়া হবে। প্রতিটি তীর্থযাত্রীর জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি ২২০ টাকা। সমস্ত তীর্থযাত্রীর জন্য একটি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন ইয়ার্থ কার্ড বাধ্যতামূলক। এই বছরের ৩ জুলাই অনন্তনাগ জেলার পহেলগাম ট্র্যাক এবং গান্দেরবাল জেলার বালতাল রুট থেকে যাত্রা শুরু হবে। যাত্রা ৯ আগস্ট রক্ষা বন্ধন উপলক্ষ্যে শেষ হবে।

দেশে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টি হবে ঃআইএমডি

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল ঃ এই বছর দেশে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টি হবে, এমনটাই পূর্বাভাস ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের । আইএমডি জানিয়েছে, এই বছর জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার দিল্লিতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আইএমডি-র মহাপরিচালক ডঃ মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র বলেছেন। উত্তর-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ উপদ্বীপ ভারতের কিছু অঞ্চল বাদে দেশের বেশিরভাগ অংশে স্বাভাবিকের চেয়ে এই বছর বেশি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

মাত্র ২০০ টাকার জন্য প্রতিবেশীর হাতে খুন ব্যক্তি, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ মাত্র ২০০ টাকা নিয়ে বচসা! তার জেরে প্রতিবেশীকে খুনের অভিযোগ উঠল যুবকের বিরুদ্ধে। নৃশংস ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির পোড়াঝাড় এলাকায়। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম সজল কর্মকার। তাঁর বয়স ৪৮ বছর। শিলিগুড়ির পোড়াঝাড় এলাকার বাসিন্দা সজল পেশায় শ্রমিক ছিলেন। তিনি অভিযুক্ত মন্টু বর্মনের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন বলে খবর। সবটাকাই ফিরিয়েছিলেন, তবে ২০০ টাকা দেওয়া বাকি ছিল। ওই ২০০ টাকা নিয়েই সোমবার রাতে সজল ও মন্টুর বিবাদ বাঁধে বলে খবর। একপর্যায়ে তা চরম আকার নেয়। দু'জন হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। অভিযোগ, সেই সময়ই সজলের উপর ছুরি নিয়ে হামলা চালায় অভিযুক্ত মন্টু। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন সজল। স্থানীয়রা বিষয়টি জানামাত্রই আক্রান্তকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এরপরই নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মৃতের মেয়ে শুক্লা সাহা। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই ঘটনার তদন্তে নামে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্তকে।

ভারতরত্ন ডঃ বি.আর. আম্বেদকরের ১৩৪তম জন্মবার্ষিকী মঙ্গলবার অর্থাৎ ১৫ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে মেট্রো রেল ভবনে জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হয়েছে। কলকাতার মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং মহান পণ্ডিত ও ভারতের সংবিধানের প্রধান স্থপতি ডঃ আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে মালা অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মীরাও দেশের এই মহান পুত্রের প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং সকলের জন্য সমান অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। অল ইন্ডিয়া তফসিলি জাতি। তফসিলি উপজাতি রেলওয়ে কর্মচারী সমিতির প্রতিনিধিরা, স্বীকৃত ইউনিয়ন এবং মেট্রো কর্মীরাও দেশের এই মহান পুত্রের প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। বাবাসাহেবের জন্মবার্ষিকী ১৪ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে ছুটির দিন হওয়ায় পালিত হয়নি।

বর্গভীমা মন্দিরে পুজো দিয়ে রাজ্যের হাল ফেরানোর প্রার্থনা শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৫ এপ্রিল ঃ মঙ্গলবার তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরে পুজো দেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তারপর মঙ্গল শোভাযাত্রায় হাঁটেন। বলেন, 'শুধু নিজের হাল ফেরানোর কথা বলব না, রাজ্যের হাল ফেরাতে আহ্বান করব'-- নববর্ষ থুড়ি হালখাতার দিনে বার্তা শুভেন্দু অধিকারীর। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় মুর্শিদাবাদ থেকে শুরু করে ভাঙড়, রাজ্যের ইতিউতি যে অশান্তির খবর সামনে এসেছে, তা নিয়ে রাজ্য-রাজনীতি তোলপাড়। এই আবহে নববর্ষের দিন রাজ্যের হাল ফেরানোর আর্জি জানালেন বিরোধী দলনেতা। জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তিনি এদিন বলেন, নিজের হাল ফেরানোর কথা তো বটেই বেহাল রাজ্যের হাল ফেরানোর কথা বলব। সবাইকে বলব, হালখাতা করুন, সঙ্গে রাজ্যের হাল ফেরানোর খাতাতেও মায়ের কাছে, দেবীর কাছে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন।

বহরমপুরে মহাসমারোহে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ১৫ এপ্রিল ঃ নগর নাট্য, শত কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত, পথনৃত্য। বর্ষবরণকে রঙীন করে তুলতে মঙ্গলবার বহরমপুরে আয়োজিত হলো 'মঙ্গল শোভাযাত্রা '। হিংসা ও বিদ্বেষ ক্লান্ত মুর্শিদাবাদের সকলের মঙ্গল কামনার মধ্যে দিয়ে হাজার হাজার মানুষের এই শোভাযাত্রা নজর কাড়ে জেলাবাসীর। পুতুল নাচ, ঘোড়া নাচ, ঢাকের বাদ্যি, হাত পাখার মতো বাঙালি প্রতীকে সাজানো এই শোভাযাত্রা দিয়েছে সম্প্রীতির বার্তা। এদিন সকালে বহরমপুরের ভৈরবতলা মাঠ থেকে হাজার হাজার জনতা জমায়েত করে এই শোভাযাত্রা শুরু করেন। গোটা শহর পরিক্রমা করে তা পৌঁছায় গোরাবাজার শক্তিমন্দির মাঠে। সেখানে নানান সাংস্কৃতিক উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় বর্ষবরণের মূল অনুষ্ঠান। উল্লেখ্য ২০১৭ সালে এই মঙ্গল শোভাযাত্রার সূচনা হলেও দুবছর করোনার জন্যে বন্ধ ছিলো এই শোভাযাত্রা। এবছর আবার বিপুল উদ্দীপনায় মানুষ সামিল হন শোভাযাত্রায়।

আদ্রা ডিভিসনে চুক্তিভিত্তিক চিকিৎসক নিয়োগ

এমপ্লয়মেন্ট নোটিস নং.-০১/২৫ (মেড.)/সিএমপি-২০২৫

ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ

ভারত সরকারের রেলওয়ে মন্ত্রকের অধীনস্থ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিসন ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল/আদ্রা এবং আদ্রা (উত্তর), বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ভাগা, ভোজুডি, মাহুদা, বার্নপুর, আনারা, চাণ্ডিল, গড়বেতা এবং বোকারো স্টিল সিটিতে হেল্‌থ ইউনিটগুলিতে ০৩ (তিন) জন **(অসংরক্ষিত-০৩, তপশিলি জাতি-০০, তপশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি-০০)** চিকিৎসককে সম্পূর্ণ সময়ের চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য একটি **"ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ"**-এর ব্যবস্থা করেছেন যেখানে ১) মেডিসিন, অর্থোপেডিক, অ্যানেস্থেশিয়া, প্যাথোলজি এবং ইএনটি বিভাগের স্পেশালিস্টরূপে অগ্রাধিকারভুক্ত স্পেশালিস্ট চিকিৎসকদের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রের জন্য প্রতি মাসে ১,২৩,৫০০ টাকা (প্রথম বছরের জন্য) এবং প্রতি মাসে ১,৩০,০০০ টাকা (২য় বছর থেকে) ২) **জেনারেল ডিউটি মেডিকেল অফিসার**-এর জন্য ৯৫,০০০ টাকা এবং ৩) **অবসরপ্রাপ্ত সরকারি ডাক্তার (রেলওয়ে/কেন্দ্রীয়/রাজ্য)** প্রতি মাসে ৯৫,০০০ টাকা এই শর্তে যে অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসকের অবসরকালীন সময়ে শেষ প্রাপ্ত বেতনের চেয়ে চুক্তিভিত্তিক পারিশ্রমিক + পেনশন বেশি হবে না, পারিশ্রমিকরূপে প্রদান করা হবে। **সিনিয়র ডিভিসনাল পার্সোনেল অফিসার দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা, ডাকঘর-আদ্রা, জেলা-পুরুলিয়া, পিন-৭২৩১২১ (পশ্চিমবঙ্গ)র চেম্বারে ০৭.০৫.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে "ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ"টি অনুষ্ঠিত হবে।** অনলাইনে ৩০.০৪.২০২৫ **তারিখে সন্ধ্যা ৬টায়** সিএমপি নির্বাচনের আবেদনপত্র গ্রহণ বন্ধ করা হবে। বিশদের জন্য ইচ্ছুক প্রার্থীরা **www.serindianrailways.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন **(Division > Adra > Department > Personnel > Notification** -এ গিয়ে)। এছাড়াও কেবলমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটেই যদি কোনো সংশোধন বা সংযোজন বা বাতিলকরণ থাকে, তবে তা প্রকাশিত হবে। আগ্রহী অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্র/রাজ্য সরকারি চিকিৎসক অথবা "খোলা বাজার"-এর প্রার্থীরা **srdpoadra@gmail.com** এই ই-মেল ঠিকানায় ই-মেল-এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নথি/শংসাপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বয়ানে যথাযথভাবে পূরণ করা/স্বাক্ষর করা জীবনপঞ্জী সহ আবেদনপত্রের স্ক্যান করা স্বাক্ষরিত কপি সহ আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবেন। অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইটটি মাধে-মধ্যে দেখতে বলা হচ্ছে। উপরোক্ত সময় এবং স্থানে **"ওয়াক-ইন- ইন্টারভিউ"**-তে আগ্রহী প্রার্থী উপস্থিত হতে পারবেন।

(PR-45) ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (পি), আদ্রা

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

MIURA

প্রয়োজন
(দক্ষতা এবং উৎকর্ষতার প্রকৃত পরিচয় তার ফলাফল দ্বারা নির্ধারিত হয়)

কজন অভিজ্ঞ ফ্যাব্রিকেশন ঠিকাদার প্রয়োজন যার ওয়েল্ডার, গ্রাইন্ডারম্যান ফিটার আছে এবং প্রতি মাসে 300 টন ভারী ফ্যাব্রিকেশন কাজ করার ক্ষমতা আছে। এই ধরনের ঠিকাদার আর্জেন্ট প্রয়োজন।

ঠিকাদারকে তার শ্রম লাইসেন্স / পিএফ / ইএসআইসি কোড এবং অভিজ্ঞতার শংসাপত্র সহ কর্মী বিভাগে যোগাযোগ করতে হবে।

মিউরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড
য়োগায়োগের বিবরণ- ফোন নম্বর 9926145971
ইমেল্ – hr@miura.in

ছিলেন ব্যাটসম্যান, হলেন বোলার, ছাপোষা ট্রায়াল বদলে দেয় বিপ্রজ নিগমের কেরিয়ার

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

উত্তরপ্রদেশের অনূর্ধ্ব উনিশ টিমের বাছাই চলছে। সার বেঁধে উৎসুক ক্রিকেটারদের ভিড়। মাথায় চড়া রোদ। ঘাম ঝরছে। পাশাপাশি নেটে ব্যাট করছেন অনেকে। সবাই ব্যাটসম্যান। অথচ সেই অনুপাতে বোলারের কমতি ছিল সেদিন। বিষয়টি নির্বাচক উকর্ষ চন্দ্রের কানে যেতেই তিনি সারিবদ্ধ ব্যাটসম্যানদের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে দেন- 'তোমাদের মধ্যে কেউ বল করতে পারে?' জবাব 'না' আসবে ধরে নিয়েই জিজ্ঞেস করেছিলেন উৎকর্ষ। কিন্তু মুখের কথা শেষ হতে না হতেই উত্তর আসে 'হ্যাঁ'। ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসেন এক তরুণ। নাম বিপ্রজ নিগম। ব্যাট ছেড়ে তুলে নেন বল। আর প্রথম ডেলিভারিতেই চমক। ব্যাটসম্যান পরাস্ত। উইকেটরক্ষকও বল ধরতে নাস্তানাবুদ। প্রথম বল। তাই 'ফ্লুক' ভেবে উড়িয়ে দিয়েছিলেন অনেকে। ভেবেছিলেন পিচের দোষ। কিন্তু দ্বিতীয় ডেলিভারিতে সেই ধোঁয়াশাও যায় কেটে। এবার আরও বাঁক। বাকি চারটি বলও একইভাবে স্পিন করে। সেদিনই একজন ব্যাটসম্যানের বোলার হিসেবে নবজন্ম হয়েছিল। বিপ্রজ নিগমের খাতায়-কলমে এখনকার পরিচয় অলরাউন্ডার হিসেবে। কিন্তু বোলার হিসেবেই সমধিক স্বীকৃতি। চলতি আইপিলে নামছেন দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে। তুলেছেন সাতটি উইকেট। আর সাতটিই বড় উইকেট-বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, ক্রুণাল পান্ডিয়া, ডিভন কনওয়ে, এডেন মার্করাম ও শিবম দুবে। জালে বরাবর রাঘব বোয়ালদের বন্দি করেছেন বিপ্রজ। অথচ কেরিয়ারের দীর্ঘ সময় খেলেছেন ব্যাটসম্যান হিসেবে। আকস্মিকতায় বোলার হয়ে ওঠা। আইপিএলের আগে বিপ্রজ নিগম আত্মপ্রকাশের মঞ্চ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন চ্যালেঞ্জার্স ট্রফি। প্রতিনিধিত্ব করেছেন উত্তরপ্রদেশের হয়ে। লেগ ব্রেকার বিপিন নজর কেড়েছেন অনেকের। যার স্বীকৃতি দিল্লির হয়ে চুক্তিতে সই। কিন্তু এই 'অ্যাক্সিডেন্টাল ট্রায়ালে'র আগেও রয়েছে একটি অধ্যায়। যেখানে মুখ্য পার্শ্বচরিত্র বিজয় নিগম। বিপ্রজর বাবা। ছিলেন সামান্য মাইনের কেরানি। পরিশ্রম হাড়ভাঙা। মাইনে

যসামান্য। একদিন পাশে শোয়া ছোট্ট বিপ্রজ তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলে ওঠেন- 'বাবা আমি ক্রিকেটার হতে চাই। দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে চাই।' দিনটা আজও মনে পড়ে বিজয়ের। সেদিন ছেলেকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেও কোনও আশ্বাস দিতে পারেননি। অর্থকষ্ট বড় বালাই। কীভাবে কিনে দেবেন ব্যাট? জোগাবেন ট্রেনিংয়ের খরচ? ঠিক তখনই ভাগ্য মুখ তুলে চায়। সরকারি শিক্ষকের চাকরি পান বিজয়। কিন্তু পোস্টিং দেড়শো কিমি দূরে। সেই সময় গত্যন্তর ছিল না। চাকরি নিতে বাধ্য হন। তখন এগিয়ে আসেন বিপ্রজর ঠাকুরদা এবং মা। দুজনে মিলে বারকয়েক ভেঙে যেতেন ৩২ কিমি দূরের কোচিংয়ে। খররৌদ্র, তীব্র শীত-কোনওকিছুই আটকে রাখতে পারত না। ঠিক সময়মতো টিফিন বক্স হাতে পৌঁছে যেতেন দুজনে। এই কারণেই বিজয়ের অকপট স্বীকারোক্তি, ''আমি তো স্রেফ টাকা রোজগার করে একজন বাবার কর্তব্য পালন করেছি। আসল ত্যাগ তো আমার বাবা ও স্ত্রী স্বীকার করেছেন।'' সারওয়ার নবাবের ক্যাম্পের ছাত্র ছিলেন বিপ্রজ। নবাবের পরিচিতি, খ্যাতি তরুণ ক্রিকেটারদের পরিচর্যায়। তখনও নেহাতই কাঁচামাল বিপ্রজ। প্রভূত সম্ভাবনা। সবই অপ্রকাশিত। তাই নবাবের হাতে ছেলেকে তুলে দেওয়ার পর বিজয় বলেছিলেন, ''স্যার, আমি ক্রিকেটের কিছুই বুঝি না। একে নিজের সম্পত্তি মনে করুন। বিপিন আপনার অর্জুন, আপনি এর দ্রোণাচার্য।'' দ্রোণাচার্যের মান রেখেছেন বিপ্রজ। এখনও অনেকটা পথ চলা বাকি। কিন্তু পাখির চোখটি আপাতত ঠিকমতো বিঁধে ফেলেছেন বিপ্রজ নিগম।

মোহনবাগানে কি সৃঞ্জয় বসুর প্রত্যাবর্তন হতে চলেছে?

বারপুজোর দিনে সবুজ মেরুন নির্বাচনের জল্পনায় আগুন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ মোহনবাগানের প্রশাসনে কি আবার সৃঞ্জয় বসুকে দেখা যাবে? ১ বৈশাখ ময়দানে বারপুজোর দিনেই

এমন গুঞ্জন শোনা গেল। যেন বছরের প্রথম দিনেই নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়ে গেল। গোটা ময়দানে এমন গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। যদিও সৃঞ্জয় বলছেন, ''আমি সারা বছরই সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি, গ্যালারিতে বসে খেলা দেখি। নির্বাচনের জন্যই মাঠে নেমেছি, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই।'' তবে যদি আবার ক্লাবের দায়িত্বে আসেন, তার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করে দিয়েছেন তেমনটাই জানিয়েছেন সৃঞ্জয় বসু। তিনি বলেছেন, ''ফুটবলের দায়িত্ব এখন সুপার জায়ান্টের। ফলে ক্রিকেট, হকি, টেনিসের মতো অন্যান্য খেলার দিকে মন দেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ আছে। প্রাক্তন খেলোয়াড়দের জন্য অনেক কিছু করার পরিকল্পনা রয়েছে। ক্লাবের পরিবেশ উন্নতি করতে চাইব।'' আইএসএল কাপ জয়ের পর সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে সৃঞ্জয় বসুর বাবা তথা প্রাক্তন সচিব স্বপনসাধন 'টুটু' বসুর আবেগঘন বার্তা পাঠানোও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। তবে দেবাশিস দত্তকে কোনও অভিনন্দন জানিয়েছেন এমন তথ্য সামনে আসেনি। যদিও পয়লা বৈশাখে সৃঞ্জয় ভবানীপুর ক্লাবে বারপুজোয় অংশ নেন, অনেকে মনে করছেন, সবকিছু পরিকল্পনামতো এগোলে আগামী বছরে তাঁকে মোহনবাগানেই বারপুজো করতে দেখা যেতে পারে। এর মধ্যেই নানা ইঙ্গিতে সৃঞ্জয়ের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা জোরাল হয়েছে। যেমন কালীঘাট স্কাইওয়াক উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রীর ঠিক পেছনে সৃঞ্জয়ের উপস্থিতি, কিংবা তাঁর সম্পাদিত দৈনিকে তৃণমূলের মুখপত্র পুনর্মুদ্রণ শুরু হওয়া- যা বর্তমান সচিব দেবাশিস দত্তের জন্য খুব একটা সুখকর বার্তা নয়। আইএসএল ফাইনালের ঘটনাপ্রবাহও এই সম্ভাবনাকে জোরদার করেছে। ময়দানে বিস্ময় তৈরি করে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে ফাইনালে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। ম্যাচ শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে কুণাল ঘোষ মিডিয়াতে প্রশ্ন তোলেন, কেন ক্রীড়ামন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানান হয়নি? এমনকি তিনি নিজে ফোন করে দুঃখ প্রকাশও করেন। পরে দেবাশিস দত্তকে পাশে নিয়ে ক্লাব তাঁবুতে ছবি পোস্ট করে কুণাল লেখেন, 'দেবাশিসবাবু এফএসডিএলের উপর চাপ সৃষ্টি করে দেরিতে আমন্ত্রণ জানান। যদিও এই বিলম্ব অনুচিত।' মোহনবাগানের এক সূত্র বলেছে, সচিবের 'ধারণা' যে এফএসডিএল আমন্ত্রণ জানিয়েছে, তা উচ্চমহলে ভালোভাবে নেওয়া হয়নি। সূত্রের দাবি, 'সচিব নিজে কেন ক্রীড়ামন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানাননি? এমন ধারণা কেন করলেন?' এই ঘটনার পর ক্লাবের অনেকেই মনে করছেন, নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হলেও ফলাফল প্রায় স্পষ্ট। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম রায়ের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের নির্বাচনী বোর্ড ভোটের দিন ঠিক করবেন। আপাতত চলছে সদস্যপদ নবায়নের কাজ। তবে ক্লাব ঘনিষ্ঠ অনেকের মতে, শেষ মুহূর্তে নাটকীয় মোড় না এলে, নবান্নের রেফারি ইতিমধ্যেই বাঁশি বাজিয়ে দিয়েছেন। শুধু স্কোর বোর্ডে ফলাফল লেখা বাকি রয়েছে। বারপুজোর দিনে এই জল্পনা যেন আরও তীব্র হয়েছে।

ভারতীয় দলের ফরোয়ার্ড লালরিনজুয়ালাকে দলে টানতে মরিয়া নর্থইস্ট ইউনাইটেড

গুয়াহাটি, ১৫ এপ্রিলঃ শেষ হয়ে গিয়েছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। কিছুদিন পর থেকেই শুরু হবে কলিঙ্গ সুপার কাপ। যেদিকে নজর রয়েছে দেশের সকল ফুটবলপ্রেমীদের। সেইমতো বহু আগে থেকেই এই টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে একাধিক ফুটবল ক্লাব। নিজেদের সেরাটা দিয়ে ট্রফি জয় করে মরসুম শেষ করাই এখন প্রধান লক্ষ্য প্রত্যেকের। তবে এই টুর্নামেন্টে নজর দেওয়ার পাশাপাশি এখন থেকেই নতুন সিজনের জন্য ঘর গোছানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে একাধিক ফুটবল ক্লাব। ময়দানের তিন প্রধানের পাশাপাশি খেলোয়াড় দলে নেওয়ার জন্য কথাবার্তা অনেক আগেই শুরু করে দিয়েছে একাধিক ক্লাব ম্যানেজমেন্ট। আসলে এই মরসুমের ভুল ত্রুটি শুধরে নিয়ে আগামী সিজনে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে সকলের। সেই অনুযায়ী খেলোয়াড় নির্বাচন করতে মরিয়া সকলে। এক্ষেত্রে গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছে লালরিনজুয়ালা লালবিয়াকনিয়ার নাম। উল্লেখ্য, গত মরসুমে তাঁকে নিয়ে সরগরম হয়ে উঠেছিল দল বদলের বাজার। এই ফুটবলারকে পেতে আসরে নেমেছিল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব থেকে শুরু করে মুম্বই সিটি এফসি এবং মোহনবাগান সুপারজায়ান্টস। শেষ পর্যন্ত অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল মেরিনার্সরা। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা দেয় বিপত্তি। ফিটনেস টেস্টে আটকে যেতে হয়েছিল এই ফুটবলারকে। শেষ পর্যন্ত ফিরে গিয়েছিলেন আইজল এফসিতে। যেখানে গতবারের মতো এবারও দারুন ছন্দে ধরা দিয়েছেন এই ভারতীয় ফুটবলার। গত বছর দলে নেওয়া সম্ভব না হলেও এবার তাঁকে টানতে মরিয়া আইএসএলের একাধিক দল। তবে এক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে জন আব্রাহামের নর্থইস্ট ইউনাইটেড। মনে করা হচ্ছে পাহাড়ের এই ফুটবল ক্লাব থেকেই দেশের প্রথম ডিভিশন লিগে নিজের ক্যারিয়ার এগিয়ে নিয়ে যেতে চান লালবিয়াকনিয়া। সেইমতো কথাবার্তা ও নাকি এগিয়ে গিয়েছে অনেকটা দূর। শেষ পর্যন্ত আদৌ তিনি এই ক্লাবে যোগদান করেন কিনা সেটাই দেখার বিষয়। তবে এই ভারতীয় তারকার উপস্থিতি নিঃসন্দেহে অনেকটাই শক্তিশালী করে তুলবে দলের আপফ্রন্টকে।

নাইজেরিয়ান ফুটবলার ড্যানিয়েল চিমা চুকুকে বিদায় জানাতে পারে চেন্নাইয়িন

চেন্নাই, ১৫ এপ্রিলঃ জয় দিয়েই আইএসএল শুরু করেছিল চেন্নাইয়িন এফসি। প্রথম ম্যাচেই তাঁরা পরাজিত করেছিল শক্তিশালী ওড়িশা এফসিকে। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচেই তাঁদের ধাক্কা খেতে হয়েছিল কলকাতা ময়দানের তৃতীয় প্রধান তথা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কাছে। কিন্তু সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে খুব খুব একটা সমস্যা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই তা স্বস্তি দিয়েছিল সকলকে। কিন্তু সেটা বজায় থাকেনি বেশিদিন। টানা ম্যাচ হারায় প্রভাব পড়েছিল দলের পয়েন্ট টেবিলে। যারফলে তলানিতে নেমে এসেছিল আইএসএল জয়ী এই ফুটবল দল। বিশেষ করে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের দ্বিতীয় লেগে জয়ের মুখ দেখা অনেকটাই কঠিন হয়ে উঠেছিল এই আইএসএল জয়ীদের কাছে। বিশেষ করে গত বছরের শেষের দিকে হায়দরাবাদ এফসিকে পরাজিত করার পর একের পর এক ম্যাচে ধাক্কা খেতে হয়েছিল দলকে। সেই হতাশা কাটিয়ে নতুন বছরের জানুয়ারিতে ছন্দে ফেরার লক্ষ্য থাকলেও সেটা বাস্তবায়িত হয়নি। তবে ফেব্রুয়ারিতে ইমামি ইস্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করে ছন্দে ফিরেছিল দল। জয়ের সরণিতে ফেরার পর প্লে-অফে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হলেও সেটা বজায় থাকেনি। দলের গুরুত্বপূর্ণ দুইটি ম্যাচে বেঙ্গালুরু এফসির পাশাপাশি শক্তিশালী নর্থইস্ট ইউনাইটেডের কাছে ও আটকে গিয়েছিল দক্ষিণের এই ক্লাব। এই হতাশা কাটিয়ে এবার কলিঙ্গ সুপার কাপ থেকে ঘুরে দাঁড়ানোই লক্ষ্য চেন্নাইয়িনের। সেইমতো গত কয়েকদিন ধরেই দলকে প্রস্তুত করছেন ওয়েন কোয়েল। কিন্তু এবার উঠে আসতে শুরু করেছে নয় তথ্য। বিশেষ সূত্র মারফত খবর, নতুন মরসুমে আর হয়তো দলে দেখা যাবে না নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড ড্যানিয়েল চিমা চুকুকে। হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন। আসলে এই ফুটবল সিজনে তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে খুব একটা খুশি নয় ম্যানেজমেন্ট। স্বাভাবিকভাবেই এই মরসুম শেষে তাঁকে বিদায় জানাতে মরিয়া আইএসএল জয়ী এই দল। হিসাব অনুযায়ী দেখলে আগামী বছরের মে মাস পর্যন্ত অভিষেক বচ্চনের এই ফুটবল দলের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে চিমা চুকুর। কিন্তু তাঁর আগেই সেটি ছিন্ন করতে পারে ম্যানেজমেন্ট। এবারের ইন্ডিয়ান সুপার লিগে মোট ২৩টি ম্যাচ খেলেছিলেন এই তারকা ফুটবলার। যারমধ্যে ৬টি গোল করার পাশাপাশি ১টি অ্যাসিস্ট ও থেকেছে এই বিদেশি ফুটবলারের। সুপার কাপে পারফরম্যান্সের উপরেই হয়তো নির্ভর করবে তাঁর ভবিষ্যত।

'রিয়াল মাদ্রিদ ইজ রিয়াল মাদ্রিদ'

রিয়াল মাদ্রিদের অনেক স্মরণীয় সাফল্যের স্বাক্ষী মার্সেলো। এর মধ্যে আছে ঘুরে দাঁড়ানোর দারুণ কিছু অধ্যায়ও। এখন তার তিনি ক্লাবে নেই, তবে তার বিশ্বাসটুকু অটুট ভালোভাবেই। রিয়াল মাদ্রিদের এই গ্রেটের বিশ্বাস, আর্সেনালের বিপক্ষে তিন গোলের ঘাটতি ঘুচিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন তার হৃদয়ের ক্লাব।

মাদ্রিদ, ১৫ এপ্রিলঃ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে কঠিন সেই চ্যালেঞ্জ নিয়ে বুধবার রাতে নিজেদের মাঠে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ। প্রথম লেগে ডেক্লাইন রাইসের দুর্দান্ত দুটি ফ্রি-কিক ও মিকেল মেরিনোর গোলে আর্সেনাল এগিয়ে আছে ৩-০ গোলে। সাধারণ হিসাব বলবে, সেমি-ফাইনালে এক পা দিয়েই রেখেছে আর্সেনাল। তবে মার্সেলো মনে করিয়ে দিলেন, দলটি রিয়াল মাদ্রিদ, যারা কখনোই শেষের আগে শেষ নয়! রিয়াল মাদ্রিদ লেজেন্ডেস ও বার্সেলোনা লেজেন্ডসের ম্যাচের জন্য মেক্সিকোতে গিয়ে ইএসপিএনকে মার্সেলো বললেন, উত্তরসূরীদের ওপর শতভাগ বিশ্বাস তার আছে। ''রিয়াল মাদ্রিদেক কখনোই বিবেচনার বাইরে রাখা যাবে না। যদিও তিন গোল মানে অনেক বড়

কিছু। তবে রিয়াল মাদ্রিদকে ভাবনায় রাখতেই হবে এবং আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তার ঘুরে দাঁড়াবে। রিয়াল মাদ্রিদ ইজ রিয়াল মাদ্রিদ এবং তারা সবসময় ঘুরে দাঁড়ায়। ফিরতি লেগ হচ্ছে বের্নাবেউতে। সমর্থকেরা দারুণ প্রেরণা জোগাবে এবং ফুটবলাররা আত্মবিশ্বাসী যে, তারা পারবে। অবশ্যই আমরা জানি না, মাঠে ফলাফল কী হবে। তবে আমাদের সবটুকু বিশ্বাস আছে, রিয়াল মাদ্রিদ পারবে ঘুরে দাঁড়াতে।'' রিয়াল মাদ্রিদের ডিএনএ নিয়ে অনেক কথা হয়ে থাকে। হার না মানা মানসিকতা এই ক্লাবের মজ্জাগত। গত কয়েক বছরে ঘুরে দাঁড়ানোর অবিশ্বাস্য কিছু আখ্যান তারা রচনা করেছে। মার্সেলো সেই মানসিকতার কথা বললেন, পাশাপাশি তুলে ধরলনে ঘাম ঝরানোর গল্পও। ''যে মুহূর্তে আমরা রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিই, আমাদের শেখানো হয় হাল না ছাড়তে এবং এটা সবসময় আমাদের রক্তে বহমান। অনেক বছর ধরেই এমনটি চলছে এবং ডিএনএ ছাড়াও, আমাদের কঠোর পরিশ্রম, বিনয়, নিত্যদিনের নিবেদন এবং সমর্থকদের প্রেরণা মিলিয়েই এটা হয়। সবকিছু মিলিয়ে প্রক্রিয়াটা কার্যকর।'' মেক্সিকোতে বার্সেলোনার প্রাক্তনদের বিপক্ষে ম্যাচটিতে গোল করেন মার্সেলো। নির্ধারিত সময়ে ২-২ গোলে শেষ হওয়া ম্যাচে টাইব্রেকারে ৮-৭ গোলে জিতে নেয় রিয়ালের প্রাক্তনরা।

ক্লেটন-অস্কারের ঝামেলা চরমে! অশান্তির বাতাবরণে শুরু ইস্টবেঙ্গলের নতুন বছর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ নতুন বছরের প্রথম দিনে ফের ইস্টবেঙ্গল শিবিরে অশান্তি। দলের তারকা ক্লেটন সিলভার সঙ্গে আবার মতানৈক্য কোচ অস্কার

ব্রুজোর। ফলে সেই দিক থেকে দেখতে গেলে বলা যায়, অশান্তির বাতাবরণে শুরু ইস্টবেঙ্গলের নতুন বছর। দিন তিনেক আগে রাজারহাটে অনুশীলনের সময় ক্লেটন সিলভার সঙ্গে ঝামেলা হয়েছিল কোচ অস্কার ব্রুজোর। তার রেশ এখনও কাটেনি। দিন তিনেক আগে ইস্টবেঙ্গল চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে একটি প্র্যাক্টিস ম্যাচ খেলেছিল। সেই ম্যাচে অস্কার সাবস্টিটিউট হিসেবে ক্লেটনকে নামিয়েছিলেন। পিছন থেকে খেলতে বলেন অস্কার। ক্লেটন ৩০-৪০ সেকেন্ড মাঠে ছিলেন। কোচের কথা মেনে নিতে পারেননি। এরপরই তাঁর সঙ্গে মতানৈক্য হয় ক্লেটনের। ঝামেলা হওয়ার পর প্র্যাক্টিস ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে ক্লেটন বেরিয়ে যান। এরপর আলাদা গাড়ি নিয়ে মাঠ থেকে চলে যান ক্লেটন। এই ঘটনা নিয়ে এমনিতেই সরগরম ইস্টবেঙ্গল। এ বার নববর্ষের দিন ফের একই ঘটনা। নববর্ষের দিন ইস্টবেঙ্গলের মাঠে অনুশীলনের সময় কোচের সঙ্গে ঝামেলা হয় ক্লেটনের। এরপর আর স্প্যানিশ ফুটবলার অনুশীলন করেননি। এদিন সৌভিক চক্রবর্তী আলাদা করে ডেকে নিয়ে যান ক্লেটনকে, তাঁকে বোঝান। কিন্তু তারপরও প্র্যাক্টিস না করে বেরিয়ে যান ক্লেটন। স্প্যানিশ ফুটবলার ক্লেটন ও কোচ অস্কারের ঝামেলা প্রসঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেন, ''এই বিবাদটা অনেক ভাল লক্ষ্মণ হতে পারে। সুভাষ ভৌমিকের আমলে এমন অনেক ঘটনাই ঘটেছে।'' এরই মাঝে ইস্টবেঙ্গলে সুষ্ঠুভাবে বার পুজো অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে সেই ছবি শেয়ার করা হয়েছে।

মেসিকে নিয়ে বড় আপডেট দিলেন বন্ধু সুয়ারেজ

ফ্লোরিডা, ১৫ এপ্রিলঃ গোটা ফুটবল বিশ্বে এখন একটাই আলোচনা, ২০২৬ বিশ্বকাপে কি খেলবেন লিওনেল মেসি? তাঁর দেশ আর্জেন্টিনা ইতিমধ্যেই বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছে। তাই কেরিয়ারের গোধূলি লগ্নে পৌঁছনো ৩৭ বছরের মেসিকে নিয়েও আলোচনা এখন তুঙ্গে। কাতার বিশ্বকাপে আজন্ম স্বপ্ন পূরণ হয়েছে ফুটবলের রাজপুত্রের। ক্যাবিনেটে এসেছে বিশ্বকাপ। এবার কি তাহলে আরও একটি বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখছেন মেসি? ফুটবলে যা কিছু অর্জন করার ছিল সবই হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যে ৮ বারের ব্যালন ডি'অর জয়ীকে নিয়ে এত আলোচনা, এত প্রশ্ন, তিনি কিন্তু অবসর নিয়ে কোনও সাড়া শব্দ দিচ্ছেন না। এ যেন অনেকটা 'যার বিয়ে তাঁর দেখা নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই।' ২০২৬ বিশ্বকাপে কি খেলবেন তিনি। এই প্রশ্নের উত্তরে সময় হলেই জানবেন, এমনটা বলেই পাশ কাটিয়ে যান এলএম টেন। তবে, মানুষের মনের কথা জানা না গেলেও কিছুটা হলেও আঁচ পাওয়া যায় তাঁর পরিবার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের থেকে। মেসির ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম লুইস সুয়ারেজ। একসঙ্গে বহুবছর খেলেছেন বার্সেলোনায়। এখন ইন্টার মায়ামির হয়েও যুগলে মাঠ মাতাচ্ছেন। একসঙ্গে থাকার কারণেই মেসির মনের কথা আন্দাজ করতে পারেন সুয়ারেজ। সম্প্রতি প্রিয় বন্ধুকে নিয়ে একটা বার্তা দিয়েছেন এই উরুগুয়ের স্ট্রাইকার। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সুয়ারেজের কাছে মেসির অবসর প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়েছিল। এমন প্রশ্ন শুনে ৩৮ বছর বয়সি স্ট্রাইকার বলেছেন, ''অবসর? আর্জেন্টিনার হয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলার ইচ্ছা আছে মেসির। অবসরের পরিকল্পনা

নিয়ে আমরা আলোচনা করি না।'' তবে অবশ্য শুধু সুয়ারেজ নন, প্রিয় লিওকে ২০২৬ বিশ্বকাপে দেখতে চান আর্জেন্টিনা দলের কোচ ও সতীর্থরাও। এখন দেখার মেসি কী সিদ্ধান্ত নেন, কারণ ওই অধিকার যে শুধু তাঁরই।

ইংল্যান্ড থেকে ফিরেই বাংলাদেশ উড়ে যাবে টিম ইন্ডিয়া

মুম্বই, ১৫ এপ্রিলঃ ভারত বনাম বাংলাদেশ সাদা বলের সিরিজ আগস্টে। সূচি ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। স্বাধীনতা দিবসের পরেই বাংলাদেশ যাবে ভারতীয় দল। মিরপুর এবং চট্টগ্রামে হবে ছ'টি ম্যাচ। কবে, কোথায় খেলবে দুই দল? ১৭ আগস্ট থেকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজ শুরু ভারতের। প্রথম ম্যাচ মিরপুরে। এক দিনের ক্রিকেট দিয়ে শুরু হবে সিরিজ। তিনটি এক দিনের ম্যাচ এবং তিনটি টি-টোয়েন্টি

ম্যাচ খেলবে দুই দল। দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচও মিরপুরে। ২০ আগস্ট হবে সেই ম্যাচ। সিরিজের শেষ ম্যাচ ২৩ আগস্ট। চট্টগ্রামে হবে সেই ম্যাচ। টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে ২৬ আগস্ট থেকে। প্রথম ম্যাচ চট্টগ্রামে। পরের দু'টি ম্যাচ মিরপুরে। ২৯ এবং ৩১ আগস্ট হবে সেই দু'টি ম্যাচ। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিনিয়র ক্রিকেটারদের বিশ্রাম দিতে পারে ভারত। জুন মাসে ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজ খেলতে যাবেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা। সেখান থেকে ফিরে জসপ্রীত বুমরাহদের বিশ্রাম দিতে পারে বোর্ড। বাংলাদেশে পাঠানো হতে পারে তরুণ ক্রিকেটারদের। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁদের দেখে নেওয়ার পরিকল্পনা করতে পারে বোর্ড।

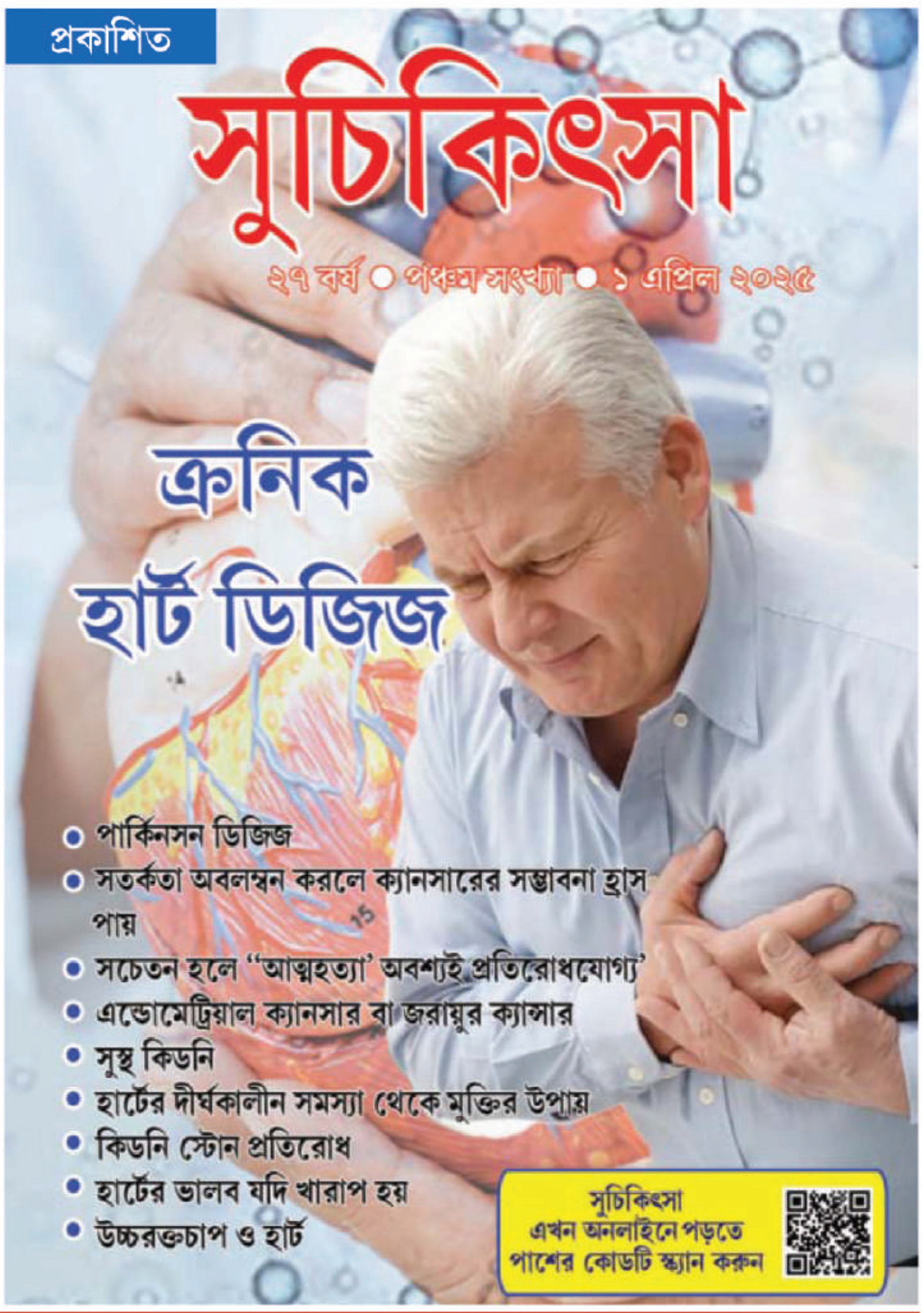

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com